www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬-২০১৬ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ২৮ ফাল্গুন – ৪ চৈত্র, ১৪২২ ঃ ১২ মার্চ – ১৮ মার্চ, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 20, 12 March - 18 March, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ছয় দফায় ৭ দিনে আগামী বিধানসভার ভোট হবে

পশ্চিমবঙ্গে। নির্ঘন্ট প্রকাশ করল ভারতের নির্বাচন কমিশন। পুরোটাই হয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া প্রহরায়। ইতিমধ্যেই তাদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়।

রবিবার : এবারের বাজেটে অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবিত ইপিএফ কর

স্থগিত করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। ঘরে বাইরের চাপ বাধ্য করল প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করতে। তবে বলা হয়েছে আপাতত স্থগিত।

সোমবার : এই প্রথম ভারতে জঙ্গি হানা হতে পারে বলে সতর্ক

করল পাকিস্তান। কচ্ছ উপকূল দিয়ে নাকি ভারতে প্রবেশ করেছে জঙ্গিরা। হামলার আশঙ্কা গুজরাত, দিল্লি, মহারাষ্ট্র সহ অন্যান্য রাজ্যে।

মঙ্গলবার : ভোট আসছে। ফের মাওবাদীদের সক্রিয় হতে দেখা যাচ্ছে জঙ্গলমহলে। তলে তলে বিরোধী

প্রচার ছড়িয়ে দিচ্ছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। কিষেণজির মৃত্যুর বদলা নিতেই এখন মাওবাদীরা মরিয়া।

বুধবার : মনুস্মৃতি পুড়িয়ে ফের ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতিকে আঘাত করল জেএনইউ-এর একজন ছাত্র। মনুস্মৃতি কোনও রাজনৈতিক দল বা

ব্যক্তির সম্পদ নয়। স্বাধীনতার নামে পড়ুয়ারা ক্রমশই মাত্রা ছাড়াচ্ছে।

বৃহস্পতিবার : ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে বন্দরের আইএএস চেয়ারম্যান রাজপাল সিংহ কাহালোঁকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

একই সঙ্গে ধরা পড়েছেন একটি বাণিজ্যিক সংস্থার ডিরেক্টর ডিডি জগতাপ দত্তাজি।

শুক্রবার : এবারে নির্বাচনে যে কড়া মনোভাব গ্রহণ করা হবে তার

প্রমাণ হিসাবে পর্যবেক্ষকের উপরও নজরদারির ব্যবস্থা করল নির্বাচন কমিশন। গাফিলতি হলেই শাস্তির খাঁড়া।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

আদালতে মুখ পুড়ল মৎস্য দপ্তরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুর: কলকাতা জোনের অন্তর্গত রাজ্য মৎস্য দপ্তরের আলিপুর শাখার সহ মৎস্য অধিকর্তা জোকা অঞ্চলে একটি বেআইনিভাবে ভরাট হওয়া পুকুরের বিষয়ে আলিপুরে অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে গত ৩ মার্চ এক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েন। খবরে প্রকাশ জোকা মৌজার ৭৫৭ নং দাগে একটি প্রায় দশ কাঠা আয়তনের পুকুর বেআইনিভাবে ভরাটের কারণে রাজ্য সরকার বনাম সুনীল হালদার ও অন্যান্য, টি আর নং ১৫৭/১৪ মামলায় ওই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র এফআইআর করার পর সঠিক সময়ে জমা না দেওয়ায় এবং পরবর্তীকালে ওই সমস্ত নথি-পত্র জমা দেওয়ার জন্য পুনঃতদন্ত করার আবেদন আইনানুগ পদ্ধতিতে না করায় আদালতের পক্ষ থেকে উষ্মা প্রকাশ করা হয়। পরবর্তী শুনানির দিন আইন সম্মতভাবে পুনরায় তদন্তের আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া হয় আদালতের পক্ষ থেকে।

উল্লেখ্য কয়েক বছর পূর্বে জোকায় জেমস লং সরণীর উপর একটি দশকাঠা আয়তনের পুকুর সহ জোকা মৌজায় ৭৫৭ দাগে প্রায় তেরো কাঠা পরিমাণ জমি স্থানীয় সুনীল হালদার ও তার পত্নী অনিমা হালদার ওই এলাকার পুরনো বাসিন্দা পরলোকগত বেঞ্জামিন অধিকারীর স্ত্রী শান্তিসুধা অধিকারী ও তার কন্যা অর্পা দাস এর নিকট হতে ক্রয় করেন। তার কিছুদিন পর থেকেই সুনীলবাবু খুব সন্তর্পণে পুকুরের পূর্ব এবং পশ্চিম পাশে উঁচু পাঁচিল তৈরি করে ধীরে ধীরে রাতের অন্ধকারে পুকুরটি একটু একটু করে বোজাতে থাকেন বলে অভিযোগ। সুনীল হালদার এলাকার বাসিন্দাদের বারণ না শোনায় তারা এলাকার পরিবেশ রক্ষাকারী সংস্থা জোকা পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংস্থার (জোকা ওপেড) নিকট লিখিতভাবে জানিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে বেআইনিভাবে পুকুরটি বোজানো বন্ধ করার আবেদন জানায়। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ খতিয়ে দেখে এবং অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে জোকা ওপেডের পক্ষ থেকে এবিষয়ে ঠাকুরপুকুর থানা, জোকা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফুলু মন্ডল সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক, জেলা পরিষদ, এসপি, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, মৎস্য দপ্তর, মৎস্যমন্ত্রী এমন কি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকেও ই-মেল মারফৎ জানানো হয় ও অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুকুরটি রক্ষা করার আবেদনও জানানো হয়। তখন রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের শেষের দিক। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে পুকুরটি রক্ষা করা তো দূরের কথা, পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর কোনও পক্ষ থেকেই প্রাথমিক তদন্ত পর্যন্ত হয়নি। আর এই সুযোগে পুকুর ভরাটের কাজ ধীরে ধীরে চলতে থাকে। ইতিমধ্যে বঙ্গ-রাজনীতির পালা বদলায়।

তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক নতুন সরকার আসে। মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করে ঘোষণা করেন যে পরিবেশ রক্ষার জন্য যেমন 'জল ধরো জল ভরো' নীতি অনুযায়ী নতুন নতুন পুকুর খোড়া হবে, তেমনই পুরানো পুকুরগুলিও রক্ষা

করা হবে। বেআইনিভাবে পুকুর ভরাট বন্ধ করতে হবে আর ভরাট হওয়া পুকুরগুলি পুনরুদ্ধার করা হবে। কয়েকটি ভরাট হওয়া পুকুর খননও করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর এই অবস্থানে এবং আশ্বাসে উৎসাহিত এবং সাহসী হয়ে জোকা ওপেডের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তরসহ অন্যান্য দপ্তরে এই বিষয়ে পুনরায় অভিযোগ জানানো হয়। এইবার মৎস্য দপ্তর নড়ে-চড়ে বসে। কলকাতা জোন তৎপর হয়ে পুকুর ভরাটের বিষয়ে তদন্ত শুরু করে। বারে বারে ঘটনাস্থলে এসে ছবি, তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করে এবং স্থানীয় মানুষ তথা জোকা ওপেড সদস্যদের সাথে কথা বলে পুকুরটি যে বেআইনি ভাবে ভরাট করা হয়েছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে কলকাতা জোনের ডেপুটি ডিরেক্টর উত্তম পাঁজা পুকুর ভরাটকারী সুনীল হালদার ও অনিমা হালদারকে ভরাট করা ৭৫৭ দাগের পুকুরটি খোঁড়ার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু হালদার দম্পতি সেই নির্দেশ না মেনে কলকাতা জোনে একটি হলফনামা দিয়ে জানায় যে ৭৫৭ দাগে নয়, তারা অন্য স্থানে অন্য মৌজায় একটি পাঁচ কাঠা আয়তনের পুকুর খুঁড়ে দিতে চায়। মৎস্য দপ্তর থেকে তাদের জানানো হয়, সেটা সম্ভব নয়। কারণ সেটাও বেআইনি হবে। পুনরায় ৭৫৭ দাগের পুকুরটি খোঁড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু ভরাটকারীরা সেই নির্দেশও অমান্য করে। ইতিমধ্যে জোকা পঞ্চায়েত এলাকা কলকাতা পুরসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়। পুরসভায় দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে মৎস্য দপ্তর কলকাতা জোনের সহযোগিতায় পুকুর ভরাটের বিষয়ে যৌথভাবে পুনরায় অনুসন্ধান করা হয়। বলা বাহুল্য, যৌথ তদন্ত রিপোর্টে পুকুরটি যে বেআইনিভাবে বোজানো হয়েছে এবং বোজানো পুকুরের উত্তর-পশ্চিমদিকে একটি করগেটেট শিট দিয়ে বেআইনি গুদাম ঘর নির্মাণ করা হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হয়েছে।

মৎস্য দপ্তরের কলকাতা জোন থেকে হালদার দম্পতিকে তৃতীয় এবং অন্তিম নোটিশ জারি করে পুকুরটি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া নির্দেশ দেয়। কিন্তু সেই নোটিশও তারা অগ্রাহ্য করে। এরপরই মৎস্য দপ্তর এবং কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে আলাদা আলাদাভাবে হরিদেবপুর থানায় সুনীল হালদার ও অনিমা হালদারের বিরুদ্ধে দুটি এফআইআর করে। মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এফআইআর করেন মৎস্য বিভাগের আলিপুর অফিসের তৎকালীন সহ অধিকর্তা ব্যোমকেশ হালদার। মৎস্য দপ্তরের এফআইআর অনুযায়ী পুলিশ হরিদেবপুর থানায় সুনীল হালদার ও অনিমা হালদারের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল কেস রুজু করে। কেস নং ৩১৯/১৩। পরবর্তীকালে এটি আলিপুরে মুখ্য বিচার-বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আসে। কেস নং টি.আর. ১৫৭/১৪, রাজ্য সরকার বনাম সুনীল হালদারও অন্যান্য। এই মামলাটির কেস-রেকর্ড থেকে জানা যায় যে ইনল্যান্ড ফিশারিজ অ্যাক্ট ১৯৯৩এর ১৭এ ধারা লঙ্ঘন করে পুকুর ভরাট করার অভিযোগে সুনীল হালদার ও অনিমা হালদারের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্যোমকেশ হালদার, এডিএফ আলিপুর এফআইআর করলেও তার করা অভিযোগ প্রমাণের জন্য তিনি পুলিশি-তদন্ত চলাকালীন কোনও তথ্য, ডকুমেন্ট, বা অন্য কাগজ পুলিশের হাতে দেন নি। কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজ যেমন জোকা ওপেডের দায়ের করা একাধিক অভিযোগপত্র, মৎস্য দপ্তর এবং কলকাতা পুরসভার তদন্ত রিপোর্ট, সুনীল হালদার ও অনিমা হালদারকে পাঠানো মৎস্য দপ্তরের তিনখানি নোটিশ, সুনীল হালদার ও অনিমা হালদার কর্তৃক মৎস্য দপ্তরকে হলফনামার মাধ্যমে দেওয়া 'আন্ডারটেকিং' কলকাতা পুরসভার দায়ের করা এফআইআর এবং পুকুর সহ জমি বিক্রেতা শান্তি সুধা অধিকারী ও অর্পা দাসকে মৎস্য দপ্তর থেকে পাঠানো চিঠি এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য চিঠি পুলিশকে অথবা আদালতে জমা দেননি। সিজার-লিস্টেও নেই এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের উল্লেখ। এছাড়া তিনি আদালতে যে জবানবন্দি দিয়েছেন তাতেও এই বিষয়ের কোনও উল্লেখ নেই।

যদি সময়মতো এই সমস্ত নথিপত্র ঠিক ঠিকভাবে পুলিশের হাতে অথবা আদালতে জমা দেওয়া হত, তাহলে আদালতে মৎস্যদপ্তরকে হেনস্থার মুখে পড়তে হত না। অস্বস্তিতে পড়তেন না আলিপুরের সহ মৎস্য অধিকর্তা। মামলাটির পরবর্তী শুনানির দিনে আদালতে এই নথিপত্রগুলি জমা দেওয়ার জন্য ওয়াকিবহাল একজন অভিজ্ঞ অ্যাডভোকেটকে মৎস্য দপ্তরের পক্ষে ওকালতনামা দিয়ে পুনঃতদন্ত প্রার্থনা করে আবেদন করার পরামর্শ দিয়ে বিচারক মামলাটি সেদিনের মতো মুলতবি করে দেন।

নীরবে কাঁদে সিপিএমের সন্ত্রাস

কুনাল মালিক

৩৪ বছরের সিপিএমের অত্যাচার ও সন্ত্রাসের পর ২০১১ সালে বাংলার রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়। তৃণমূল কংগ্রেস জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে বাংলার অধিকার নেয়। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারা রাজ্য জুড়ে সন্ত্রাসের ইতিহাস তুলে ধরে শপথ নিয়েছেন ক্ষমতায় এলে অত্যাচারী সিপিএমের মুখোশ খুলে দেবেন। এবং অপরাধীদের শাস্তি দেবেন। বাংলার মানুষ আশায় বুক বেঁধে ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ পাঁচ বছর অতিক্রম হয়ে, আরও একটি নির্বাচনের মুখোমুখি রাজ্য। কিন্তু সিপিএমের অত্যাচার ও সন্ত্রাসের ইতিহাস আজ নীরবে কেঁদে চলেছে। অপরাধীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সিপিএম আবার গণতন্ত্রের বুলি আউড়ে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ছে। ৩৪ বছরে যে কংগ্রেসীরা প্রতিদিন সিপিএমের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে, তারা তৃণমূলকে রুখতে হাতে কাস্তে তুলে নিচ্ছে হাসিমুখে। ছিঃ!

মাননীয় বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার দল সিপিএমের অত্যাচারীদের যথাযথ শাস্তি দিতে না পারলেও, সেই নৃশংস যুগের ঘটনাগুলিকেই প্রচারের অস্ত্র করেছে। এবার ক্ষমতায় এলে সেই

নৃশংস যুগের কারিগরদের শাস্তির ব্যবস্থা করুন। না হলে ইতিহাস আপনাদের ক্ষমা করবে না। সত্তর দশকে বর্ধমানে সাঁইবাড়িতে সিপিএমের হার্মাদবাহিনী মায়ের সামনে ছেলেকে খুন করে, সেই রক্তে ভাত মাখিয়ে নিজের মাকে খাইয়েছিল। কি শাস্তি হল অপরাধীদের ? ১৯৭৮ সালে মরিচঝাঁপিতে মানুষদের গুলি করে, ঝুপড়িতে আগুন লাগিয়ে, মানুষকে জঙ্গলে বাঘে এবং নদীতে ফেলে কুমির দিয়ে খাওয়ানো হয়েছিল। মরিচঝাঁপির কান্ডে কমরেডদের কী সাজা হয়েছিল? ১৯৮২ সালে কলকাতার বুকে বালিগঞ্জের বিজন সেতুতে ১৬ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। কি বিচার পেল নিহত সন্ন্যাসীরা? ১৯৯৮ সালে ধর্মতলায় ২১ জুলাই যুব কংগ্রেসের সভায় পুলিশ গুলি করে ১৩ জনকে খুন করে। আজও কি শহিদ পরিবার বিচার পেয়েছে? ২০০৬ সালে সিঙ্গুরে জমি আন্দোলনে তাপসী মালিককে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে খুন করা হয়। খুনিরা কি আদৌ বিচার পেয়েছে। ২০০৭ সালে নন্দীগ্রামে ১৪ মার্চ পুলিশের সঙ্গে সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী চটি পরে নির্বিচারে মানুষ খুন করে। সেই ঘটনার আজও কি বিচার হয়েছে? ২০১০ সালে নেতাইয়ে সিপিএমের সম্পদদের উদ্যোগে গণহত্যা সংঘটিত হয়। সে ঘটনায় অপরাধীরা আজও শাস্তি পেল কি? সিপিএমের একদা দোর্দন্ডপ্রতাপ কমরেডরা আজ অনেকেই তৃণমূলে ঢুকে গিয়েছেন। অনেকে দল ছেড়ে পর্দার আড়ালে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাচ্ছে। তাদের কি আপনি মাফ করে দিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? নাকি ইতিহাস ভুলে গেলেন। বাংলার জনগণ ৩৪ বছরের সিপিএমের সন্ত্রাসের ইতিহাসের বিচার চায় আপনার কাছে।

ছিঃ! 'ধর্মনিরপেক্ষ'বাদীদের একি 'ধার্মিক' আচরণ!

আজাদ বাউল

ভোট বড় বালাই। আরও বালাই টিকি-দাড়ির সেই পুরনো পরম্পরা। বাংলার ভোট দরজায় কড়া নাড়ছে। 'নাস্তিক' রাজনীতিকরা কড়া নাড়ছে বিশেষ ধর্মগুরুদের দরজায়। সেই সব ধর্মগুরু এবং তার শিষ্য শিষ্যারা অবশ্যই নাকি সংখ্যার দিক দিয়ে ঘনত্বহীন অর্থাৎ লঘু। সংখ্যালঘুদের নিয়েই রাজনীতিকদের এত কান্নাকাটি, এত প্রতিশ্রুতি আর এত ভালোবাসা। বাকি সবাই বানের জলে ভেসে আসা পাবলিক। তাদের নিয়ে ভাবনা নেই। তারা যাকে হোক ভোট দিক। 'নোটা' হলেও কিছু এসে যায় না। কিন্তু পিছিয়ে পড়া ধর্মগুরুদের প্রতি হিমালয় প্রমাণ আস্থা রাখেন কাস্তে থেকে জোড়াফুল আর হাত থেকে সদ্য দলবদল হওয়া নেতানেত্রীরা। যেখানে কাজের বিচারে ভোট বিচার হয় সেখানেই ভাবের ঘরে চুরি কেন আজও? সংবিধানে 'সেকুলার' বলতে 'নাস্তিক' বোঝায়। যদিও প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল রাধাকৃষ্ণনকে দিয়ে প্রচার করিয়েছিলেন 'সেকুলার' মানে ধর্মনিরপেক্ষতা। প্রত্যেক দেশেই জনসংখ্যার গরিষ্ঠতার বিচারে সেদেশের রাষ্ট্রধর্ম থাকতেই পারে। বহু দেশ তাদের রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত হয় না। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র আমাদের এই হিন্দুস্তান। কম্যুনিস্ট ও কংগ্রেসীরা মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার ভাষণ অব্যাহত রাখলেও কার্যত বরাবরই প্রকৃত নাস্তিক হতে পারেনি। তৃণমূল দলটিও কখনই নাস্তিক হতে পারেনি। কিন্তু ভোটের সময় কখনই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কিংবা খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের দরজায় হত্যে দিতে দেখা যায়নি। ধন্য ধর্মনিরপেক্ষতা! ধন্য ভারতবাসী! ধন্য বাংলার আপামর মা-মাটি-মানুষ! ধন্য অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম-এর জাতীয় কংগ্রেস! ধন্য জার্মান বংশীয় কার্ল মার্কসের উত্তরসূরীরা আর ধন্য খাঁটি বঙ্গজ তৃণমূল কংগ্রেস!

ভয়াবহ নদী ভাঙনে বেহাল দশা

হাড়োয়ার চার গ্রাম

কল্যাণ রায়চৌধুরী

স্বাধীনতার ৬৯ বছরে দাঁড়িয়েও রাজ্য তথা উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় এমন এলাকা রয়েছে, যা চাক্ষুষ না করলে বিশ্বাস করা প্রায় অসম্ভব। বিগত চৌত্রিশ বছরের বাম শাসনে হোক বা পাঁচ বছরের তৃণমূলী শাসন, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার হাড়োয়া বিধানসভার গাঙনিয়া, পারুলিয়া, জোয়ারিয়া ও গাঙধূলাট গ্রাম চারটির সামগ্রিক বেহাল অবস্থা প্রত্যেকের সাফল্যের খতিয়ানে কালো দাগ রাখতে বাধ্য। হাড়োয়া বিধানসভার চাঁপাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গাঙনিয়া সহ চারটি গ্রামের নাম উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার মানচিত্রে পাওয়া গেলেও বাস্তবে এই গ্রাম চারটির প্রায় হাজার পনেরো মানুষ জেলার মূল ভূখন্ড থেকে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন বলা যায়। শীতের সময়টুকু বাদ দিলে বাকি সময়টা এই গ্রামের মানুষগুলিকে দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে কাটাতে হয়। যা চূড়ান্ত আকার নেয় বর্ষার সময়। গোঁসাইপুর থেকে কাজিপুকুর পর্যন্ত চারটে গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়া প্রায় দশ মিনিট রাস্তা বহু বছর ধরে কাঁচা। বর্ষার সময়ে এই রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ি বা সাইকেল চালানো তো দূর অস্ত, হাঁটা পর্যন্ত যায়না বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। বেহাল রাস্তার কারণে আপদে-বিপদে গ্রামে কোনও গাড়ি ঢুকতে চায় না বলে গ্রামবাসীরা জানান। তারা বলেন, 'গাড়ির অভাবে রাস্তায় কারণে আপদে-বিপদে গ্রামে কোনও গাড়ি ঢুকতে চায় না বলে গ্রামবাসীরা জানান। তারা বলেন, 'গাড়ির অভাবে রাস্তায় প্রসবের ঘটনাও গাঙনিয়া গ্রামে ঘটেছে। অসুস্থ রোগীকে সময়মতো চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যেতে না পারার কারণে মৃত্যুও হয়েছে এখানে। এমনিতেই এলাকায় তো কোনও চিকিৎসাকেন্দ্রও নেই। ফলে চিকিৎসার প্রয়োজনে প্রায় দশ কিমি দূরে দেগঙ্গা হাতপাতাল অথবা প্রায় এগারো কিমি দূরে হাড়োয়া হাসপাতালে যেতে হয়।' তারা আরও বলেন, 'সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতি হয় বর্ষাকালে। প্রায় হাঁটু কাদা ঠেঙিয়ে গুরুতর অসুস্থকে নিয়ে যাওয়াই অসম্ভব হয়ে পড়ে। গ্রামের পিছন দিয়ে নদীর উপর বাঁশের সাঁকো বানিয়ে তেলিয়া গ্রাম ঘুরে আমরা যাতায়াত করি। সাঁকোতেও দুর্ঘটনা ঘটে। গাঙধূলাট গাঙনিয়া জুনিয়র হাইস্কুলের অন্তঃসত্ত্বা শিক্ষিকা সাঁকো থেকে পড়ে গিয়ে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়। তিনি চার মাস ধরে অসুস্থ।'

এছাড়াও গাঙনিয়া গ্রাম ঘেঁষে বয়ে চলা বিদ্যাধরী নদীর কোপে পড়ে শতাধিক বাড়ি তলিয়ে গিয়েছে। নদী ভাঙনের মুখে রয়েছে এখনও আরও অনেক বাড়ি। স্থানীয় আশুতোষ চক্রবর্তী বলেন, 'নদী ভাঙনের কারণে আমাদের সব তলিয়ে গিয়েছে। এখনই ব্যবস্থা না নিলে আরও মানুষ বিপন্ন হবে।' প্রবীণ গ্রামবাসী রঞ্জিত প্রামাণিক বলেন, 'নেতা, বিধায়ক সবাই প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু ভাঙন রোধে কেউ কিছুই করেননি।' এসব সমস্যার প্রতিবাদ ও দ্রুত সমাধানের দাবিতে জামান খাদেমুর রহমান, বাকিবুল্লা, অমিত মণ্ডলদের নেতৃত্বে চারটি গ্রাম মিলে প্রতিবাদী মঞ্চ গড়ে উঠেছে। যারা ইতিমধ্যে সমস্যা সমাধানের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। গত ১৭ জানুয়ারি হয়ে যাওয়া 'পোলিও দিবস' তারা বয়কট করে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে সমস্যাগুলির সমাধান না হলে তারা ভোট বয়কটের পথে হাঁটবেন বলেও ঘোষণা করেছেন। তাদের এই সমস্যার কথা লিখিতভাবেও মুখ্যমন্ত্রী, জেলাশাসক, বিডিওদের জানালেও এখনও কিছু হয়নি বলে জানালেন, খাদেমুর রহমান। এমনকি গ্রামের পিছন দিয়ে যাতায়াতের জন্য মাটির তৈরি রাস্তা গ্রামবাসীরাই নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে করেছেন, বলে জানালেন স্থানীয় যুবক অরূপ মণ্ডল। বাঁশের সাঁকো লাগোয়া নতুন রাস্তা তৈরি করার খরচ স্থানীয় বাসিন্দা তথা প্রাক্তন শিক্ষক হাজি সইফুদ্দিন মোল্লা যোগাচ্ছেন বলে জানা যায়। এ বিষয়ে সইফুদ্দিন মোল্লা বলেন, 'গ্রামের মানুষের জন্যে কিছু করে যাই। আমার অবর্তমানে এরা আমাকে মনে রাখবে। প্রশাসন তো এগিয়ে আসছে না।'

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, স্থানীয় বিধায়ক জুলফিকার মোল্লা প্রতিশ্রুতি দিলেও কিছুই করেন নি। এ বিষয়ে বিধায়ককে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমার সময়কালে আমার বিধানসভা এলাকায় পৌনে দুশো কোটি টাকার কাজ হয়েছে। কিন্তু সব জায়গার কাজ কি একবারে করা সম্ভব? বিদ্যাধরী নদীটি চারটি সেচ বিভাগের উপর দিয়ে বইছে। এই বিভাগগুলোকে খুঁজতেই তো অনেক সময় লাগবে। তা সত্ত্বেও আমি উদ্যোগ নিয়েছি। ইতিমধ্যে ২৫-৩০ লক্ষ টাকা ভাঙন রোধে অনুমোদন হয়েছে। আর রাস্তার কাজও প্রোজেক্ট করেছি। নির্বাচনের আগে বা পরে শুরু হয়ে যাবে।' দেগঙ্গার বিডিও মানস কুমার মণ্ডল বলেন, 'হ্যাঁ, সমস্যার কথা আমি শুনেছি। আমি নিয়ে গিয়ে কথাও বলেছি। রাস্তার সমস্যার কথা জেলাকে জানিয়ে করার চেষ্টা করছি। সত্যিই খুব খারাপ অবস্থা এলাকার। ভাঙনরোধের ব্যাপারে সেচ দপ্তর একটা টাকা অনুমোদন করেছে বলে শুনেছি।' ভাঙন রোধে বিধায়ক ২৫-৩০ লক্ষ টাকার অনুমোদনের কথা শোনালেও বিডিও অফিস সূত্রের খবর, এর জন্যে সেচ দপ্তর সাত কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

আগামী ২ বছরে অনেকটাই ওপরে ওঠার সম্ভাবনা

নয়া বুল রান শুরু ভারতীয় শেয়ার বাজারে

শুদ্ধাশিস গুহ

শেয়ার বাজারের ম্যাজিক ফের শুরু। সেই ২০১৫–র মার্চ মাসের শুরুতে বাজার নতুন উচ্চতা খুঁজে নিয়েছিল। নিফটি গিয়ে পৌঁছেছিল ৯১০০–তে। সেনসেক্সের ঠিকানা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৩০ হাজারের অনেক ওপরে। সেই বাজারেই হঠাৎ করে ছন্দপতন ঘটল। যাকে বলে রীতিমতো বড়সড় কারেকশন। যাকে শুধু সংশোধনী বা শেয়ারের দামের কারেকশন বলা চলে না। একে আখ্যা দেওয়া যায় টাইম ফ্রেম কারেকশন বলেও। যার জেরে গত প্রায় দেড় বছর ভারতীয় বাজার নিম্নমুখী ছিল। নিফটি পড়তে পড়তে গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ লগ্নে এসে ৬৮০০–র কাছে পৌঁছেছিল। অনেক বিশেষজ্ঞই বলছেন ভারতের বাজার এবার বটম আউট বা তার তলদেশ খুঁজে পেয়েছে। এখন এই জায়গা থেকে আগামী দিনে ভারতের ইনডেক্স অনেক ওপরে যেতে পারে। এমনকি বেশ কিছুদিন আগে বাজারের যে ১০ হাজারের ঘরে যাওয়ার কথা শোনা যাচ্ছিল তা সম্ভবপর হতেও পারে আগামী ২ বছরে। তাই এটাই হচ্ছে সঠিক সময়ে হাতের পুঁজি ভালোভাবে নিবেশিত করার। মানে যারা নতুন পা রেখেছেন বাজারে তাদের জন্য তো বটেই। আর যারা ফেঁসে রয়েছেন বিভিন্ন উচ্চতায় তারাও যদি ঠিকঠাক শেয়ার ধরে থাকেন তা হলে মূলধন ফিরে পাওয়া সম্ভব। এমনকি লাভের ঘরেও ঢুকে পড়তে পারেন।

তাও বলা যেতে পারে বেশ কিছুদিনের গুমোটভাবের পর ফুরফুর ভাব ফিরে এসেছে বাজারে। কিন্তু এই সাময়িক উত্থান 'দো দিন কা চাঁদনি' কিনা তা নিয়ে বিস্তর জল্পনা রয়েছে। ভারতীয় নিফটি প্রায় মোক্ষম সাপোর্ট লেবেলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। সাত হাজার ভাঙার পর নিফটি যখন নিচে এসেছিল তখন অনেকে শঙ্কা প্রকাশ করেছিল যে ভারতীয় নিফটি না ৬ হাজারের কাছেপিঠে চলে আসে। এই জায়গা থেকেই বাজার ঘুরে দাঁড়ালো বাজেটের অব্যাবহিত পর থেকেই। একেবারে সাত–আটশো পয়েন্ট বাড়া নিফটির ক্ষেত্রে বহুদিন পর হল। শেয়ার বাজারের টেকনিক্যাল ভাষানুযায়ী এই ঘুরে দাঁড়ানো বা সাময়িক উত্থান 'ডেড ক্যাট বাউন্স' নাকি সত্যি সত্যি ইতিবাচক দিক নির্দেশ করছে তা জানতে অপেক্ষা করতেই হবে আগামী কয়েকদিন। এই সপ্তাহে বাজার হবে মাত্র চারদিন। মঙ্গল থেকে শুক্রবার পর্যন্ত। মহাশিবরাত্রির জন্য সোমবার মার্কেট বন্ধ থাকবে। এই প্রেক্ষিতে বাজারের ওপরের দিকে ওঠা সম্পর্কে এখনই কোনও স্থায়ী সিদ্ধান্তে আসাযাচ্ছেনা।বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই সপ্তাহে মানে বাকি কয়েকদিনও যদি সব ঠিকঠাক থাকে তা হলে ধরে নিতে হবে ভারতীয় বাজার এই অন্তর্বর্তীকালীন সংশোধনী পর্ব পিছনে ফেলে এসেছে।

তারপর হতে পারে একটানা বাড়ার পর ১–২ শো পয়েন্টের নিফটি কারেকশন। কিন্তু বিদেশিরা যেভাবে তাদের শর্ট কভার করে হাজার হাজার কোটি টাকার কেনাকাটা শুরু করেছেন তাতে ধরে নেওয়াই যায় সামনের দিকে বাজারের গতি উর্দ্ধমুখী থাকবে। এর মধ্যে এপ্রিলে যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার আরও কমায় এবম বিশ্বের আর্থিক স্থিতি বজায় থাকে তাহলে অচিরেই আট হাজারের গণ্ডি অতিক্রম করতে সক্ষম হবে ভারতীয় নিফটি।

এবারের পতনে নিফটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পড়েছিল ব্যাঙ্ক নিফটি। মোটামুটিভাবে সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাঙ্ক সকলেই ব্যাপকভাবে পড়েছে এই সময়কালে। সরকারি ব্যাঙ্ক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের তৃতীয় কোয়ার্টারের রেজাল্ট চলাকালীন অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায়। অপরদিকে বাজারের পতন তথা ব্যাঙ্ক নিফটির কারেকশনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পতন ঘটেছে বেসরকারি ব্যাঙ্কেরও। সুতরাং ভারতীয় বাজারকে পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি অর্জন করতে হলে সবার আগে ব্যাঙ্ক নিফটিকে রুখে দাঁড়াতে হবে। সদর্পে গর্জন করে পুরো ভারতীয় বাজারের হাল ধরতে হবে। সেমিফাইনালে বিরাট কোহলির মতো ব্যার্থ হলে চলবে না, বরং বাজারের এই সন্ধিক্ষণে দেশের বুল রান তথা ষাঁড় দৌড়কে সচল রাখতে প্রধান ভূমিকা নিতে হবে ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক সংস্থার শেয়ারগুলিকে। এটাই এই মুহূর্তের সবথেকে বড় চাহিদা। না হলে মুখ থুবড়ে পড়তে সময় লাগবে না। আশার কথা সেই ব্যাঙ্কের হাত ধরেই এবার বাজার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে সামিল হয়েছে আরও এক মার খাওয়া কাউন্টার স্টিল বা ধাতু সেক্টর। উল্লেখযোগ্যভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে টাটা স্টিলের মতো বড় মাপের শেয়ার। তাছাড়া বহুদিন পেটাই খাওয়ার পরে ওষুধ কাউন্টারেও বইছে নব বসন্তের হাওয়া। এর আগে ভারতীয় নিফটি যখন ৮২০০–র ঘর ভেঙে দেয় তবে ৮ হাজারের ঘরেও তা দাঁড়াবে বলে মনে হচ্ছিল না। এখান থেকে সোজা চলে আসতে পারে ৭৮০০–র কাছেপিঠে। কারণ গত কয়েকমাসে দেখা গিয়েছে এই জায়গাটাই নিফটির সবথেকে বড় বেস বা ভিত। সেই সময় কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ তো এমন ধারণাও পোষণ করছিলেন যে ভারতীয় বাজার যদি সত্যি এই ধরনের বড় কারেকশনের মুখে পড়ে তাহলে সাত হাজারের কাছে চলে আসাটাও অস্বাভাবিক নয়। এটাও সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। এখানেই প্রমাণ করছে আর পাঁচটা বাজারের চেয়ে শেয়ারের বাজারের ধরণধারণই আলাদা। এখানে উত্থান বা পতনের পরিসীমা সম্পর্কে কারও ভবিষ্যৎবাণীই মেলে না। বাজার তার নিজের কক্ষপথে চলমান থাকে। যা সম্পূর্ণ নিজস্ব চিন্তাভাবনার ওপর বিচরণ করে। এইভাবেই শেয়ার বাজার নিজেকে অন্যান্য বাজার থেকে পৃথক করে থাকে। নিজস্ব অস্তিত্বের জানান দেয় বারংবার। মানে যখন সকলেই বাজার সম্পর্কে দারুণ বুলিশ হয়ে ওঠেন বা বাজারের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে ওঠেন তখন দেখা যায় বাজার পড়তে শুরু করে দেয়। আবার বাজার পড়তে থাকাকালীন পণ্ডিতেরা যখন বাজারের রসাতলে যাওয়া নিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে তখন পালটে যায় প্রেক্ষাপট। তাতে দেখা যায় অকস্মাৎ বাজারে বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়।

এখন ঘটনা হল কোন সময় বাজারে শেয়ার কিনতে হবে বা পজিশন নিতে হবে তা নির্ণয় করা খুব শক্ত। আবার শেয়ারের দাম যখন বাড়তে থাকে তখন বেচার জায়গাটা ঠিক করা দারুণ কঠিন হয়ে যায়। এই জন্য শেয়ার টেকনিক্যালস–এর পাঠ নেওয়া অত্যন্ত আবশ্যিক। যাতে বোঝা সম্ভব কোনও শেয়ার কখন কিনতে হবে বা বেচতে হবে। এর জন্য পড়াশুনা করেই এই বাজারে ট্রেড করা উচিত। নচেৎ ঠকতে হতে পারে। তার ওপর শেয়ার বাজারের গতিপ্রকৃতি ভাবনাচিন্তার মধ্যে থাকাটাও বিশেষ জরুরি। শেয়ার বাজারের এই রঙ বদল মনে করাতে পারে বর্ষাকালকে। এই আকাশ খটখটে তো পরক্ষণেই দেখা গেল ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে উঠল। সঙ্গে শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। এই দিক থেকে শেয়ার বাজারের আচরণও প্রায় একরকম। অর্থাৎ রং পালটানোর খেলায় শেয়ার বাজার হার মানাতে পারে গিরগিটি বা বহুরূপীকেও। সেই রূপ বদলের বিষয়টাই এখনও বিস্ময় জাগায় বহু প্রবীন ট্রেডারের মনেও। তাই শেয়ার বাজার থেকে টাকা অর্জন করা বা মুনাফা পাওয়ার জন্য স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ বিশাল ব্যাপার । এই জায়গা থেকেই শেয়ার বাজারের অস্তিত্ব এবং সীমানা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া সম্ভব। ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই রকমফের শুধু যে এই দেশেই সীমিত তা নয়। সারা পৃথিবীর অর্থ বাজারের দিকে তাকালেই এই ছবি চোখে পড়বে।

যাইহোক শেয়ার বাজারের এই কাহিনিটাই একে রহস্যময়ী করে তুলেছে সারা দুনিয়ার কাছে। কারণ পরতে পরতে এর পরিবর্তন মানুষকে পুলকিত করে। তাই শেয়ার বাজারের প্রতিটি কারেকশনকে অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদি সুযোগ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। এর ফলে আগামী দিনে আপনার সম্পদ মজবুত হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া কম তো কারেকশন পর্ব চলল না এই কদিনে। একেবারে ৯৩০০ থেকে নিফটি চলে এসেছিল ৬৮০০–র কাছে। যাকে বলে একেবারে ২৫০০ পয়েন্ট বা প্রায় ৩০ শতাংশ সংশোধনী। মনে হয়েছিল খুব বেশি হলে ৩৮ শতাংশ টেকনিক্যাল কারেকশন সংগঠিত হয়ে বাজার ৬৩০০–র ঘর খুঁজে নিতে পারে। যারা সেই নিম্নতলে কিনব ভাবছিলেন তাদের কার্যত বোকা বানিয়ে খানিকটা আগে থেকেই ঘুরে গেলে ভারতের বাজার।

অর্থনীতি

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১২ মার্চ – ১৮ মার্চ, ২০১৬

মেষ : নতুন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটবে। বন্ধুদের সাহায্যে লাভবান হবেন, পতিপত্নীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করলে সফলতা আসবে, লেখাপড়ায় ফল ভালো হবে। কর্মস্থলে দায়িত্ব বাড়বে। আপনার সুনাম যশ বজায় থাকবে।

বৃষ : শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য হানির যোগ রয়েছে। ভাই বোনের সাহায্য লাভ করবেন। বন্ধুদের বিশ্বাস করবেন কিন্তু অন্তরঙ্গ হবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যে মিশ্রফল পাবেন। ধর্মীয় বিষয়ে সফলতা আসবে। আয় ভালই হবে।

মিথুন : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ হলেও বিবিধ সমস্যা এসে পড়বে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গৃহে আত্মীয় সমাগম ঘটবে। বন্ধুদের বিশ্বাস করবেন না। অন্যের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নেবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভফল পাবেন। ভ্রমণ যোগ।

কর্কট : প্রেম–প্রীতির দিকে মন আকৃষ্ট হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। আপনার উন্নত চিন্তাধারার জন্য সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। লেখাপড়ায় বাধা এলেও ফল ভাল হবে ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি ও সাফল্যের যোগ রয়েছে।

সিংহ : বীর বিক্রমে এগিয়ে চলুন। আপনার অবশ্যই সাফল্য আসবে, গৃহে কোনও না কোনও কারণে অশান্তি লেগে থাকবে। কর্মস্থলে অতিরিক্ত সাবধান থাকতে হবে। শত্রুরা তৎপর হয়ে রয়েছে। তথাপি আপনি সম্মান পাবেন। আয় ভালই হবে।

কন্যা : বিভিন্ন রকম সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন। মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ না করলে আপনি প্রতি মুহূর্তে ভুল করে ফেলবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলুন। লেখাপড়ায় ফল ভালো হবে।

তুলা : আপনার সুন্দর ব্যবহার আপনাকে সাফল্যের পথে অগ্রসর করাবে। শিক্ষায় মন দিলে ভালো ফল পাবেন। স্নেহ প্রীতির পক্ষে সময়টি শুভ। বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মে উন্নতির যোগ। আয় ভালোই হবে কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা।

বৃশ্চিক : মনকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন। নানারকম ঝামেলা ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে এসে পড়বে, অর্থনৈতিক দিক শুভ বলা চলে। দায়িত্বমূলক কাজে সফলতা আসবে। শিক্ষায় ভালো ফল পাবেন। পিতার পক্ষে সময়টি ভালো। ধর্ম বিষয়ে বিশেষ আকর্ষণ বাড়বে।

ধনু : পানাহার বুঝে করুন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় উন্নতির যোগ রয়েছে। কোনও ধর্মীয় স্থানে বেড়াতে যেতে পারেন। চলাফেরায় সাবধান থাকবেন।

মকর : কোনও সজ্জন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। তাঁর বুদ্ধিতে আপনি কিছুটা লাভবান হবেন। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। কর্মস্থলে উন্নতির যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি ঠিক মতো করতে সমর্থ হবেন। ভ্রমণে বাধা।

কুম্ভ : বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতির মাত্রা বেড়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। চলাফেরায় সাবধান থাকবেন।

মীন : ক্রোধকে সংযম না করলে শারীরিক ক্ষতি হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভালো ফল পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। ব্যবসায় সাফল্য পাবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ ঘটবে।

NOTICE INVITING QUOTATION

1. Sealed quotations in Company pad are hereby invited from reputed agencies for temporary installation of Close Circuit Television network of approximately 20 (twenty) CCTVs with all accessories including DVR/Wire/LCD/LED TV at the counting venue on temporary per day hired basis by the Office of the District Magistrate & District Election Officer, South 24 Parganas, Infrastructure Cell (1st flr), New Administrative Building, Alipore, Kolkata – 700 027 in connection with ensuing Assembly General Election, 2016. The installation of CCTVs will be at all the counting halls/RO's room/Observer Room and at other places (to be intimated later on) within the counting venue.
2. The rates must be quoted separately both in figures and in words for the following items – i) temporary hiring charges on per day basis of CCTV network with approximate 20 (twenty) nos. of TV terminals, ii) temporary hiring charges on per day basis of installation charges of every 1 (one) additional TV terminal.
3. In case of any TV/the network system goes 'out of order' it must be restored immediately.
4. Sealed quotations will have to be dropped in a tender box kept at the Office chamber of the Nezarath Deputy Collector, South 24 Parganas who is also the O/C of the Infrastructure Cell from 11.00 AM to 3.30 PM on all working days except Sundays.
5. Each intending tenderer must deposit an earnest money of Rs. 3,000/- (Rupees three thousand) drawn in favor of 'District Magistrate, South 24 Pgs' payable at SBI, Alipore Court Treasury Branch, without which no quotation shall be considered valid. The purchasing fee and the earnest money is to be deposited in the form of Bank Draft.
6. They should furnish upto date Sales Tax & Professional Tax clearance certificates alongwith the quotation.
7. They should furnish a credential of similar nature of work performed with Central Govt./any State Govt./any PSU/Corporate body within last 5 years.
8. The last date and time of submission of the quotation is 17.03.2016 upto 03.00 PM.
9. The date & time of opening the quotation is 17.03.2016 at 04.00 PM at the chamber of Nezarath Deputy Collector, South 24 Parganas. The intending quotationers or their authorised representatives may remain present at the time of opening of quotation.
10. The undersigned reserves the right to accept or reject any quotation without assigning any reason, whatsoever. The successful quotationer should start their work as per direction of the undersigned.

Sd/-
Nezarath Deputy Collector
South – 24 Parganas, Alipore

৩৮১/জে.ত.স.দ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা /১১/০৩/১৬

NOTICE INVITING QUOTATION

1. Sealed quotation are hereby invited from reputed agencies for supply of Photocopier machine including power cable (Modi/Canon/Richo made) on temporary per day hired basis by the Office of the District Magistrate & District Election Officer, South 24 Parganas, Infrastructure Cell (1st flr), New Administrative Building, Alipore, Kolkata – 700 027 in connection with ensuing Assembly General Election, 2016.
2. Rate is hiring charges of Photocopier machine must be quoted separately both in words and in figures on per machine per day hiring basis.
3. In case of any Photocopier machine goes 'out of order' the quotationer is liable to replace it within 2 hours from the time of reporting such fault otherwise penalty will be charged.
4. Sealed quotations will have to be dropped in a tender box kept at the Office chamber of the Nezarath Deputy Collector, South 24 Parganas who is also the O/C of the Infrastructure Cell from 11.00 AM to 3.30 PM on all working days except Sundays.
5. Each intending tenderer must deposit non-refundable purchasing fee of Rs. 200.00 (Rupees two hundred only) and an earnest money of Rs. 2000.00 (Rupees two thousand only) drawn in favor of 'District Magistrate, South 24 Pgs' payable at SBI, Alipore Court Treasury Branch, without which no quotation shall be considered valid. The purchasing fee and the earnest money is to be deposited in the form of Bank Draft.
6. The last date and time of submission of the quotation is 18.03.2016 upto 3.00 PM.
7. The date & time of opening the quotation is 18.03.2016 at 4.00 PM at the chamber of Nezarath Deputy Collector, South 24 Parganas. The intending quotationers or their authorized representatives may remain present at the time of opening of the quotation.
8. The undersigned reserves the right to accept or reject any quotation without assigning any reason, whatsoever.

The successful quotationer should supply photocopier machines as per direction of the undersigned.

Sd/-
Nezarath Deputy Collector
South – 24 Parganas, Alipore

৩৮০/জে.ত.স.দ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা /১১/০৩/১৬

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **বেড়াচাঁপা**– সজল দাস ● **মাতিয়া বাসস্ট্যান্ড**– শম্ভুনাথ বিশ্বাস ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৪৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

কৃমির ওষুধ খেয়ে অসুস্থ অসংখ্য ছাত্রছাত্রী

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : বুধবার দুপুরে কৃমির ওষুধ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে প্রায় ১ হাজার ছাত্র ছাত্রী। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমা বাসন্তী, গোসাবা, ক্যানিং–১ ও ২ ব্লক এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বাসন্তী ব্লকের কালিডাঙা হাইস্কুল, নারায়ণচন্দ্র জুনিয়র স্কুল, মহেশপুর প্রফুল্ল বিদ্যাপীঠ, ফুলমালঞ্চ ইতি ভকত হাই স্কুল, মণ্ডল এফ পি স্কুল, হেদিয়া এফ পি স্কুল প্রমুখ স্কুলগুলির ছাত্র ছাত্রীরা সকালে কৃমির ওষুধ খায়। দুপুরে বেশ কিছু ছাত্র–ছাত্রীর পেটে ব্যথা, মাথায় ব্যথা, বমি বমি ভাব হতে থাকে। তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে বাসন্তী ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করে অভিভাবকরা। বাসন্তী ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রায় ৭০০ জন ছাত্র–ছাত্রী ভর্তি হয়। এদের মধ্যে ৪০০ জন ছাত্র–ছাত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেয় চিকিৎসকরা। অন্যদিকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে প্রায় ৩০০ জন ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হয়। এদের মধ্যে ১৫০ জন ছাত্র–ছাত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেয় চিকিৎসকরা। এদিকে ক্যানিং মহকুমা মেডিকেল টিম বাসন্তী যায় চিকিৎসার জন্য। মেডিকেল টিমে ছিল ডাঃ অর্ঘ্য চৌধুরী, ডাঃ তাম্বলিকা মণ্ডল, ডাঃ জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী সহ আর ৪ জন। এদিকে বাসন্তী ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগীদের দেখতে যান গোসাবা কেন্দ্রের বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর, বাসন্তীর বিধায়ক সুভাষ নস্কর, বিডিও কুশল বিশ্বাস প্রমুখ। অপর দিকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে দেখতে যায় ক্যানিং পশ্চিমকেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, জেলা পরিষদের সহকারি সহসভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, মাতলা–২ প্রধান উত্তম দাস প্রমুখ। বাসন্তী বিএসওএই রামকৃষ্ণ ঘোষ বলেন বেশিরভাগ রোগী আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে ছুটে আসছে। তবে ওদের মধ্যে বেশ কিছু রোগী অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রায় ৪০০ রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। প্রায় ৩০০ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ অর্ঘ্য চৌধুরী বলেন এই মহকুমা অনেক রোগী ভর্তি হয়েছে। তবে এদের মধ্যে বেশির ভাগ প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বেশিরভাগ আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে হাসপাতালে এনেছে অভিভাবকরা। আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। সাধারণ পেট, মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব দেখা গিয়েছে।

নারী নির্যাতনে কালিমালিপ্ত গঙ্গাসাগর

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার : রাতের অন্ধকারে স্বামীকে মারধর করে স্ত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে তার ওপর অত্যাচার চালানোর ঘটনায় গত মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত অভিযুক্তদের কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। সকালে সংবাদপত্রে খবর দেখে দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ আক্রান্ত দম্পতির বাড়িতে আসেন সাগর বিধানসভার সিপিএমের প্রার্থী অসীম মণ্ডল, সাগর ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি শেখ সাহিদুল ও ‘আক্রান্ত আমরা’–র সদস্য শিক্ষক মইদুল ইসলামরা। আক্রান্ত দম্পতির থেকে সাদা কাগজে সই করিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি এফআইআর থেকে মূল অভিযুক্ত শেখ সইফুলের নাম বাদ দিতে পুলিশ বাধ্য করেছে বলে আক্রান্ত দম্পতির অভিযোগ। অভিযোগ, এদিন সকালেও বাড়িতে এসে তাদের ফের হুমকি দিয়ে যায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। দম্পতির অভিযোগ, ‘অভিযুক্ত শেখ সইফুল, কালীপদ ভুইঞা, সম্রাট ভুইঞা, রতন কয়াল, কাদের আলি খাঁ, আশুতোষ প্রধান, পরিতোষ প্রধানরা সাগর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী বঙ্কিম হাজরার ঘনিষ্ঠ হওয়ায় পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করছে না। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তরা বাড়ি থেকে আমাদেরকে বেরতেই দিচ্ছে না। সবসময় আমাদেরকে চোখে চোখে রেখেছে। মাঝে মধ্যেই বাড়িতে এসে প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দিয়ে যাচ্ছে তারা। থানায় যাওয়া তো দূর অস্ত, আমরা স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে যেতে পারছি না। আমরা ভীষণ ভাবে আতঙ্কিত।’ সিপিএম প্রার্থী অসীম মণ্ডল জানান, ‘দম্পতির মুখ থেকে গোটা ঘটনা শোনার পর থেকে আমরা ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন ও বিস্মিত। এই দম্পতি বাড়িতেই টিউশন পড়াতেন। তৃণমূলে যোগ না দেওয়ায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী সইফুলের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে ঢুকে তাঁর স্ত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার চালায়। এত সাহস পায় কিভাবে? মেয়েটি আমার ছোট বোনের থেকেও ছোট। গোটা পায়ে, গোটা উরুতে এই সব দাগ। এসব কি শুরু হয়েছে? এই ঘটনার প্রতিবাদে সমস্ত মানুষকে একত্রিত হতে হবে। সইফুল পুলিশের বাবা, কাকা ও বন্ধু বলে মনে হচ্ছে। তাই পুলিশ–প্রশাসন নিষ্ক্রিয়। তা না হলে কেন পুলিশ এফআইআর থেকে সইফুলের

নাম কেটে দিতে বাধ্য করল দম্পতিকে। সইফুল সহ বাকি দুষ্কৃতীদের ধরতে হবে। এর আগেও এদের বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছিল। দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এলাকার সাধারণ মানুষদের নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে দল।’ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি শেখ সহিদুল জানান, ‘নক্কারজনক ঘটনা। প্রতিবাদ জানানোর কোনও ভাষা নেই। দল, মত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে নিয়ে রাস্তায় নামব। সইফুলসহ বাকি দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে প্রয়োজনে আক্রান্ত দম্পতিকে নিয়ে থানায় ধর্নায় বসব।’ ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর এদিন সকাল থেকে এলাকা ছিল থমথমে।

গঙ্গাসাগর বাসস্ট্যান্ড থেকে বাঁ হাতে প্রায় ১ কিমি হেঁটে যাওয়ার পর ফাঁকা মাঠের মাঝখানে পড়বে আক্রান্ত দম্পতির মাটির দেওয়াল ও অ্যাসবেস্টরের ছাউনির এক চিলতে বাড়ি। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার পথে অপরিচিত জনা সাতেক যুবকের একপ্রকার প্রচ্ছন্ন হুমকির মুখেও পড়তে হয়েছে। আক্রান্ত দম্পতির বাড়ি জানতে চাইলে পাল্টা তাঁরা বলেন, ‘আপনারা কোথা থেকে আসছেন?’ সাংবাদিক পরিচয় দিলে মাঝারি উচ্চতার কালো চেহারার যুবকেরা জানান, ‘ওখানে যাবেন না। আমাদের লোক ওই দুশ্চরিত্রের দম্পতিকে ঘিরে রেখেছে। ওদের বাড়িতেই ঢুকতেই পারবেন না। তাতে আপনাদের হিতে বিপরীত হতে পারে।’ বলেই তারা রাস্তার পাশে নিজের মতো তাস খেলতে শুরু করেন। তারপরও আমরা আক্রান্ত দম্পতির বাড়িতে পৌঁছেছি।

তবে বাড়িতে ঢুকতেই দেখতে পাই মাথায় ব্যান্ডেজ করা বছর পয়ত্রিশের যুবক খাটে শুয়ে রয়েছে। আর বছর তিরিশের মহিলা খাটের পাশেই বসে রয়েছেন। ঘরের ভেতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন জিনিসপত্র। দু’জনের চোখে যেন আতঙ্কের ছাপ। কাতর কণ্ঠে মহিলা জানান, ‘প্রায় ঘন্টা খানেকের বেশি সময় ধরে আমার শরীরের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে ওরা। অত্যাচারের পর থেকে তার সারা শরীর যন্ত্রণা করছে। আর স্বামীর পা ভেঙে দিয়েছে ও মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। ঘটনার দিন রাতে পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে স্থানীয় সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়েছিল। চিকিৎসকেরা দু’জনকেই হাসপাতালে ভর্তি করতে বললেও পুলিশ আমাদের হাসপাতালে ভর্তি না করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। তারপর থেকে আমরা বাড়ি থেকে বেরতে না পারায় চিকিৎসা করাতে পর্যন্ত পারছি না।’

নারী দিবসে সোনারপুরে টুম্পা–মৌসুমী–নন্দিনী

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

গত ৮ মার্চ আর্ন্তজাতিক নারী দিবসে এক অভূতপূর্ব জনসভা হল সোনারপুর স্টেশন লাগোয়া চত্বরে। উপস্থিত ছিলেন মহিলা সমিতির নেত্রী নন্দিনী মুখোপাধ্যায়, কামদুনি ধর্ষণ কান্ডের প্রতিবাদী নেত্রী মৌসুমী কয়াল ও টুম্পা কয়াল, কাকদ্বীপের ধর্ষিতা রানু বিশ্বাসের মা অপর্ণা বিশ্বাস সহ মহিলা সমিতির নেত্রীবৃন্দ। সেদিন এই সভায় উপচে পড়েছে মানুষদের ভিড়। স্টেশন চত্বরে তৈরি হয়েছে জ্যামজট। নন্দিনী বলেন আজ এই নারীদিবসে আমার বলতে কষ্ট হচ্ছে কামদুনির কথা, সেদিনের কথা ভেবে। রাজ্যে মহিলা নিগ্রহ বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন। ধর্ষণ আর ধর্ষণ। কেউ কোনও সুবিচার পাচ্ছে না। আক্রান্ত হচ্ছে দুর্বলরা। মহিলারা সুরক্ষিত নয়। পুলিশ ধর্ষিতার

নামে এফআইআর করছে। নাম দিচ্ছে ধর্ষিতা। সাংসদ তাপস পাল বলছে ঘরে লোক ঢুকিয়ে রেপ করে দেব। কি চলছে এই রাজ্যে। মৌসুমী ও টুম্পা দুজনেই একই কথা বলেন। আমরা চেয়েছিলাম শাস্তি হোক এই ধর্ষকদের। আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম। আমাদের পাড়ার মেয়ে স্কুল থেকে যখন বাড়ি ফিরছিল তখন তাকে ধরে ধর্ষণ করে দুটো পা দুদিক থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল বলে ডুকরে কেঁদে ফেললেন দুজনেই। আমরা সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এর প্রতিবাদ আমরা করবো। যদি মরতে হয় মরবো। আপনাদের ঘরে মা বোন আছে। আপনারা যদি একটা লাঠি নিয়ে আসেন দেখবেন আরও দশটা লাঠি এসেছে। পরে হাজার হাজার লাঠি নিয়ে গড়ে উঠবে প্রতিবাদের ঝড়। ভয় পাবেন না। কিসের ভয় মরতে হবে একদিন। কাকদ্বীপেও ঠিক এইভাবে কাকদ্বীপে রানু বিশ্বাসের উপর নৃশংসভাবে ধর্ষণ হয়েছিল। আপনাদের কাছে আমাদের একটা অনুরোধ প্রতিবাদ করুন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। কাউকে প্রশ্রয় দেবেন না। পুরুষ ও মহিলাদের সমান অধিকার। আজ রাত হয়ে গিয়েছে আমাদের কামদুনি ফিরতে হবে। আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ আর যেন কামদুনি বা কাকদ্বীপ না হয়।

জলা ভরাটের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত রবিবার হুগলি জেলা সিপিএমের পক্ষ থেকে এক প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। অবিলম্বে হিন্দমোটর কারখানা খোলা, কারখানার অধীনস্থ জলা জমি ভরাট করবার বিরুদ্ধে এই মিছিল বার করা হয়।দুপুর আড়াইটে নাগাদ উত্তরপাড়া মাখলা থেকে এই মিছিল বের হয়ে উত্তরপাড়া সিএ মাঠ, কাঠালবাগান মাঠ, হিন্দমোটর পঞ্চাননতলা, ক্রাইপার রোড হয়ে কোন্নগর বড় বহেরা, শাস্ত্রীনগরে গিয়ে শেষ হয় বলে জানা যায়। মিছিলের মধ্যমণি হিসাবে হাজির ছিলেন তারা হলেন অম্বিকেশ মহাপাত্র, প্রাক্তন বিধায়ক শ্রুতিনাথ প্রহরাজ, পৃথ্বিশ ভট্টাচার্য, জ্যোতিকৃষ্ণ চ্যাটার্জি

হিন্দমোটর কারখানা

সহ আরও অনেকে। মিছিলে সভাপতিত্ব করেন লোকসভার প্রাক্তন সদস্য সিপিএমের সুদর্শন রায় চৌধুরি।

এদিনের মিছিলে পুলিশকে না ডাকা সত্ত্বেও পুলিশি হাজিরার বিরুদ্ধেও এক হাত নেন সিপিএম সদস্যরা। তারা বলেন যখন আপনাদের (পুলিশ) ডাকা হয় তখন আসেন না, আর যখন ডাকা হয় না তখন আপনারা এসে হাজির হন এর মানে কী? জানতে চান সভায় উপস্থিত সদস্যরা। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এভাবেই সরকারের বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতিকে কাজে লাগিয়ে আসর জমাতে চাইছে সিপিএমের নেতৃত্বাধীন বিরোধীরা। একই সঙ্গে দলীয় সমর্থকদের মনোবল বাড়াতে এই ধরনের অভিযান সাহায্য করছে।

তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ হাইটেক বিধানসভা নির্বাচন

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের সঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতেও এবারে ষোড়শ বিধানসভা নির্বাচনে তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ বিধানসভা ভোট। জেলার ৩১টি বিধানসভার মধ্যে ছ’টি বিধানসভা কেন্দ্র কলকাতা পুর এলাকার অন্তর্ভুক্ত। ১ জানুয়ারি প্রকাশিত ভোটার তালিকা অনুযায়ী জেলার মোট ভোটার ৭১,৯২,৪৬৪ জন। মোট মহিলা ভোটার ৩৪,৯৮,৬১৪ জন। জেলায় এবার মোট পোলিং স্টেশন থাকছে ৮৩২৪টি এবং লোকেশন থাকছে ৪৮৬২টি। জেলায় কলকাতা পুলিশের আওতাভুক্ত ছ’টি বিধানসভায় মোট ভোটার ১৫,৭৮,২৪৮। শহর এলাকার মোট পোলিং স্টেশন থাকছে ১৭৬৮। গত ১০ মার্চ জেলা শাসক ড. পি বি সেলিম আলিপুরে জানান, এ জেলায় নোটিফিকেশন ইস্যু হবে ৪ থেকে ১১ এপ্রিল।

এরই সঙ্গে তিনি জানান জেলার ১০০ শতাংশ ভোটারের ‘এপিকে’র ব্যবস্থা রয়েছে। জেলায় ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনের স্বার্থে ভোটাররা ১৮০০৩৪৫৫৫৬৯–৭০ নম্বরে সাধারণ অভিযোগ জানালে ভোটের দিন হলে দু’ঘন্টার মধ্যে এবং অন্যদিন হলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সে অভিযোগের নিষ্পত্তি হবে। ড. সেলিম জানান, আগামী ২০–২৫ বাদে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র কেমন হবে তার একটা নবরূপ দিতে জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে মোট মডেল পোলিং বুথ হচ্ছে ৮৩২টি। যেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ভোটকর্মীদের ইউনিফর্ম এবং ফার্নিচারের পরিষ্কারতার ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে।

আর জেলার অন্যান্য বুথে ‘বেসিক মিনিমাম ফেসিলিটি’র ব্যবস্থা থাকবে। জেলায় মোট ফিমেল পোলিং স্টেশন হচ্ছে ২৫০টি। জেলাশাসক জানান, জেলা প্রশাসন এবারের নির্বাচনে নতুন কিছু ইনিসিয়েটিভ নিয়েছেন। সাগর ব্লকের সাগর বিধানসভা সাগর কেন্দ্রে ‘গ্রিন ইলেকশন’ এবং জেলা প্রশাসন নির্বাচনের সম্পূর্ণ তথ্য পেতে ‘ই–দৃষ্টি’ নামক মোবাইল অ্যাপ এবং ফেস বুক ‘South 24 pg selection.in’ গিয়ে জেলায় নির্বাচনের যাবতীয় খবর পাওয়া যাবে। পুলিশ সুপার সুনীল কুমার চৌধুরী জানান, জেলায় এ পর্যন্ত ন’ কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী এসেছে। ডঃ সেলিম এই জেলার শাসক হয়ে আসার পর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সাগরমেলা সম্পন্ন করেছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক, পাশে পুলিশসুপার

নির্বিঘ্ন ভোটের আশ্বাস জেলাশাসকের

উত্তর ২৪ পরগনা

কল্যাণ রায়চৌধুরী : রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনা করতে প্রশাসনিক কর্তাদের কড়া নির্দেশ পাঠিয়েছেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনার সৈয়দ নাসিম আহমেদ জাইদি। তাঁর দেওয়া নির্দেশ মতো ভোটদাতা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেৎ তৎপর হয়েছেন রাজ্যের ২০টি জেলার জেলাশাসকেরাই। সাংবিধানিক বিধি অনুযায়ী ভোট পরিচালনার দায়িত্ব জেলাশাসকদের উপরই বর্তায়। তাই শান্তিপূর্ণ ভোট পরিচালনা করতে তাদের সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত জরুরি বলে মেনে নিয়েছেন রাজ্যের প্রধান চার দলের নেতারাও।

অন্যান্য জেলার সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাচনী প্রস্তুতিপর্ব শুরু করে দিয়েছেন রাজ্যের সর্ববৃহৎ জেলা উত্তর চব্বিশ পরগণার জেলা শাসক মনমিত নন্দাও। এই জেলায় রয়েছে মোট ৩৩ টি বিধানসভা কেন্দ্র। ৩৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬৬ জন পুরুষ ভোটার ও ৩৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫০৮ জন মহিলা ভোটার এবং ৮০ জন তৃতীয় লিঙ্গ ভোটার নিয়ে মোট ৭১ লক্ষ ৬২ হাজার ৬৫৪ জন ভোটার বিশিষ্ট মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ৮২৫৩টি। ভোট গ্রহণ হবে ২৫ এপ্রিল। ইতিমধ্যেই প্রত্যেকটি কেন্দ্রের জন্য একজন করে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করে ফেলেছেন তিনি। নির্বাচন সংক্রান্ত সাধারণ মানুষের যে কোনও অভিযোজ জানানোর জন্য চালু করেছেন টোল ফ্রি টেলিফোন পরিষেবাও। টোল ফ্রি নম্বরটি হল – ১৮০০৩৪৫৫৫৫৪। থাকছে অভিযোগ ও আবেদন জানানোর জন্য দুটো আলাদা ওয়েবসাইটও। ‘সমাধান’ ওবেসাইটটিতে রাজনৈতিক দলের সমর্থক ও সাধারণ মানুষেরা অভিযোগ জানাতে পারবেন। দুটো ক্ষেত্রেই অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। অনলাইনে যারা অভিযোগ জানাবেন তাঁদের অভিযোগ অনুযায়ী প্রশাসনের পদক্ষেপের স্থিতি অভিযোগকারী ব্যক্তির মোবাইলে মেসেজ অথবা ইমেল মারফৎ জানিয়ে দেওয়া হবে বলেও সাংবাদিকদের জানিয়েছেন জেলাশাসক। অন্যদিকে, রাজনৈতিক পথসভা, জনসভা সহ অন্যান্য যে কোনও বিষয়ে অনুমতি পাওয়ার জন্য অনলাইনে আবেদন জানানো যাবে। ‘সুবিধা’ নামক ওয়েবপেজে রাজনৈতিক দলগুলির আবেদন গ্রহণ করা হবে। ভোটদাতাদের ভোট দানে উৎসাহিত করতে ‘‘এপিক ম্যান’’ নামক ম্যাসকট তৈরি করেছেন উত্তর চব্বিশ পরগণার প্রশাসনিক কর্তারা। এই ম্যাসকটটি জেলার বিভিন্ন বাজার, মেলা ও শপিং মলে গিয়ে মানুষদের ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাবেন। জেলার মানুষদের ও রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাদানের পাশাপাশি তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক মনমিত নন্দা। রাজনৈতিক হিংসা ঠেকাতে ইতিমধ্যেই জেলার দশ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছে গিয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। আরও কয়েক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে বলে জানিয়েছেন মনমিত নন্দা।

মহানগরে

বুস্টার হয়েছে, পাইপ পাতা না হওয়ায় সমস্যায় বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জল সাথী প্রকল্পে ‘রিজার্ভার কাম বুস্টার পাম্পিং স্টেশন’ উদ্বোধনের সঙ্গে মূল রাস্তা বাদে ছোটো গলি বা বাইলেনগুলিতে নতুন পাইপ লাইন না বসিয়েই স্থানীয় ডিপ–টিউবওয়েলগুলি অস্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়ায় দক্ষিণ কলকাতার প্রান্ত সীমাস্থিত ১১২, ১১৩ ও ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডের অধিকাংশ মানুষই জলের চরম সঙ্কটে ভুগছেন। বুস্টার পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের সঙ্গে ওই স্টেশন থেকে যে সমস্ত এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জল যাবে সে সমস্ত এলাকায় নতুন পাইপলাইন না পাতা হওয়ায় পাম্পিং স্টেশনের পাম্প পূর্ণ ক্ষমতায় চালানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে লেন ও বাইলেন গুলিতে জল গিয়ে পৌঁছোচ্ছে না। গত ১১ ফেব্রুয়ারি ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত বাঁশদ্রোণী প্রফুল্ল পার্কে বুস্টার পাম্পিং স্টেশনটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন পুর নগরোন্নয়ন মন্ত্রী জনাব ফিরহাদ হাকিম। উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্প থেকে পাম্পে পরিস্রুত পানীয় জলও আসে আর পাম্পের আশেপাশের এলাকায় যেখানে নয়া লাইন পাতা হয়েছে সেখানকার পুরবাসীরা পূর্বের খাওয়ার অযোগ্য জলের পরিবর্তে পরিস্রুত জল পাচ্ছে। কিন্তু অলিগলির দিকে নয়া পাইপপাতা না হওয়ায় সেখানে জলের বেগ কমতে কমতে একেবারে সুতোর মতো হয়ে গিয়েছে। ফলে জল নিয়ে প্রবল কষ্টের সম্মুখীন হতে হচ্ছে ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডের চিরন্তনী পার্ক ও শ্রীকাননের বাসিন্দাদের। স্থানীয় ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি গোপাল রায় ওই অঞ্চলের পুরবাসীদের ফেরুল পরিষ্কারের পরামর্শ দেওয়ায় ফেরুল পরিষ্কারের পরও মূল জায়গায় না বাড়ায় স্বাভাবিকভাবে জলের বেগ একটুও বাড়েনি। ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব আনন্দপল্লির ভিতরের দিকের বাসিন্দারা বর্তমানে আবার পূর্বের মতো ‘ভারী’কে দিয়ে পানীয় জল আনিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। ১১২ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যপাড়া ও রায়নগরেও একই রকম জলের কষ্টে ভুগছেন বাসিন্দারা। কিন্তু ১১২ ও ১১৪ এই দুই ওয়ার্ডের মূল বড়ো রাস্তায় নতুন পাইপ পাতায় জলের বেগ স্বাভাবিক রয়েছে। লেন ও বাইলেনগুলি পাইপ পাতা না হওয়ায় জলের বেগ কমে যাওয়ায় পানীয় জল থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন এলাকায় বুস্টার হওয়া সত্ত্বেও। ১১২ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি অনিতা কর মজুমদার বলেন, নতুন পাইপ লাইন পাড়ার লেন ও বাইলেনগুলিতে পাতা না হওয়ায় জলের বেগ বাড়লে পাইপ ফেটে যাবে। পুর জল দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি) বিভাস মাইতি বলেন, ওই তিন ওয়ার্ডের গলি ও তস্যগলিতে নতুন পাইপ বসানোর কাজ শুরু হচ্ছে। পাইপ পাতার পর পরিস্রুত জল পূর্বের মতো ভালো আসবে।

২০ হাজার কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে আগামী ১৯ মে ভোট গণনার দিন বা আরও দিন সাতেক, দীর্ঘ আগামী ৮০ দিনেরও অধিক সময়কাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আধাসেনা এ রাজ্যের ষোড়শ বিধানসভা ভোট চলাকালীন ও ভোট পরবর্তী সময়কালে রাজ্যের শান্তি–শৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকবেন। প্রসঙ্গত, এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ান কথার অর্থ ১০০ জন জওয়ান । গত ২৯ ফেব্রুয়ারি রাজ্যে আসে ১০০ কোম্পানি জওয়ান অর্থাৎ ১০ হাজার কেন্দ্রীয় বাহিনী। আবার গত ৭ মার্চ আরও ১০০ কোম্পানি জওয়ান অর্থাৎ আরও ১০ হাজার কেন্দ্রীয় আধাসেনা অর্থাৎ এ পর্যন্ত ২০ হাজার কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যের বিভিন্ন উত্তেজনাপ্রবণ বিধানসভা এলাকায় টহল শুরু করেছে।

কলকাতার ভোট যুদ্ধে ব্যতিক্রমী ছবি

বরুণ মণ্ডল

পাঁচ বছর আগে ‘পরিবর্তনের যুদ্ধে’ উনি লড়াই করেছিলেন সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে। আর এবার তার স্থানে অন্যমুখ। কলকাতা পুর এলাকার মধ্যে রাজ্য বিধানসভার যে ১৭টি বিধানসভা কেন্দ্র (কসবা–১৪৯, যাদবপুর–১৫০, টালিগঞ্জ–১৫২, বেহালা পূর্ব–১৫৩, বেহালা পশ্চিম–১৫৪, মেটিয়াবুরুজ–১৫৭, কলকাতা বন্দর–১৫৮, ভবানীপুর –১৫৯, রাসবিহারী–১৬০, বালিগঞ্জ–১৬১, চৌরঙ্গি–১৬২, এন্টালি–১৬৩, বেলেঘাটা–১৬৪, জোড়াসাঁকো–১৬৫, শ্যামপুকুর–১৬৬, মানিকতলা–১৬৭ ও কাশীপুর–বেলগাছিয়া ১৬৮) আছে, রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের একেবারে প্রার্থী তালিকায় সেই ১৭টি আসনের মধ্যে মাত্র একটি আসনে প্রার্থীর রদবদল ঘটেছে। বাকি ১৬টিতে ২০১১–র সদৃশ। যে একটি আসনে রদবদল ঘটেছে সেটি হল সুদূর পশ্চিম কলকাতার মেটিয়াবুরুজ, বিধানসভা কেন্দ্র। ২০১১–য় এই কেন্দ্রের বিধায়ক হন কলকাতা পুরসভার বর্তমান ১৪১ ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি মমতাজ বেগম। আর এবার ২০১৬–এ মমতাজ বেগমের পরিবর্তে তৃণমূল কংগ্রেস এই কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে গার্ডেনরিচ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রাক্তন বিধায়ক আব্দুল খালেক মোল্লা।

অন্যদিকে এবারই প্রথম খাস কলকাতা মহানগরীতে নজিরবিহীনভাবে ভোট দু’দফায় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশন সূত্রে। কলকাতায় প্রথম দফায় ২১ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ভোট হচ্ছে উত্তর ও মধ্য কলকাতার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে : চৌরঙ্গী : কেএমসি ওয়ার্ড নম্বর : ৪৪–৫৩,৬২; এন্টালি : কেএমসি ওয়ার্ড নম্বর : ৫৪–৫৬, ৫৮, ৫৯; বেলেঘাটা : কেএমসি ওয়ার্ড নম্বর : ২৮–৩০, ৩৩–৩৬, ৫৭; জোড়াসাঁকো : কেএমসি ওয়ার্ড নম্বর : ২২–২৩, ২৫, ২৭, ৩৭–৪৩; শ্যামপুকুর : কেএমসি ওয়ার্ড নম্বর : ৭–১০, ১৭–২১, ২৪, ২৬; মানিকতলা : কেএমসি ওয়ার্ড নম্বর : ১১–১৬, ৩১–৩২; কাশীপুর–বেলগাছিয়া : কেএমসি ওয়ার্ড নম্বর : ১–৬। আর দ্বিতীয় দফায় ৩০ এপ্রিল শনিবার সুদূর দক্ষিণ ও পশ্চিম কলকাতার ১০টি বিধানসভা কেন্দ্রে : কসবা : কেএমসি ওয়ার্ড নম্বর : ৬৬–৬৭, ৯১–৯২, ১০৭–১০৮, যাদবপুর : কেএমসি ওয়ার্ড নম্বর : ৯৬, ৯৯, ১০১–১০৬, ১০৯–১১০, টালিগঞ্জ : কেএমসি ওয়ার্ড নম্বর : ৯৪–৯৫, ৯৭–৯৮, ১০০, ১১১–১১৪; বেহালা পূর্ব : কেএমসি ওয়ার্ড নম্বর : ১১৫–১১৭, ১২০–১২৪, ১৪২–১৪৪; বেহালা পশ্চিম : কেএমসি ওয়ার্ড নম্বর : ১১৮–১১৯, ১২৫–১৩২; মেটিয়াবুরুজ : কেএমসি ওয়ার্ড নম্বর : ১৩৬–১৪১ এবং মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নম্বর : ১–৭, ৯–১০; ভবানীপুর : কেএমসি ওয়ার্ড নম্বর : ৬৩, ৭০–৭৪, ৭৭, ৮২; রাসবিহারী : কেএমসি ওয়ার্ড নম্বর : ৮১, ৮৩–৮৪, ৮৬–৯০, ৯৩; বালিগঞ্জ : কেএমসি ওয়ার্ড নম্বর : ৬০–৬১, ৬৪–৬৫, ৬৮–৬৯ এবং ৮৫।

ভ্রম সংশোধন

গত ১৩–১৯ ফেব্রুয়ারির সংস্করণের তিনের পাতায় প্রকাশিত ‘শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত’ শীর্ষক সংবাদে ৯ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে ৯ জানুয়ারি লেখা হয়েছে এবং অর্পিতাদি ও লোকেশবাবু সহযোগিতার পরিবর্তে অর্পিতা লোকেশের সহযোগিতা লেখা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ১২ মার্চ – ১৮ মার্চ, ২০১৬

কৃমির ওষুধের দায়িত্ব শিক্ষকদের ঘাড়ে কেন?

গত সপ্তাহে দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ বেশ কয়েকটি জেলায় বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী রাজ্য সরকারের দেওয়া কৃমির ওষুধ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ভোটের মুখে এমন একটি খবর স্বাভাবিকভাবেই বাংলার মানুষকে সাময়িক হলেও ভাবিয়ে তুলেছিল। রাজ্য সরকার দ্রুত কৃমির ওষুধ দেওয়ার পরিকল্পনা স্থগিত ঘোষণা করে। এই নিয়ে হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলাও হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের 'হু' বা 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' দ্বারা সুপারিশক্রমে রাজ্য সরকার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কৃমিনাশক ওষুধ শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের মাধ্যমে ওইদিন দেওয়ার ব্যবস্থা করে। ওষুধ দেওয়ার নিয়মাবলী হয়তো সব জায়গা সঠিকভাবে কার্যকর হয়নি। কোথাও খালিপেটে, কোথাও বা মিড ডে মিল–এর পর ওই ট্যাবলেট চিবিয়ে অথবা জল দিয়ে গিলে খাওয়ার নিদান দেওয়া হয়েছিল। এমনও অভিযোগ উঠেছে যে ওষুধগুলির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বাস্তবে যাই হোক সরকারের ভাবার প্রয়োজন আছে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা শিক্ষাদান ছাড়া ওই ধরনের প্রকল্পে অংশগ্রহণ করলে তা সামাজিক এবং নীতিগতভাবে কতটা প্রাসঙ্গিক হবে। মূলত সরকার প্রোষিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকাদের জনগণনা থেকে শুরু করে ভোটের কাজ অন্যদিকে মিড ডে মিলের দায়িত্ব থেকে নানা ধরনের ট্যাবলেট খাওয়ানোর দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া শুরু হয়েছে। একদা আয়রন ট্যাবলেট খাওয়াতে গিয়ে বহু ছাত্রীর অসুস্থ হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছিল। বিদ্যালয়গুলিতে ট্রেনিং প্রাপ্ত নার্স কিংবা চিকিৎসকরা ওষুধ সংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্ব নিলে একদিকে অভিভাবকরা নিশ্চিন্ত হন অন্যদিকে সরকারকেও অস্বস্তিকর বিড়ম্বনায় পড়তে হয় না। এই সহজ সত্যটি প্রশাসনের পদাধিকারীরা বুঝতে চান না কেন সেটাই বিস্ময়ের। এই সব বিষয়ে যখন কোনও অঘটন ঘটে তখন স্বাভাবিকভাবেই জনরোষ শিক্ষক সমাজের ওপর আছড়ে পড়ে। যা সুস্থ সমাজে কখনই কাম্য নয়। শিক্ষকদের মূল কাজ ভবিষ্যতের সুনাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছাত্রসমাজকে উপযুক্তভাবে শিক্ষা প্রদান করা। সেই লক্ষ্য থেকে তাদেরকে বিচ্যুত করে প্রশাসন ইচ্ছা মতো নানা প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে তা হয়ে ওঠে শিক্ষার নামে প্রহসন। রাজনীতি যেমন রাজনীতিকদের জন্য থাকা উচিত তেমনই শিক্ষাদানটা শিক্ষক সমাজের ওপরই বর্তাক। অন্যান্য দায়িত্ব বিভিন্ন সমাজকল্যাণ মূলক সংস্থা অনেক সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পারবে।

জনগণের কাছ থেকে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যে কিংবা প্রকৃতই দেশকল্যাণের জন্য কোনও সরকার যখন বিড়ম্বিত হন তখন রাজনীতির অনিবার্য আগমন দেশবাসীর মনস্তত্ত্বকে নাড়া দিয়ে যায়। আগামী দিনে ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় শিক্ষক সমাজকে দায়িত্ব দেওয়ার আগে বর্তমান অভিজ্ঞতা থেকে সরকার নিশ্চয়ই নতুনভাবে ভাবনা চিন্তার অবকাশ পাবেন। একদা পালস পোলিও খাওয়ানোর সময়ও বিভিন্ন জেলায় নানা অসন্তোষ ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। কৃমির ওষুধ খেয়ে বহু ছাত্রছাত্রী মারা গিয়েছে এমনও গুজব দ্রুত হাওয়ায় ছড়িয়ে গিয়েছিল। আগামী দিনে অভিভাবকরা বিদ্যালয় থেকে এই 'ফ্রি' ওষুধ তাদের সন্তানদের খেতে দেবেন কিনা তা ভাববার বিষয়। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' এবং সরকারের মূল লক্ষ্য সেদিন সত্যিই ব্যাহত হবে। যার মাশুল দিতে হবে নিষ্পাপ নিরীহ সাধারণ ঘরের ছাত্রছাত্রীদের।

জোট হতে "জাত" বাঁচাতে ব্যস্ত বামেদের পথ প্রদর্শক হতে পারে টগর বোস্টুমী

নির্মল গোস্বামী

পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের বিভিন্ন পার্টির জোট চিত্র এখনও (এই লেখার সময় পর্যন্ত) পরিষ্কার নয়। তবে কংগ্রেস–সিপিএম যে হাত ধরাধরি করে চলতে আগ্রহী তা পরিষ্কার। উভয় দলের রাজ্য নেতাদের চলনে বলনে হাবেভাবে জোট সম্পর্কে আন্তরিকতার অভাব দেখা যাচ্ছে না। তবে আন্তরিকতা দিয়ে বাধ্য বাধকতাকে জয় করতে পারে কিনা সেটা দেখার জন্য রাজনীতিতে যারা রস খোঁজে তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

আমরা যারা রাজনীতির হাল হকিকৎ নিয়ে লিখে দুপয়সা উপায় করার ধান্দায় থাকি তাদের কাছেও ভোট জোট হরেক রকমের চিত্রের কোলাজ নিয়ে হাজির হয়। রাজনৈতিক দলগুলো সব কত অতীত দুঃস্বপ্ন এক মুহূর্তে ভুলে যায় ভবিষ্যৎ সুখের আশায়। অতীতে কত না গালাগালি আর জোটের বাজারে তারাই কত গলাগলি। এতো কিছুর মধ্যেও দলগুলো সব ভাবের ঘরে চুরি করে যে যার কৌলিন্য বজায় রাখতে চায়। তারা জানে জনগণ এতো বোকা যে তাদের চালাকি ধরতে পারবে না কেউ। এ রাজ্যের জোট–ভোটের প্রধান দুটি কুশীলব হল সিপিএম আর কংগ্রেস। কিন্তু এই দুটি দলের কেন্দ্রীয় নেতারা মুখে পার্টির নাম করে জোটের কথা বলতে রাজি নয়। বোধহয় অনেকটা ভূতের মুখে রাম নামের মতো শোনাবে। তাই কি এতো ঢাক ঢাক গুড় গুড়। তারা উভয়েই বলছে ধর্ম নিরপেক্ষ–গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে জোট করব।

সিপিএম–এর পলিটব্যুরো প্রথমে এই পথ নিয়েছে। কেরলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই আর বলে ভাব, কি করে হবে? তাই জনগণকে "শির বেষ্টন করিয়া নাসিকা প্রদর্শন" করাচ্ছে। গোদা বাংলায় প্রবাদ আছে 'ঘুরিয়ে নাক দেখানো'। অথচ ইউপিএ টু সরকার গঠিত হয়েছিল সরাসরি সিপিএমএর সমর্থনে। সেখানেও বামফ্রন্ট "রাঁধিব বাড়িব ব্যাঞ্জন খাইব হাঁড়ি ছুঁইব না" এর মতো অবস্থান নিয়েছিল। সমর্থন করব কিন্তু সরকারে যাব না। সরকারে যোগ দিলেই নাকি জাত যাবে। কমিউনিস্ট কৌলিন্যে টান পড়ার ভয়? এরা জাত পাত ধর্ম নাকি জাত যাবে। কমিউনিস্ট কৌলিন্যে টান পড়ার ভয়? এরা জাত পাত ধর্ম নাকি মানে না। কিন্তু পার্টির জাত যাবে না খোয়াতে হয় সে দিকে জ্ঞান টনটনে। বুর্জোয়া দলের সঙ্গে জোটে গেলে জাত যাবে। যদি সব বামপন্থীরা মিলে সরকার চালায় তাহলে জাত যাবে না। কারণটা জনগণের বোধোগম্য নয়। সেই জনগণ, সেই রাষ্ট্র, সেই সংবিধান সব থাকবে, সব নিয়ে ঘর করব, শুধু সঙ্গী কে হবে সেই প্রশ্নই বড় হল। বেচারী জ্যোতি বসুকে বুক ভরা আক্ষেপ নিয়ে মরতে হল। প্রধানমন্ত্রীর সিংহাসনে আর বসা হল না এই কারাটের জন্য। সেখানেও ছিল ছোঁয়াছুঁয়ি আর জাত বিচারের প্রশ্ন। অবশ্য সবটাই কার নীতি আদর্শের দোহাই দিয়ে! এটাই কমিউনিস্টদের চাল!

যদি বলা হয় কংগ্রেস–বিজেপি এরাও দেশ বা রাজ্য চালায়। আর বামপন্থীরাও ৩৪ বছর বই রাজ্যটা চালিয়েছে। তাতে করে কোনও পার্থকটা জনগণের সামনে তুলে ধরতে পেরেছে বামপন্থীরা? কিছুই পার্থক্য নেই। সেই মরিচ ঝাঁপির উদ্বাস্তুদের গুলি করে মারতে হয়েছে। সেই ২১ জুলাই অবরোধে গুলি চালাতে হয়েছে। সেই তো কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার অপরাধে হাত কেটে নিতে হয়েছে। সেই তো কলকাতার পুর নির্বাচনে বহুতলের গেটে তালা দিয়ে দিতে হয়ে ছিল যাতে বিরোধী ভোটার না বের হতে পারে। সেই তো সন্ত্রাসের আবহে আপনাদের অনিল বসু ৪ লক্ষ ভোটে জয়ী হয়ে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়ায়। ৬০ বছরের চিন্তামণি মুর্মুর চোখ নষ্ট হয় থানা লক আপে পুলিশি অত্যাচারে। সেই তো পুঁজিপতি শ্রেণির সেবা করতে গিয়ে সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে চাষিকে মারতে হয়। কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী ছেলে চন্দন বোসের পুঁজিপতি হওয়াটাকেও আটকাতে পারে না মুখ্যমন্ত্রী বাবা। তাহলে পুঁজিপতিদের দল বলে কংগ্রেস, বিজেপি অচ্ছুত হবে কেন? রাম রাজত্বেও রশিদ খানের বোমা তৈরির কারখানা ধরা পড়ে খোদ কলকাতার বুকে। আইন শৃঙ্খলার কথা না বললে নয়। ডিসি বন্দর বিনোদ মেহেতোকে প্রকাশ্য দিবালোকে কেটে টুকরো টুকরো করেছিল। গুন্ডারাজ কত বেপরোয়া হলে তবে এ জিনিস হয় তা ভাববার বিষয়। আর শিক্ষায়নের একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট সেটা হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার মনীষা মুখোপাধ্যায় রাতারাতি উবে গেল। বামফ্রন্টের পুলিশ তার একগাছা চুলও উদ্ধার করতে পারেনি। শেষে তার মা তৎকালীন বিরোধী নেতা সোমেন মিত্রের পায়ে ধরে কেঁদে ছিল মেয়েকে যাতে খুঁজে পায় কিন্তু সবই বৃথা যায়। কাল অন্য দলের রাজ্য চালাবার সঙ্গে বামেদের পার্থক্য কিছু নেই। শুধু জোটে গেলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে আবার আগমার্কা হল এসইউসি। ভোটের শক্তি নয় তবে আন্দোলনের শক্তি হিসাবে ৪০ বছর ধরে বাংলায় পরিচিত। এদের ছুঁতমার্গ আরও বেশি। বামপন্থী সমাজে এরা কুলীন মার্কা। বামফ্রন্টকে হটাবার জন্য তৃণমূলের সঙ্গে জোটে আন্দোলন করল। যে তৃণমূল দুদুবার দেশের সবথেকে ভয়ংকরতম দল যারা সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার পরিচিত মুখকেই বিজেপি–র সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার চালিয়েছে। যাই হোক আন্দোলনের সাথী হিসাবে ২০০৯ এর লোকসভায় তৃণমূলের সৌজন্যে জয়নগর লোকসভার আসনে জয়ী হল। কংগ্রেস আর তৃণমূলের ভোটে সরকার ইউপিএ–২ গঠিত হল। আবার ২০১১–র বিধানসভা নির্বাচনে তারা তৃণমূলের সঙ্গে জোট করল কিন্তু তৃণমূলের জোট সঙ্গী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিল। মুখে বলছে সিপিএমকে হটাতে হবে তাহলে বিরোধী ভোট কংগ্রেস এবং এসইউসিতে যদি ভাগ হয় তাহলে সেটা কার সুবিধা হবার কথা। যাকে হটাতে চায় তারই সুবিধা হবে। এই সহজ সত্যটা কি তারা বোঝে না। যারা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে গুলে খেয়েছে যারা শুধু মার্কর্স লেনিনের যথার্থ উত্তরাধিকারী বলে দাবি করে তারা এইটা বোঝে না। সব বোঝে শুধু আটকায় ওই জাতের ছোঁয়াছুয়িতে।

এবারের নির্বাচনে তারা ১৬৫টা সিটে প্রার্থী দেবার কথা ঘোষণা করেছে। তারা আন্দোলনে বামপন্থীদের সঙ্গে গেল। কিন্তু এই ভোটে যেহেতু কংগ্রেসের সঙ্গে বামফ্রন্ট জোট করছে তাই বামপন্থীদের সঙ্গ ত্যাগ। কিন্তু ২০০৯–তেও তো তৃণমূল সেই একই দল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে ছিল। তখন কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার তাই জনগণের উপর শোষণ শাসন করার অধিকার কংগ্রেসের হাতে ছিল। এখন কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য কোথাও কংগ্রেস ক্ষমতায় নেই। তার বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই। তার জোট সঙ্গী বামপন্থীদের সঙ্গে জোট বাঁধছে। এর সঙ্গে জনস্বার্থের কি সম্পর্ক আছে?

বামপন্থী তথা কমিউনিস্টদের এই সতীপনা দেখে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের একটা গল্পের কথা মনে আসছে। যারা শ্রীকান্ত পড়েছেন তারা জানেন শ্রীকান্ত যখন প্রথম রেঙ্গুন যাত্রা করে তখন জাহাজে একটি দম্পতির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। নন্দী মিস্ত্রী আর টগর বোস্টুমী। তারা দীর্ঘদিন বর্মা মুলুকেই থাকে। শ্রীকান্ত আলাপ আলোচনা করে যা জেনেছিলেন তা হল এই যে, তাদের প্রথাগত বিবাহ হয়নি। কিন্তু মনের টানেই তারা সংসার পেতেছে বার্মায়। শ্রীকান্ত শিক্ষিত বুদ্ধিমান যুবক। ফলে তার মনে এই দুই ভিন্ন জাতের স্ত্রীপুরুষের মিলন নিয়ে নানা প্রশ্ন মনে দেখা দিতেই পারে। এটা বুঝে টগরী বোস্টুমী একদিন শ্রীকান্তকে বলে যে ৩০ বছর নন্দ মিস্ত্রীর সঙ্গে ঘর করতে পারি কিন্তু কোনও দিন হেঁসেলে ঢুকতে দিই নি। সেটাই ছিল তার জাত রক্ষার রক্ষা কবচ। এবং এই সত্যটা শ্রীকান্তকে বলে টগর বোস্টমী নিজেকে এবং নিজের জাতকে অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছিল এই ভেবে নিশ্চিন্ত ছিল। আমাদের এই পোড়া বঙ্গদেশে বামপন্থীদের জাত বাঁচিয়ে জোট করার যে হাস্যাত্মক প্রচেষ্টা তা দেখে টগর বোস্টমীর কথা বেশি করে মনে পড়ে। সহবাসে জাত যায়না হাতের ছোঁয়া রান্না খেলেই জাত যায়।

সব কিছু দেখে শুনে কবি নজরুলের কবিতার নকল করে বলতে ইচ্ছা করে "জোট করলেই জাত যাবে জাতি ছেলের হাতের মোয়া"! বর্তমান পরিস্থিতিতে বামপন্থীদের আশু কর্তব্য হল বিরোধীদের জোটবদ্ধ করে শাসকদলকে হারানো। কারণ বিপ্লব ধরাছোঁয়ার বাইরে এটা নেতারা জানে বোঝে। তাহলে রাজ্যে একটা এমন সরকার থাকুক যারা গণতন্ত্র ও আইন শৃঙ্খলাকে সমর্থন জানাবে এবং রক্ষা করবে। দলতন্ত্র সবকিছুকে কুক্ষিগত করতে যাতে না পারে তার জন্য ৫ বছর ছাড়া ছাড়া সরকার পাল্টাতে হবে। তাহলে প্রশাসন ও সচেতন ও নিরপেক্ষ হতে বাধ্য হবে। কারণ তারা জানে মনিব শীঘ্রই পরিবর্তন হবে। এই কাজে যদি বাম দলগুলি অগ্রগণ্য হয়ে ডানপন্থী দলগুলির সঙ্গে আসন রফা করে একটা কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে তাহলে জনগণ ও দেশের দেশের উপকার হবে। তাতে করে ছোঁয়ায় কার জাত যাবে এই প্রশ্ন অবাস্তব ও অবান্তর। তাহলে জাত রক্ষার জন্য আর টগর বোস্টুমীর মতো ছলনার আশ্রয় নিতে হবে না। আসল কথাটা হল যার সঙ্গে জোট করবে তার বিরুদ্ধে আর সমালোচনা করার অবকাশ থাকবে না। এই যে ভয়টা তাড়িয়ে বেড়ায় দলগুলোকে। এখন রাজনীতিতে নেগেটিভ অ্যাপ্রোচের রমরমা। অন্য দলের ভুল আর এক দলের নির্বাচনী মূলধন। এই মূলধন হারালে লাভের কোম্পানিতে না লালবাতি জ্বলে তার ভয়েই জাত কুল বাঁচানোর লড়াই সর্বত্র।

অমৃত কথা

কোনও গ্রামে একজন তাঁতি বাস করত। সে বড় ধার্মিক বলে সকলেই তাঁকে বিশ্বাস করত ও ভালো বাসত। তাঁতি হাটে কাপড় বিক্রি করে। খরিদ্দার জিজ্ঞেস করলে 'কাপড়ের দাম কতৎ' তাঁতি বললে, 'রামের ইচ্ছায় সুতোর দাম এক টাকা, রামের ইচ্ছায় মেহনতের দাম চার

আনা, রামের ইচ্ছায় মুনাফা দুআনা। কাপড়ের দাম রামের ইচ্ছায় এক টাকা ছ আনা।' লোকে বিশ্বাস করে তার কথামতো দাম ফেলে দিয়ে কাপড় নিয়ে চলে যেত। লোকটি গভীর রাতে খাওয়া দাওয়ার পর অনেকক্ষণ চণ্ডীমণ্ডপে বসে ঈশ্বরচিন্তা করত। একদিন অনেক রাত হয়েছে তবুও ঘুম আসছে না, সে বসে বসে তামাক খাচ্ছে, এমন সময় সেই পথ দিয়ে একদল ডাকাত ডাকাতি করতে যাচ্ছিল। তাদের একটা মুটের অভাব ছিল। তারা সেই তাঁতির হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। তারপর এক গৃহস্তের বাড়িতে ডাকাতি করে সমস্ত মালপত্র তাঁতির মাথায় তুলে দিল। এমন সময় পুলিশ এসে পড়ায় ডাকাতেরা সবাই পালিয়ে গেল, কেবল মাল মাথায় তাঁতি ধরা পড়ল গ্রামের লোক পরদিন সে সংবাদ শুনে হাকিমের কাছে গিয়ে বলল যে, এ লোক কখনই ডাকাতি করতে পারে না, এ পরম ধার্মিক। হাকিম তাঁতির কাছে সমস্ত ঘটনা শুনতে চাইলেন। তাঁতি বললে, 'হুজুর! রামের ইচ্ছায় আমি রাতে ভাত খেলাম, রামের ইচ্ছায় তারপর চণ্ডীমণ্ডপে বসে ঈশ্বর চিন্তা করছিলাম। রামের ইচ্ছায় অনেক রাত হয়ে গেল। এমন সময় রামের ইচ্ছায় একদল ডাকাত এসে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। তারপর রামের ইচ্ছায় তারা এক গৃহস্তের বাড়িতে ডাকাতি করল। রামের ইচ্ছায় আমার মাথায় সব মোট চাপিয়ে দিল। এমন সময় রামের ইচ্ছায় পুলিশ এসে পড়ল। রামের ইচ্ছায় তারা সবাই পালাল। রামের ইচ্ছায় আমি ধরা পড়লাম। রামের ইচ্ছায় কাল রাতে হাজতে রইলাম, আর আজ সকালে রামের ইচ্ছায় হুজুরের কাছে আমায় এনেছে।' হাকিম তাঁতিকে খালাস করে দিলেন। তাঁতি রাস্তায় বন্ধুদের বলল 'রামের ইচ্ছায় আমায় ছেড়ে দিলে।

ফেসবুক বার্তা

মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে সতীর অন্যতম মহাপীঠ কালীঘাটের নকুলেশ্বরতলায় আয়োজন করা হয়েছিল ভক্তদের শিববরণ উৎসব। যাতে সামিল ছিল আবালবৃদ্ধবণিতা। ফেসবুকের নজরে ধরা পড়েছিল এমনই এক ধর্মোজ্জ্বল মুহূর্ত যাতে ভক্তরা মেতে উঠেছিলেন আপন ভক্তিরসে।

'আমি যে কিছু পারছিনি স্যার'

ওঁকার মিত্র

এই শেষ অভিব্যক্তি দিয়েই ঘটনার শুরু। গত মাসে দু–দুটি জনপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল রাজ্যে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক। উচ্চমাধ্যমিকে মোবাইল নিষিদ্ধ করা থেকে কড়া ব্যবস্থা নিয়েছিল সরকার। ফলে নির্বিঘ্নে কেটেছে কটা দিন। কিন্তু মাধ্যমিক নিয়ে সরকারের বিড়ম্বনার অন্ত ছিল না। টোকাটুকির ঘনঘটায় পরীক্ষা যেন প্রহসনে পর্যবসিত হয়েছিল। এমনই পরীক্ষার একটি দিন। দক্ষিণ ২৪ পরগণার একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। আমার বন্ধু সেখানে প্রধান শিক্ষক। ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন ওড়না চাপা দিয়ে একটি মেয়ে নকল করছে। কাছে গেলেন, ধরলেন, ধমক দিলেন, নকল করার কাগজের টুকরোগুলো কেড়ে নিলেন। মেয়েটি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমি যে কিছু পারছিনি স্যার'। সরকারি শিক্ষা পরিষেবার ট্যাগলাইন।

আসলে সরকার আমাদের দু ধরনের পরিষেবা প্রদান করে। একটি পরিষেবা আগমার্কা সরকারি। যা বাইরে বাজারে পাওয়া যায় না। যেমন মুদ্রা, পুলিশ, প্রতিরক্ষা, বিদ্যুৎ, সড়ক, বন্দর, জমির রেকর্ড, বিচার বিভাগ ইত্যাদি। দ্বিতীয় পরিষেবাটি বেসরকারি পণ্যের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে চলে। যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি। এর মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দুটি পরিষেবার চরিত্র আলাদা। স্বাস্থ্য হল তাৎক্ষণিক। অসুস্থ হলে চিকিৎসা নিতেই হবে। না হলে প্রাণসংশয়। কিন্তু শিক্ষা হল ইচ্ছামাফিক। অনিচ্ছুক হলে শিক্ষাগ্রহণে কেউ বাধ্য করতে পারবে না। আবার যারা শিক্ষা নিতে চায় তাদের জন্য দুরকম ব্যবস্থা। একটা হল সরকারি যেখানে বিনা পয়সায় শিক্ষার সঙ্গে খাদ্যও মেলে। কারণ যদি কারও পয়সা না থাকে তাহলে তার সন্তানরা যাতে বঞ্চিত না হয় তাই এই ব্যবস্থা। পাশাপাশি চালু রয়েছে শিক্ষা দেবার বেসরকারি ব্যবস্থা। যেখানে 'ফেল কড়ি মাখো তেল'। অর্থাৎ ভালো শিক্ষার জন্য পয়সা খরচ করতে হবে। সাধারণভাবে একই পাঠক্রমে পড়া ও একই পরীক্ষা ব্যবস্থায় সামিল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষার মান একই হওয়া উচিত।

গন্ডগোলটা এখানেই। সরকারি ব্যবস্থায় ৩০ হাজার টাকার শিক্ষকদের কাছে পাশ করে ৫০ শতাংশ পড়ুয়া আর বেসরকারি ব্যবস্থায় ৮ হাজার টাকার শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পাশ করে ৯০ শতাংশ। শুধু তাই নয় আপামর মানুষ মনে করেন বেসরকারি ব্যবস্থায় পড়াশুনোর মান অনেক ভালো। অথচ শিক্ষকদের পারিশ্রমিকে ফারাক বিস্তর। শুধু তাই নয় পরীক্ষার হলে পড়ুয়ারা কেন 'পারছিনি স্যার' বলছে তার কৈফিয়ত নেওয়ারও কোনও নিয়ম নেই। অথচ বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে অপেক্ষাকৃত কম মাইনেতে চাকরি করা শিক্ষকদের জবাবদিহি করতে হয় পদে পদে। না হলেই চাকরি খোয়া যাবে। সরকারি স্কুলে এসবের বালাই নেই। সরকারি কর্মীদের মতো বা তার থেকেও বেশি মাইনে নিয়েও সরকারি বিদ্যালয়ে দিব্যি কাল কাটিয়ে দিচ্ছেন শিক্ষকরা। এমনকি প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে বেশি ক্লাস করা বা অধিক দায়িত্ব নেওয়া নিয়ে মনোমালিন্য লেগেই রয়েছে। কারণ বিদ্যালয়ের ফল ভাল হোক বা খারাপ কিছুই যায় আসে না তাদের। যারা বিনে পয়সায় শিক্ষা পাচ্ছে তাদের আবার বলার কি থাকতে পারে। পাচ্ছে এই না কত!

এই মনোভাবটাই প্রতিবছর সবার চোখের আড়ালে জন্ম দিচ্ছে দুটি পৃথক শ্রেণির। প্রতিদিন সমাজটা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে শিক্ষার নিরিখে। একদল কোনওরকমে টুকে–টাকে পাস করে সমাজে খাড়া হয়ে দাঁড়াবার শক্তি হারাচ্ছে আর একদল ভালো রোজগারের দ্বারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করছে, সুখ ভোগ করছে। আর একদল যারা পড়াশুনোর ধারা–পাশ মাড়াচ্ছে না তারা অন্ধকারের পেশা বেছে নিয়ে অন্য দুই শ্রেণির শত্রুতে পরিণত হচ্ছে যাদের 'মাসল পাওয়ার' হিসাবে কাজে লাগাচ্ছে রাজনীতির কারবারীরা। অর্থাৎ বর্তমানের বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে যতই খারাপ হোক না কেন রাজনৈতিক সমাজে এটাই সুব্যবস্থা। ফলে যারা এই শিক্ষা ব্যবস্থা বদলাবার স্বপ্ন দেখছেন তারা নিতান্তই মূর্খ

বালিহল্ট স্টেশনে কল আছে কিন্তু জল নেই, দুর্ভোগে যাত্রীরা

বাপিলাল দে : শিয়ালদহ–ডানকুনি শাখায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন হল বালিহল্ট। প্রতিদিন শয়ে শয়ে যাত্রীরা দূর–দূরান্ত থেকে এসে এই স্টেশনটি ব্যবহার

করেন কর্মস্থলে বা নিজ গৃহে ফিরবার জন্য। কিন্তু দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ভাবে পালাবদল হলেও যাত্রী সাধারণের উন্নত পরিষেবার কোনও সক্রিয় প্রচেষ্টা আজও করে উঠতে পারল না রেল কর্তৃপক্ষ। তার এক জলজ্যান্ত উদাহরণ হল পানীয় জলের গলাবিহীন কল। নাকাল যাত্রীরা অভিযোগ জানাতে গিয়ে দেখলেন এক জানলা বিশিষ্ট একটি মাত্র টিকিট কাউন্টার বন্ধ হয়ে রয়েছে। দরজা বন্ধ স্টেশন মাস্টারেরও। এখন প্রশ্ন হল বালিহল্ট স্টেশনের দুদিকেই অর্থাৎ আপ আর ডাউন প্ল্যাটফর্মেই রয়েছে ঝাঁ চকচকে কলের ব্যবস্থা তা সত্ত্বেও বৈধ টিকিট নিয়ে যাত্রীরা কেন অতি প্রয়োজনীয় পানীয় জল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবেন ? কেবলমাত্র জলের সমস্যা নয়, আরও বেশ কিছু সমস্যায় ভুগছে এই স্টেশনটি।

যেমন আপ–ডাউন দুটি প্ল্যাটফর্মে যে দুটি যাত্রীবাহী শেড রয়েছে তাও প্রয়োজনের তুলনায় অত্যাধিক ছোট। ফলে ভরা বর্ষায় যাত্রীরা যে চরম অসুবিধায় পড়বেন শেড ছোট হওয়ার কারণে তা এখন থেকেই বোঝা যাচ্ছে। এমন কি প্ল্যাটফর্মের ওপরে জরুরি পরিষেবা হিসাবে কোনও শৌচাগার পর্যন্ত নেই। যেটি আছে সেটিতে পৌঁছতে গেলে যাত্রীদেরকে প্ল্যাটফর্ম থেকে নিচে নেমে তবেই যেতে হবে। ফলে চরম অসুবিধার কথা মেনে নিয়েই দৈনিক যাত্রী সাধারণের যাতায়াত করতে হচ্ছে প্রতিদিন। এর অবসান কবে হবে তার কোনও উত্তর নেই স্টেশন মাস্টারের কাছে।

মদ্যপ রেশন ডিলারের খামখেয়ালিপনায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বীরভূম জেলার পাড়ুই থানার বাতিকার গ্রামে মদ্যপ রেশন ডিলারের উৎপাতে অতিষ্ঠ গ্রামবাসীরা। ঠিক মতো রেশনে মাল দেয় না। দুর্ব্যবহার করা হয়, রেশনের মাল বিক্রি করার অভিযোগ তুলেছে গ্রামবাসীরা। অভিযুক্ত রেশন ডিলারের নাম শ্যামাকান্ত মজুমদার। নিজেকে সাহিত্যিক অপূর্ব মজুমদারের ভাইপো বলে পরিচয় দেন। বাতিকার গ্রামে দুটি রেশন দোকান ঘোষপাড়ায় এবং হাটতলা দুর্গামন্দিরের রেশন দোকান। মাল না দেওয়ায় গ্রামাবাসীরা রবিবার ২৮ ফেব্রুয়ারি রেশন ডিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। সংবাদ সংগ্রহে গেলে অভিযুক্ত রেশন ডিলার সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। রেশন দোকান থেকে বের করে দেন। দীর্ঘদিন ধরে মাল ঠিকমতো দেয় না বলে জানান শেখ হারা নামে এক গ্রামবাসী। সারাদিনই মদ খেয়ে থাকে বলে অভিযোগ। এই ব্যাপারে প্রতিক্রিয়ার জন্য ইমামবাজারের বিডিও উৎপল পাতসা–কে বারবার ফোন করা হলে ফোন না রিসিভ করায় কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি। ২৭ ফেব্রুয়ারি পুরুষোত্তমপুর গ্রামে ডিউ স্লিপ–এ মাল না দেওয়ায় রেশন ডিলার রঘুনাথ মন্ডলকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। এ ব্যাপারে রঘুনাথ মন্ডলের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি। অভিযুক্ত শ্যামাকান্ত মজুমদার বাতিকার গ্রামের দুর্গামন্দিরে হাটতলার রেশন দোকানের রেশন ডিলার। বাতিকার গ্রামের ঘোষপাড়ার রেশন ডিলার বামাপদ ঘোষ। এ ব্যাপারে জেলার এক ডিওয়াইএফআই নেতা বলেন, "সমস্ত জেলার মানুষকে খাদ্য সুরক্ষার আওতায় আনতে হবে।" নানুর, সাঁইথিয়া এলাকায় আগেই হয়ে গিয়েছে রেশন বিক্ষোভ।

শিশু শ্রমিক পুনর্বাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়া মহাদেশে শিশু শ্রমিক সবচেয়ে বেশি। ২০১১–র জনগণনানুযায়ী ৫–১৪ বছর বয়সী শিশুশ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৪৫ লক্ষ। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সিউড়ি–২ ব্লকের গাংটে গ্রামে ধর্মরাজ যুবসংঘের উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত অভিযান ও শিশু শ্রমিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত এক আলোচনা সভা হয়ে গেল। উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি–২ ব্লকের বিডিও। প্রথমে শিশু পড়ুয়াদের নিয়ে সুসজ্জিত পদযাত্রা সহযোগে গ্রাম পরিক্রমা করা হয়। বিভিন্ন ট্রেনে, বাসে, দোকানে শিশুশ্রমিকের ছড়াছড়ি। সিউড়ি শহরেও দেখা যায় শিশুশ্রমিক। গরিব পরিবারকে বাঁচাতে এরা দোকানে কাজ করে। এদের কপালে জোটে তাচ্ছিল্যতা। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গা পরিষ্কার করা হয়। গ্রামবাসী এবং গাংটে ধর্ম্মরাজ যুবসংঘের সদস্যদের সহযোগিতা ছিল সত্যিই প্রশংসনীয়।

প্রচারে নামলেন শ্যামল

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রার্থী পদ ঘোষণা হয় গত ৫ মার্চ। মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তথা তৃণমূলের নেত্রী মঞ্জু নাথ দাসের নেতৃত্বে কয়েকশো তৃণমূলের মহিলা কর্মী তৃণমূলের ক্যানিং শাখার তৃণমূল প্রার্থী শ্যামল মণ্ডলকে নিয়ে প্রচারে বেরোন। মাতলা অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রার্থনা করেন। দলীয় প্রার্থী এবং তৃণমূলের কর্মীরা সরকারের ৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন ভোটারদের কাছে।

উল্লেখ্য ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। গত বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী শ্যামল মণ্ডল ১৯,৮১৪ ভোটে জয়ী হয়েছিলেন সিপিএমের প্রার্থী জয়দেব পুরকাইতকে হারিয়ে। এমনকি ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে তৃণমূল লিড দিয়েছিল ৩৯,৮৬২টি ভোটে।

সোনারপুর উত্তরে সোনার মেয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হতে রাজ্যের সব রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা ভোট প্রচারে যখন নেমে পড়লেন ঠিক এই সময় দক্ষিণ ২৪ পরগণা সোনারপুর দক্ষিণের সিপিএমের প্রার্থী এশিয়াড সোনাজয়ী (দৌড়ে) জ্যোতির্ময়ী শিকদার লাল পতাকা নিয়ে মিছিলে পা মেলালেন কমরেডদের নিয়ে। ৮ তারিখ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বিকাল ৫টায় জ্যোতির্ময়ী দেবী তার ভোট প্রচারের মিছিল নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন গড়িয়ায় শীতলা মন্দির সিপিএমের পার্টি অফিস থেকে, শেষ করলেন কামালগাজী পার্টি অফিসে। তিনি বলেন রাজ্যে নারী ধর্ষণ দিনকে দিন বেড়ে চলেছে, বেকার ছেলেমেয়েদের জন্য শিল্প নেই এবং আসার কোনও সম্ভাবনাও নেই। সিন্ডিকেট ব্যবসা রাজ্যে ছেয়ে গিয়েছে নৈরাজ্য চলছে। আইন বলতে কিছুই নেই। পুলিশকে ধরে পেটানো হচ্ছে, খেলাধূলার কোনও উন্নয়ন নেই শুধু ক্লাবকে কিছু টাকা দিয়ে ভোট কেনা যায় না। খেলার

উন্নতি বলতে কিছুই হয় নি, নতুন খেলোয়াড় বাংলা থেকে তৈরি হচ্ছে না।

কামদুনি থেকে পার্কস্ট্রিট হোক আর কাকদ্বীপ সর্বত্র চলছে লাগাতার ধর্ষণ। বিধাননগর নির্বাচনে সাংবাদিকদের নৃশংসভাবে পেটানো হয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকদের জলের জগ ছুঁড়ে মেরে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে কামালগাজীর পার্টি অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখেন কৃষ্ণনগরের প্রাক্তন সাংসদ জ্যোতির্ময়ী শিকদার। রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার সিপিএমের প্রাক্তন কাউন্সিলর শ্যামল নস্কর বলেন কাউন্সিলর থাকাকালীন ও পরে সোনারপুর (উত্তর) বিধানসভার বিধায়ক হওয়ার পর ফিরদৌসী বেগম ব্যাপক হারে প্রমোটারদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা করে দিয়ে কোটি কোটি টাকা গুছিয়ে নিয়েছে। অত্যন্ত গরিব ঘরের মহিলা মাত্র সাড়ে চার বছরে ফুলে ফেঁপে উঠলো কিভাবে এলাকার মানুষ সেটা ভালোভাবে জানে। শুধু তাই নয় নিজের পরিবারের সদস্য জয়নগরের একটি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি করে দেয় এই ফিরদৌসী বেগম। ফিরদৌসী বেগম যতই বলুক না কেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। জ্যোতির্ময়ী দেবী বলেন, আজ একটা ছোট করে মিছিল বার করা হল। আগামী ১৩ মার্চ এক ঐতিহাসিক মিছিল বার হবে গড়িয়া স্টেশন থেকে সেটা থেকে এলাকার মানুষ উপলব্ধি করবে সোনারপুরের মানুষ যে তৃণমূলের ওপর মানুষের ক্ষোভ কতখানি।

নারীদিবসে জেলার মুখোজ্জ্বল অন্নপূর্ণার

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে এখন পুরোপুরি সরকারি আইনজীবী হয়ে চন্দননগর আদালতে 'কেস' মোকাবিলা করছেন ও জয়ী হচ্ছেন। ভদ্রেশ্বর শিব মন্দিরতলা লেনে বাড়ি। ২০১২ সাল থেকে সারা হুগলি জেলায় প্রথম সরকারি মহিলা আইনজীবী অন্নপূর্ণা চক্রবর্তী তদারকি করছেন। সেই থেকেই পুরোদমে কোর্টে সওয়াল করছেন। ১৯৯৫ সালে ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়া গালর্স হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন। তারপর ১৯৯৭ সালে ভদ্রেশ্বর ধর্মতলা বালিকা বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হন। যদিও এরপর চুঁচুড়াতে হুগলি মহসীন কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু ওনার দাদা রঘুনাথ চক্রবর্তী মহসীন কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে সোজাসুজি শিয়ালদহে সুরেন্দ্রনাথ ল' কলেজে ভর্তি করে দেন। সেই শুরু জীবন সংগ্রামের। সেই সময় এক চিলতে ভাঙা ঘরে সারাদিন পড়াশোনা চলত। খুব ভোরে উঠে ৫টা ২৩ মিনিটের ট্রেনে হাওড়া পৌঁছে সেখান থেকে বাসে শিয়ালদহ। ২০১২ সালে ৫ বছরের কোর্সে আইনি পরীক্ষায় পাশ করার পর চন্দননগর আদালতে সিভিল প্র্যাকটিশ শুরু করেন। তাঁরা দু'ভাই এক বোন। বড় দাদা রঘুনাথ চক্রবর্তী। ছোট ভাই অমরনাথ বোন অন্নপূর্ণা। অন্নপূর্ণাদেবীর বাবা জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অ্যাঙ্গাস জুট মিলের সামান্য কর্মী ছিলেন। বছরের অর্ধেক সময় জুট মিল বন্ধ থাকত। জিতেন্দ্রবাবু বলেন, ইচ্ছা থাকলেও তাঁর মেয়েকে কোনও দিন প্রাইভেট টিউটর দিতে পারেন নি। এমন কি কিনে দিতে পারেন নি ভাল লেখকের সাজেশন ও টেক্সট বই। বন্ধু বান্ধবীদের কাছ থেকে ধার করে বই নিয়ে নোট লিখে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছেন। ২০০২ সালে প্রথম ভোটার হন। ওই বছরই রাজনীতির আঙিনায় তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রথম মহিলা হিসাবে ভদ্রেশ্বর পুরসভায় কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। তার মা ছায়াদেবী জানান, ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া দিতে পারেন নি। এমন কি কোনও বিলাসিতা ছিল না। ১৪ বছর ধরে সক্রিয় রাজনীতিতে আর নেই। যাচ্ছেন না দলের অফিসেও। রাজনীতি থেকে দূরে সরে এখন তার একটাই লক্ষ্য সরকারি ক্রিমিনাল ওকালতি করা। আর প্রত্যেকটিতে জয়ী হয়ে মক্কেলদের মুখে হাসি ফোটান। ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছা ছিল শিক্ষিকা হবেন। ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৬টি ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলায় সম্পূর্ণভাবে জয় লাভ করেছেন। জেলার চারটি মহকুমা আদালত রয়েছে শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, আরামবাগ ও চন্দননগর। এদের মধ্যে একমাত্র চন্দননগর মহকুমা আদালতেই নবীন মুখ্য সহকারি আইনজীবী পদে রয়েছেন। অন্নপূর্ণা অবসর সময়ে ছেলে অর্ঘদীপকে পড়ান। তাঁর স্বামী প্রদীপ অধিকারী তাকে বিভিন্ন কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগান। এরই পাশাপাশি খেলাধূলাতে তিনি বেশ পটু। জেলার মধ্যে তার নাম উজ্জ্বল করায় অন্নপূর্ণাকে নিয়ে গর্বিত সকলেই।

রাজীবের বৌ–ছেলের কাছে ঝোলা পেতেছে চরিত্র হারানো সিপিএম

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভাঙর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী আব্দুল রেজ্জাক মোল্লার সম্বর্ধনা দেওয়া হল ভাঙর–২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। সম্বর্ধনা দেয় ভাঙর–২ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি ওয়েদুল ইসলাম, তৃণমূল নেতা নান্নু হোসেন প্রমুখ। রেজ্জাক মোল্লা বলেন ভাঙরের উন্নয়ন শেষ কথা। গরিবের জমি দখল করে নেওয়া যাবে না। আমি মানুষের কাছে যাব এবং সহযোগিতা চাইবো। যারা অভিমান করে আছে, তারা এক সপ্তাহের মধ্যে আসবে। সিপিএম এখন একটা বিরাট হাড়ি মারতে চাইছে। কংগ্রেস হচ্ছে পুঁজিবাদী দল। সিপিএম ক্ষমতাবাদী শোষণবাদী দল। ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে কংগ্রেসের সাথে হাত মেলাতে চাইছে। ভাঙরের তৃণমূল প্রার্থী রেজ্জাক মোল্লা আরও বলেন ভাঙরে থেকে তোলাবাজি, প্রোমোটারি হবে না। ১৯৭২ সালে ভাঙর থেকে আমি শুরু করেছিলাম অভিযান আর ভাঙর দিয়ে শেষ হবে। কংগ্রেসের হাতে ১১ হাজার সিপিএম কর্মী খুন হয়েছে। আর তাদের সাথে সিপিএম হাত মেলাচ্ছে। সিপিএম ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসের রাজীব গান্ধিকে চোর বলেছিল। আর তাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে সিপিএম। রাজীব গান্ধির ছেলে (রাহুল গান্ধি, সোনিয়া গান্ধিকে উদ্দেশ্য করে) বৌ–এর কাছে ঝোলা পেতেছে সিপিএম। আসলে সিপিএমের চরিত্র হারিয়ে গিয়েছে। সংখ্যালঘুদের গুরুত্ব দেয়নি সিপিএম। আসলে সিপিএমের বিমান বসু আমাকে কোনওদিন সম্পাদক হতে দেয়নি। বুদ্ধবাবু আমাকে শিল্প বিরোধী বলেছিল। ন্যানো গাড়ি যেখানে পাওয়া যায় না, তাই নিয়ে উঠে পড়েছিল। আমি লড়াকু নেতা। লড়াইটাই বরাবর পছন্দ করি। তৃণমূলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই আমাকে আকৃষ্ট করেছে। ভাঙরের জনগণ হচ্ছে শেষ কথা। তবে আমি স্বচ্ছ ভাঙর গড়তে চাই। ভাঙরের মানুষ উন্নয়নে শেষ কথা বলবে। তবে এদিন সকালে ভাঙরের জাগুলগাছিতে গোলাম আলি রেজ্জাক মোল্লার কুশপুতুল দাহ করে বলে নির্দল হিসাবে আমি মনোনয়ন জমা দেব।

বিভিন্ন মৌজায় জলপ্রকল্পের উদ্বোধন

রিম্পি ঘোষ

গত ১ মার্চ হুগলি জেলার চুঁচুড়া – মগরা ব্লকের অন্তর্গত সপ্তগ্রাম ও তৎসংলগ্ন মৌজায় নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন হয়।

আদি সপ্তগ্রামের মিঠাপুকুর সংলগ্ন ইয়ং স্টার ক্লাব মাঠে উদ্বোধন করেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরী এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী। প্রায় ৪ কোটি ৫৭ লাখ টাকা ব্যয়ে এই সপ্তগ্রাম ও তৎসংলগ্ন মৌজায় নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পটি গড়ে ওঠে। এই ৫৮৬.৯২ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট প্রকল্পটি গড়ে ওঠায় প্রায় ৩টি মৌজার ২৪,৭৮৩ জন মানুষ ২০৩৭ সাল পর্যন্ত উপকৃত হবে।

এই প্রকল্পের জন্য জলের চাহিদা দৈনিক প্রায় ১৯২৮ কিলো লিটার। এর পাশাপাশি ঐ একই দিনে পোলবা – দাদপুর ব্লকের অন্তর্গত বাদিনান ও তৎসংলগ্ন মৌজায় নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পেরও শুভ উদ্বোধন করা হয়। প্রায় ৬ কোটি ৬ লাখ টাকা ব্যয়ে এই সপ্তগ্রাম ও তৎসংলগ্ন মৌজায় নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পটি গড়ে ওঠে।

এই ১৬৩৩.৯৯ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট প্রকল্পটি গড়ে ওঠায় প্রায় ৪টি মৌজার ১৫,৭২১ জন মানুষ ২০৩৮ সাল পর্যন্ত উপকৃত হবে।

এই প্রকল্পের জন্য জলের চাহিদা দৈনিক প্রায় ১৩৫৪ কিলো লিটার। জল সরবরাহ প্রকল্পেরও শুভ উদ্বোধনের সাথে সাথে মেঘসার ও তৎসংলগ্ন মৌজায় নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প, সুদর্শন ও তৎসংলগ্ন মৌজায় নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প এবং আকনা ও তৎসংলগ্ন মৌজায় নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের মোট তিনটি শিলান্যাস হয়।

এই তিনটি শিলান্যাস করতে প্রায় ৩ কোটি ৯৪ লাখ টাকা, প্রায় ৩ কোটি ৯৪ লাখ টাকা এবং প্রায় ৩ কোটি ৪৯ লাখ টাকা খরচ হয়। উপরোক্ত এই তিনটি অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন ১৩টি মৌজার প্রায় ২৮,৫০৬ জন ২০৪০ সাল পর্যন্ত এই জলপ্রকল্প থেকে সুবিধা পাবে।

এই তিনটি প্রকল্পের আয়তন যথাক্রমে প্রায় ৮৮২ হেক্টর, ৯২৭.২৪ হেক্টর ও ৫৯০.৫৬ হেক্টর। এই তিনটি প্রকল্পের জন্য দৈনিক জলের চাহিদা প্রায় ৯২৩.৯৮ কিলোলিটার, ৭২২ কিলোলিটার ও ৭৫৪ কিলোলিটার।

উক্ত অনুষ্ঠানগুলিতে অন্যান্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি আলহাজ সেখ মেহেবুব রহমান, সহ সভাধিপতি চামেলি মুরমু, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষা মৌসুমী ঘোষ, পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মনোজ চক্রবর্তী, কৃষি – সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মানস মজুমদার, চুঁচুড়া – মগরা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দেবব্রত বিশ্বাস ও পোলবা–দাদপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানু সরেন প্রমূখ।

মহিলাদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ ড্রাইভারের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ড্রাইভারের খামখেয়ালিপনার শিকার দুই মহিলা যাত্রী। ঘটনাটি ঘটে বালি নিশ্চিন্দা থানার অন্তর্গত ঝিলপার বাসস্ট্যান্ডের কাছে। দুই মহিলা যাত্রী একটি প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে ডানকুনির দিক থেকে এসে বালির দিকে যাচ্ছিলেন। গাড়িটি যখন ঝিলপার বাসস্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছোয় তখনই হঠাৎ করে গাড়ির সামনের দিকের একটি চাকা ফেটে হয়ে যায়। আর এই সুযোগে গাড়ির ড্রাইভার রাত নটার একটু আগে দুই মহিলা যাত্রীকে জিনিসপত্র নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে অন্য কোনও বাহন ধরে গন্তব্যস্থানে রওনা দেবার চাপ দিলে বেঁকে বসেন মহিলা দুই যাত্রী। তারা বলেন এই রাত্রে আমরা দুই মহিলা কোথায় যাব। কোথায় গাড়ি পাব বলে নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করেন। কিন্তু গাড়ির ড্রাইভার নাছোরবান্দা, তিনি কোন কথাতেই কান না দিলে বেকায়দায় পড়ে যান দুই মহিলা যাত্রী। কিন্তু শেষমেষ যখন দেখেন কোন কথাতেই কাজ হচ্ছে না তখন দুই মহিলা রণং দেহি মূর্তি ধরেন। তারা তখন বলেন আমরা কোথাও যাব না, তোমাকেই গাড়ির চাকা সারাই করে আমাদেরকে নিয়ে যেতে হবে বলে চাপ সৃষ্টি করেন। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পরে রাতের ডিউটিতে থাকা দুই পুলিশ কর্মী বিষয়টি লক্ষ্য করে কড়া মনোভাব নিলে গাড়ির ড্রাইভার গাড়ির সামনের চাকা সারাই করবার জন্যে নড়েচড়ে বসেন। গাড়ির ড্রাইভারের বয়স আনুমানিক বছর চল্লিশ হবে। একটু রাত হয়ে যাবার কারণে গুটিকয়েক স্থানীয় মানুষ জন এবং কিছু বাস যাত্রীরা বিষয়টি দূর থেকে লক্ষ্য করেও কাছে না গিয়ে বিষয়টির প্রতিবাদ করেন কেবলমাত্র আইনি জটিলতা এড়াবার জন্যে বলে জানান কয়েকজন বাসিন্দা। কিন্তু এত কিছুর পরে একটা প্রশ্ন কিন্তু থেকেই গেল মাঝ রাস্তায় আবারও কোনও কারণ দেখিয়ে দুই মহিলাকে বিপদে ফেলবে না নতুন করে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে তা কে বলতে পারে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস

অরিন্দম রায়চৌধুরী : গত ২৯ ফেব্রুয়ারি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে সারাদিন ব্যাপী ৩০তম জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক ড. শুভব্রত রায় চৌধুরী, পরিবেশবিদ ও বিজ্ঞান মেলা' পত্রিকার দীপককুমার দাঁ, ড. অমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, এস পি দত্ত, বাসুদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

স্বাগত ভাষণে শুভব্রতবাবু বলেন, 'প্রতি বছর সফটওয়্যার নিয়ে প্রায় ৬ হাজার ছাত্রছাত্রী পাশ করে তারা কাজ করছে, প্রচুর ছেলেমেয়ে বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে শোলার কাজ, পরিবেশ, চাষবাস ইত্যাদি নিয়ে ভাল কাজ করছে। অনেকে প্রচার পেয়েছেন আবার অনেকে পাননি। তবুও আমরা 'দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল' নামে সংস্থার মাধ্যমে বহু মানুষের ও দেশের কল্যাণে কাজ করে চলেছি।

আগামী বছর এই সংস্থা ৪০ বছরে পড়বে। আমরা বিজ্ঞান মনস্কতার চেষ্টা করছি। গোবরডাঙায় দীপক দাঁ ভাল কাজ করছেন। সেখানে তিনি 'গবেষণা পরিষদ' গড়ে তুলেছেন। এখনও মানুষ যত্রতত্র ময়লা ফেলছে। বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরি হচ্ছে না। ধর্মকে জড়িয়ে আমরা এমন কিছু আচরণ করব না যাতে মানুষ আমাদের কথায় আঘাত পান। মধ্যপ্রদেশে বিজ্ঞান মেলায় প্রায় ৩০ হাজার মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছিলাম। আমাদেরকে আরও বেশি করে বিজ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত করতে হবে এবং আরও বেশি মানুষকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহী করে তুলতে হবে।' ড. শিশিরবাবু বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ কর্মী সমাজকে স্বদেশী বলেছেন।

শ্রীনিকেতনে খাল সংস্কার থেকে কৃষি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক কাজ করেছেন। চিন্তা–ভাবনা করেছেন আজ থেকে দেড়'শো বছর আগে।' এছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন 'মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন ধর্মচেতনা ছাড়া বিজ্ঞান যেমন খোঁড়া, বিজ্ঞান চেতনা ছাড়া ধর্ম তেমনি অন্ধ। বিবেকানন্দ আইনস্টাইনের এই সত্য বাণীর মূর্ত বিগ্রহ।'

এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের গুণীজনদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে ছিলেন, বিজ্ঞান লেখক কর্মী সৌম্যকান্তি জানা, গণিত শিক্ষক ড. উৎপল মুখোপাধ্যায়, আব্দুল হালিম শেখ (আধুনিক গণিত অন্বেষার সম্পাদক), বিশিষ্ট প্রকৃতি বিজ্ঞানী অর্জুন বসু রায়, ড. আশিস কর, ড. রাজীব করচৌধুরী, ড. কমল সরকার, অরুণ সিনহা, ড. সূর্যেন্দু দে, প্রতাপ কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

পরিশেষে সভাপতির ভাষণে ড. শান্তনুবাবু আক্ষেপের সুরে বলেন, 'প্রায় ৪০ বছর ধরে এই বিজ্ঞান আন্দোলন করছি। আমাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনেকে উপকৃত হয়েছেন, স্বাবলম্বীও হয়েছেন। তারা অনেকেই আমাদের সাধুবাদ জানালেও এনিয়ে কাগজে এক কলমও লেখা হয়না। সরকারও আমাদের কথা ভাবে না। শুধু আমরা নিজেদের উদ্যোগে নিজেরাই কাজ করে চলেছি।'

এক মাসে মৃত তিন

অভীক মিত্র: ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ মাত্র ২৫ দিনের মধ্যে বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি এবং মহকুমা শহর রামপুরহাটে বাসের ছাদে আন্ডারপাসের ধাক্কায় মারা যায় তিন যাত্রী। প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা। ৫ ফেব্রুয়ারি সিউড়ি রেলসেতুর রেলিং–এ ধাক্কা খেয়ে মারা যায় বছর ২৫–এর আমোদপুরের হকার সিরাজুল শেখ। বাসে চাপ চাপ রক্তের দাগ ছিল। বাস ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসীরা। ১ মার্চ মঙ্গলবার বিকালে রামপুরহাট ছ'ফুঁকো রেল সেতুর চেনিং–এ ধাক্কা খেয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায় বছর ৫৫–র পাটনার লালন ঠাকুর। রাতে মারা যায় হরনিধি থানা এলাকার হরেলাল সাহানি। জখম হয়ে চারজন যাত্রী হাসপাতালে ভর্তি। জেলা পরিবহন দপ্তরের তথ্যানুযায়ী, বাসের ছাদে চেপে গন্তব্যে যাওয়ার পথে গত দুবছরে ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তাতেও বীরভূমের বাসের ছাদে যাত্রী তোলা বন্ধ হয়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কন্ডাক্টারের কথায় ''ছাদে উঠলে কম ভাড়া দিতে হয়। সেইজন্য লোকেরা, ছাত্ররা বাসের ছাদে চাপে।''

একাই লড়ছে এসইউসিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি : শেষ পর্যন্ত একাই লড়ার সিদ্ধান্ত নিল এসইউসিআই দল। কেন একা লড়ার সিদ্ধান্ত সেই প্রশ্ন করলে এসইউসিআই নেতারা বলেন সিপিএম একগুয়েমি যতদিন না কমাচ্ছে, যতদিন না সবাইকে নিয়ে চলতে পারছে, যতদিন সর্বহারার দলের নীতি নিয়মের ধারক বাহন না হচ্ছে ততদিন আমরা কোনও রকম সংযোগ রাখব না সিপিএম–এর সঙ্গে। আসন্ন ভোটে সারা রাজ্যে প্রায় এসইউসিআই ১৬২ জন প্রার্থী দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বালি বিধানসভায় এসইউসিআই প্রার্থী হয়েছেন কাজল মিত্র। কাজলবাবু বর্তমানে শিক্ষক সংগঠনের সম্পাদক হিসাবে যুক্ত থাকায় বিভিন্ন জায়গায় তাকে ছোটাছুটি করতে হওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত বালির প্রার্থী পরিবর্তন হলেও হতে পারে বলে জানান সত্যস্বপন মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার উল্লেখযোগ্য প্রার্থীরা হলেন এসইউসিআই–এর জয়নগর— তরুণকান্তি নস্কর, মন্দিরবাজার— শিশির মণ্ডল, সোনারপুর দক্ষিণ— মিনতি মিত্র, সোনারপুর উত্তর— শ্রীধর নন্দী, বালিগঞ্জে— রাজকুমার বসাক, যাদবপুর— শ্যামল গুহ মজুমদার এবং মগরাহাট (পূর্ব)— সঞ্জয় মণ্ডল, হাওড়া শিবপুরে— কার্তিক শীল।

ব্রিজের কাজ ফের শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষের পরে ফের নতুন করে দ্বিতীয় পর্যায়ের সারাইয়ের কাজ শুরু করা হলো সাঁতরাগাছি ব্রিজের। গত জানুয়ারির ১৬ তারিখ থেকে ব্রিজ সারাইয়ের কাজ শুরু হয়ে কাজ শেষ করা হয়েছিল জানুয়ারির শেষ দিনে। আবার ২ মার্চ থেকে ব্রিজ সারাইয়ের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করা হয়েছে। চলবে আগামী ১৫ মার্চ পর্যন্ত। যাত্রীবাহী গাড়িগুলিকে ব্রিজের অর্ধেকটা দিয়ে যাতায়াতের সুযোগ করে দিলেও ভারী যানবাহন এবং পণ্য পরিবহনের গাড়িগুলিকে হাওড়া ব্রিজ, বালি ব্রিজ, আন্দুল রোড দিয়ে কলকাতার বাইরে এবং ভিতরে প্রবেশ করবার সুযোগ করে দেওয়া হবে বলে আজ স্থানীয় বাসিন্দা ব্যবসায়ী সূত্রে জানা যায়।

তৃণমূলের কর্মী সম্মেলন

বাপি লাল দে : রবিবার ৬ মার্চ নিশ্চিন্দা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্দ্যোগে রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। পিছিয়ে পড়া নিচুতলার কর্মীদের পুনরায় চাঙ্গা করাই হলো প্রধান লক্ষ্য জেলা নেতৃত্বদের কাছে। সকাল দশটা থেকে হাওড়ার নিশ্চিন্দা থানার চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণেই এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে হাজির ছিলেন সেচমন্ত্রী তথা হাওড়া ডোমজুড় এলাকার বিধায়ক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর লোকসভার সংসদ সদস্য কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য বিকাশ দে প্রমুখ।

চেক প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা: সম্প্রতি চুঁচুড়া পুরসভার উদ্যোগে প্রায় ৪০ টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে প্রায় ১০,০০০ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, পুর–প্রধান গৌরীকান্ত মুখার্জী ও উপ–পুর–প্রধান অমিত রায়। অন্যদিকে পুরসভায় শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে অঙ্গনওয়ারি কর্মী, গৃহস্থালির কাজে যুক্ত পরিচারিকা প্রমূখদের নিয়ে একটি কর্মশালা আয়োজিত হয়। দুদিন ব্যাপী এই কর্মশালায় প্রায় ৫০ জন অংশগ্রহন করে।

মানুষকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নে সামিল নির্মল ঘোষ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

রাজ্যে ২০১৬–র বিধানসভা নির্বাচনের ঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। চলতি বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ২৯ মে। পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন শুরু হচ্ছে ৪ এপ্রিল। রাজ্যে ভোট প্রক্রিয়া চলবে মোট ৬ দফায় ৭টি পর্বে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশানুযায়ী উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় ভোটের দিন ধার্য হয়েছে ২৫ এপ্রিল। নির্বাচনের দিন ঘোষণার প্রায় পরপরই শাসকদল তৃণমূলের পক্ষ থেকে তাদের প্রার্থীতালিকা ঘোষিত হয়েছে। সেই মর্মে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার পানিহাটিতে আবারও তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন নির্মল ঘোষ। বিধায়ক ছাড়াও তিনি এই মুহূর্তে এই জেলায় তৃণমূল পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে রয়েছেন। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় যে সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রগুলি তৃণমূলের জয়ের লক্ষ্যে একরকম নিশ্চিত তার মধ্যে অন্যতম কেন্দ্র এই পানিহাটি। রাজ্যে বামফ্রন্টের শাসনের আমল থেকে নির্মলবাবু এই কেন্দ্রে জাতীয়তাবাদী প্রার্থী হিসেবে জিতে আসছেন। তার প্রথম জয় লাভ ১৯৯৬ সালে। তখন তৃণমূলের জন্ম হয়নি। তিনি কংগ্রেসপ্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন। ১৯৯৮ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে তৃণমূলের জন্ম হয়। নির্মলবাবু শুরু থেকেই তৃণমূলে যোগদান করেন। এরপর ২০০১ সালে তিনি তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে এই কেন্দ্রে জয়লাভ করেন। এরপর ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে মা মাটি মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

পানিহাটি

নির্মলবাবুও এই কেন্দ্রে জয়লাভ করেন। মাঝখানে ২০০৬ সালটা কেবল বাদ যায়। তবে দীর্ঘবছর ধরে বিধায়ক হিসেবে এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ও সঙ্গে রেখে জনসেবা করেছেন। রাজ্যে মা মাটি মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের উন্নয়নের গতি এতটাই বেড়েছে, যা উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রের সর্বকালের রেকর্ড উন্নয়ন। এই কেন্দ্রে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের বসবাস। তার মধ্যে মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ২০ হাজার। তার আমলের চলতি পর্বে পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্র ও পুর এলাকার প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের জন্য পরিশোধিত পানীয় জল পৌঁছে দিয়ে নজির সৃষ্টি করেছেন বলে সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি।

রাস্তাঘাট ও নিকাশি ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও নির্মাণ সকলের মন জয় করেছে। গরিব মানুষের বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। সোদপুর, ঘোলা, আগরপাড়া, সুখচর সহ এককথায় পানিহাটির মানুষের জন্যে প্রতিটি রাস্তা, বিশেষ করে সোদপুরে একটি আধুনিক রাস্তা তৈরি করে নজির সৃষ্টি করেছেন। পানিহাটিকে আধুনিক শহর গড়ে তুলতে 'সুয়ারেজ' সিস্টেম চালু করার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পথে বলে নির্মলবাবু জানালেন।

এলাকার স্কুল, কলেজ সহ হাসপাতালের উন্নয়নে বিধায়ক হিসেবে তার কাজ এলাকাবাসীর মন জয় করেছে। জানালেন, স্বামী বিবেকানন্দের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্বামীজির নামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। হাসপাতালে নতুন রাস্তা তৈরির টাকা এসেছে। হাসপাতালে জল জমার জায়গায় একটি আধুনিক ও উচ্চমানের রাস্তা ও নিকাশির কাজ শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, জেলাব্যাপী নির্মলবাবুর রাজনৈতিক প্রস্তুতি ও কর্মকান্ড এই জেলার সবার কাছেই সুবিদিত। পানিহাটির সবার দুঃখ ও সুখের সাথী নির্মলবাবুর কাছে দিনে–রাতে সাধারণ মানুষের ভিড়। তবে সমস্ত উন্নয়নের কৃতিত্ব তিনি একজনকেই দিয়েছেন। তিনি হলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ নির্মলবাবুর মত মমতা হলেন একদিকে যেমন শ্রমিক, কৃষকের বন্ধু, তেমনই অন্যদিকে উন্নয়ন ও প্রগতির পথ প্রদর্শক।

প্রাণপ্রদীপের আলোয় পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ দার্শনিক চিন্তাভাবনার শ্রেষ্ঠ মুখ

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮০ বছরের জ্ঞান বৃদ্ধ। নবদ্বীপের নিমাই সন্ন্যাসীর চেয়ে ৩০০ বছরের ছোট। কোথায় যেন দুজনের একটা মিল রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন শুনলে দুই চোখের অশ্রুধারা বয় দুজনারই। সমাধিস্থ হয় ঈশ্বরের মুখোমুখি হবার। দুজনেই মন্দিরের বাইরে ভগবান দর্শন করেছিলেন–মানব প্রাণের আলিঙ্গনে। ভগবৎ ভক্তি, জাত–ধর্মের বোঝা ঠেলে দুজনায় ভালো বেসেছিলেন অচ্ছ্যুৎজনদের। দুই সাধকের জন্ম ফাল্গুন মাসে ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে আমের বনে দক্ষিণ হাওয়ায় ভেসে আসা বউলের সৌরভে।

তবে নিমাই সন্ন্যাসী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যায়। ১৮০ বছর বয়স্ক প্রবীণ গৃহী সন্ন্যাসীর জন্ম ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ার ভোর ৪টের সময়। হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামের দেব দেউলে মন্দ্রিত হতে শুরু করেছিল প্রভাতে জাগরণ গীত। তারিখটা ছিল ৬ই ফাল্গুন ১২৪২, ইংরাজির ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। নামকরণ করা হল গদাধর চট্টোপাধ্যায়। চাটুজ্যে পরিবারের ছোট ছেলে। পাড়ার আদুরে নাম গদাই। মা চন্দ্রমণি দেবী বাড়ির কুল দেবতা রঘুবীরের স্বপ্নাদিষ্ট সন্তান বলে গদাইকে চোখের আড়াল করত না। মায়ের অবশ্য ছেলেকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল, পড়াশুনায় একদম মতিগতি নেই। খালি মূর্তি তৈরি করা, যাত্রা দলে গান গাওয়া, চিনু শাঁকারি, লাহাদের বাড়ির অন্দরমহলে ঘুরে বেড়ানো। মাঝে মাঝে আকাশে উড়ন্ত এক ঝাঁক বক দেখে ভাব সমাধি।

কে বোঝে তাঁর এই ভাব সমাধি? ভাব সমাধির কি অর্থ তা বুঝবে সামান্য দক্ষিণেশ্বরের এক নিরক্ষর পুরোহিত! কত সমালোচনা! কেউ বলে পাগল কেউ বলে বায়ু রোগগ্রস্ত আবার কেউ বা মৃগী রোগী! এই সমালোচনার অন্ত নেই। আজও কিছু কিছু বিদ্যে বোঝাই বাবুমশাই নিজেদের বিদ্যে বুদ্ধির দৌড়কে জাহির করার জন্য তাঁর সম্বন্ধে আলটপকা মন্তব্য করে বসে। দেশ জাতির ইতিহাস চর্চার নামে ভুঁইফোড় গিরি করে ভাবে আমরাই সাচ্চা বুদ্ধিজীবী, ঐতিহাসিক। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাত্রদের মগজ ধোলাই করে মেহনতি মানুষের বামপন্থা বিপ্লব তত্ত্বের মেকি বুলি ছড়াবার চেষ্টা করে। এই নিন্দুকরা ভুলে যান গদাই–এর চৈতন্যের জাগরণে বিপ্লব তত্ত্বর ভাবনা। তাঁর কাছে রসিক মেথর আর কেশব চন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সবাই এক ঈশ্বরের সন্তান। তাঁর আটপৌঢ়ে ধুতি পরিহিত, দুই হাতের দশ আঙুল সন্নিবিষ্ট হাঁটু মুড়ে বসে থাকা অবয়ব, বিশ্বায়নের যুগে বাংলার পর্ণ কুটির পেরিয়ে বিশ্ব পল্লির মন্দিরে পূজিত হয়। বলা যেতে পারে ভারতে আধ্যাত্মিক আনন্দ ও শান্তিময় জীবনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যাডর। মায়ের কাছে কানমলা খাওয়া স্নেহের গদাই–এর পেটেন্ট নেবার জন্য আমেরিকা, রাশিয়া, চিনসহ বিশ্বের দেশ নেতারা মঠ মিশনে আসেন। অবশ্য গদাইবাবু বলে তাকে বিদেশের লোকেরা চেনেন না। তাঁর পরিচয় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব। রাজহংসের মতন দুধ খেয়ে সংসারের জলকে ত্যাগ করতে পেরেছিলেন বলে তিনি পরমহংস। অর্ধ উন্মেলিত দৃষ্টিতে পৃথিবীতে প্রতিটি জীবের প্রতি সন্তান সম স্নেহ। সে বেড়াই হোক অথবা মানুষ। সবাই তার কাছে ঈশ্বরের সন্তান। তাঁর ঘরে বেড়াল বাচ্চা পাড়লে শশব্যস্ত হয়ে পড়তেন; এই বেড়াল বাচ্চাগুলোকে রক্ষা করতে না পারলে শান্তি নেই। মানুষের দুঃখেও তাঁর চোখে জল। তিনি আমাদের জীবনে 'কমরেড' প্রাণের পথিক। কমরেড বা বন্ধু আমরা হৃদয় কমলে থাকলে কোন অনৈতিক কাজ করতে পারবো না। মন বুদ্ধিকে তাড়িত করতে জগতের জন্য কিছু করো। স্বামী বিবেকানন্দকে এই কিছু করে জগতে দাগ রেখে যাবার জন্য পাগল করে দিয়েছিল।

মথুরবাবুর মদন জাদরেল জমিদারকে 'গরিব দুঃখীদের জন্য কিছু করতে বাধ্য করেছিলেন। বেনারসে যাবার পথে বৈদ্যনাথ দর্শনে দেওঘরে কয়েকদিন থাকার সময় সেখানকার রুক্ষ হাড় গিলগিলে ক্ষুধার্ত মানুষগুলোকে দেখে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন বেনারসের বিশ্বনাথ দর্শন। দূর শালা, আমি কাশী যাব না। যতক্ষণ না এই মানুষগুলোর মাথায় তেল, পেটে অন্ন জুটবে। মথুরবাবু বাধ্য হয়েছিলেন, দেওঘরের গরিব মানুষদের পেটপুরে খাওয়াতে। দেহে বস্ত্র তুলে দিতে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যদি বলতেন, ঈশ্বর এদের দুঃখ দিয়েছেন? আমি দুঃখ নিবারণ করার কে! আর যাই হোক প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে এই অবতার শ্রেষ্ঠ পূজিত হতেন না। মানব জীবনে বেঁচে থাকার জন্য অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের প্রয়োজন রয়েছে, এই সত্যকে তিনি যেমন বুঝেছিলেন তেমনই আমাদের জীবনের আপেক্ষিক সত্যের ঊর্দ্ধে উঠে প্রকৃত সত্য লাভ করার জন্য নৈতিক আচার আচরণের প্রয়োজনীয়তাকে মান্যতা দিয়েছেন। সেখানে বাহ্যিকতা গুরুত্বহীন। দক্ষিণশ্বরের ভবতারিণীর পুজো–অর্চনা তিনি নিয়ম মেনে করেন নি। প্রচলিত নিয়মের ধার ধারতেন না বলে তাকে কম অপমান অত্যাচার সহ্য করতে হয় নি। তা সত্ত্বেও তিনি নিজের মত ও পথে অবিচল। জ্ঞান গম্যি ধর্ম কথা তাঁর কাছে ছিল গুরত্বহীন। মাতৃদর্শনই শুরু থেকে শেষ সূত্র। গান্ধিজি সার্থক বুঝেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি ঈশ্বরের মুখোমুখি হয়েছিলেন। ভক্তদের বলছেন, 'দ্যাখো পাঁজিতে বিশ আড়া জলের কথা লেখা আছে, কিন্তু নিঙরোলে এক ফোঁটাও জল বেরোবে না।'' ধর্ম কথা শুনে লাভ নেই। চাই অভ্যাস অনুশীলন। কলকাতা ময়দানে প্রতি রবিবার বিকেলে রামকথার আসর বসে। অবাঙালিরা যায় রামকথা শুনে হনুমান চল্লিশা পাঠ করতে। শুধু কলকাতা নয়। রামের ভক্তরা যেখানে থাকে সেখানেই রামচরিত মানস পাঠ হয়। এত ভগবান নাম করেও আমাদের অসাধুতার পরিবর্তন হয় নি। এই কারণে অনৈতিক জীবনের মনোরোগীদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রবচন, ''তাঁর জন্য কাঁদতে হবে বাপু! ভেতরে অনুভব করতে হবে ভীষণ এক অভাব।'' ঈশ্বরের জন্য আকুল হয়ে কাঁদাটাই নিজের মানসিক বিকারের শান্তির প্রলেপ।

হৃদয়ের ভালোবাসার শতদল পদ্ম মায়ের পায়ে অর্পণ করেছিলেন বলে দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী জেগেছিল। মা ছাড়া তিনি কিছুই বোঝেন নি। তিনি যখন তার নির্বিকল্প সমাধিতে বিশ্ব সংসারে তাঁর অবস্থান দর্শন করলেন, তখন থেকে মন্দিরে আর যেতেন না। তুরীয়বাসের এই চরমতম পরমতম দর্শন লাভে তার বাহ্য জ্ঞান শূন্য হয়ে যেত। এই বৈরাগ্যই মানবতাবাদের মৌলিক ভাবনা। প্রেমের আবেশে ব্রহ্মার স্বরূপকে জেনে ছিলেন বলে তার কাছে জীব–জড় কোনটাই ভিন্ন নয়। নিয়তিবাদের নিয়মে শুধুমাত্র পরিবর্তন। তাই তাঁর কথামৃত ব্রহ্ম সত্য, জগৎ ও সত্য। জগতকে বাদ দিয়ে ব্রহ্ম দর্শন হয় না। ঊনিশ শতকে বিশ্ব বিজ্ঞানের এই 'ইতিকরণ' বার্তা বুধমণ্ডলীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সংস্কার আন্দোলনের অর্থ শুধু মাত্র শিক্ষিত মানুষের কাছে নিরাকার বা নিরীশ্বরবাদের উপাসনা নয়। সাধারণ মানুষের কাছে বৌদ্ধধর্মের মধ্যপন্থাও অনুসরণে পৌত্তলিকতাবাদের মধ্য দিয়ে ধর্মের সারৎসারকে তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণ মানুষের ভাষায় লোক শিক্ষার মধ্য দিয়ে ধর্মের ত্যাগ–প্রেম–ভক্তি ভাবের বিকাশ ঘটলে জাতির মুক্তি সম্ভব। যখন এই তিন সনাতন শক্তির সমন্বয় ঘটবে তখন মানুষের মান হুশ ফিরে পাবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি তার ১৭ জন যুবককে সন্ন্যাসের গেরুয়া বস্ত্র দিয়ে সংঘ জীবন গড়ে তোলার সংকল্প দীক্ষা দিয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব সারা বিশ্বে হিন্দুধর্মের মর্মবাণী ঈশ্বর এবং আধ্যাত্মিকতাবাদ মানব জীবনের পূর্ণতারবার্তা শুনিয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, 'He is the proof of the power behind us, and the future behind us." ভারত প্রেমিক রোঁমা রোল্যার মনে হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব ঈশ্বরের 'পূর্ণজন্ম'। তিনি নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন ঈশ্বরের সন্তান। অথচ পল্লির প্রান্তর থেকে উঠে আসা মানবশ্রেষ্ঠর মধ্যে কোনও অহংকার ছিল না, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ছিল জীবনে প্রতি পলে প্রতি অণুক্ষণে। এই বিশ্বাস নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অতি জাগতিক যুক্তিবোধের উপলব্ধি। কিন্তু বিশ্বাসের নাম করে মানুষের কাছে ধর্মের ভেল্কি খেলা শঠতাকে প্রশ্রয় দেন নি। রাণী রাসমণি দাসীর জামাই মথুরমোহন বিশ্বাসকে লাল জবা গাছে সাদা জবা ফুল ফুটে থাকার হঠযোগ দেখিয়েও তিনি আফশোস করেছিলেন। পাছে অহংকার জন্মায়। মানুষ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ভুলে ধর্মের প্রহেলিকায় বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। কেশবচন্দ্র সেনের অসুস্থতার সংবাদে তিনি বিচলিত হয়েছিলেন, মা কালীর কাছে ডাব–সন্দেশ মানত করেছিলেন। তাঁর স্নেহের নরেনের আর্থিক দুঃখ কষ্ট নিবারণের জন্য প্রার্থনা করতেন। হঠযোগে তাঁর বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেওয়া অথবা হাতে তাবিজ গ্রহ রত্নের আংটির বিধান দেন নি। তিনি জানতেন ধর্মের নামে এই নকশা মানুষকে দুর্বল করে। ভয়হীন ভক্তি প্রেমের সাহসে ঈশ্বরের কৃপা পাওয়া যায়। জীবন–বৃত্তের যুদ্ধে ঈশ্বর–আল্লা–যিশু–কালী, যে যেভাবেই যেপথে তার স্মরণ–মননে তিনি সারথি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই অবতার শ্রেষ্ঠ পুরুষ। প্রাণের প্রদীপের আলো।

> তাঁর আটপৌঢ়ে ধুতি পরিহিত, দুই হাতের দশ আঙুল সন্নিবিষ্ট হাঁটু মুড়ে বসে থাকা অবয়ব, বিশ্বায়নের যুগে বাংলার পর্ণ কুটির পেরিয়ে বিশ্ব পল্লির মন্দিরে পূজিত হয়। বলা যেতে পারে ভারতে আধ্যাত্মিক আনন্দ ও শান্তিময় জীবনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যাডর। মায়ের কাছে কানমলা খাওয়া স্নেহের গদাই–এর পেটেন্ট নেবার জন্য আমেরিকা, রাশিয়া, চিনসহ বিশ্বের দেশ নেতারা মঠ মিশনে আসেন। অবশ্য গদাইবাবু বলে তাকে বিদেশের লোকেরা চেনেন না। তাঁর পরিচয় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব। রাজহংসের মতন দুধ খেয়ে সংসারের জলকে ত্যাগ করতে পেরেছিলেন বলে তিনি পরমহংস।

শিক্ষিত মাতব্বরদের উন্নাসিকতার গপ্পো

শঙ্করকুমার প্রামানিক

২০১৫ সাল। ফেব্রুয়ারি মাস। শীত সবে বিদায় নিয়েছে। মনস্থির করলাম কুমিরমারি দ্বীপে যাব। যদিও সুন্দরবনের হিতৈষীরা আমাকে বারে বারে পরামর্শ দিয়েছেন, আমাদের এখানে এলে শীতের সময় আসবেন। আমি শীতের সময়েই যাই। এবারে সময় করে উঠতে পারিনি। তাই শীতের বিদায়ের পরেই এসেছি। কুমিরমারীতে এই প্রথম নয়। এর আগেও এসেছি। তখন উঠেছিলাম মুন্ডা পাড়ায়। নির্মল মুন্ডার বাড়ি। কোরানখালি নদীর বাঁধ ছুঁয়ে নির্মলবাবুর বাড়ি। নদীর অপর পারে মরিচঝাঁপি জঙ্গল। নির্মলবাবুর মায়ের এবং স্ত্রীর আতিথেয়তা মনে আছে। এবারে উঠেছি ক্ষিতীশ ভাঙ্গীর বাড়ি। ঘোষপাড়ায়। ফেরিঘাট থেকে এক কিলোমিটার পথ হবে। ক্ষিতীশবাবু কাঁকড়ার স্থানীয় আড়তদার। ফেরিঘাটের কাছে তাঁর আড়ত। কুমিরমারী দ্বীপের কাঁকড়ামারারাদের কাছ থেকে কাঁকড়া কিনে নিয়ে ভটভটিতে করে ন্যাজাটে নিয়ে যান। সেখানকার বড়ো আড়তদার সুকুমার মাহতোর কাছে বিক্রি করেন। আনেক দূর পথ। ভটভটিতে গেলেও পৌঁছতে ছয় থেকে সাড়ে ছয় ঘণ্টা সময় লাগে। এবারে এসেছি মৌলেদের সম্পর্কে খোঁজ খবর করতে। যাঁরা মৌলে তাঁরাই কাঁকড়াশিকারি। সুন্দরবনে মাছ–কাঁকড়া ধরা তিন মাস বন্ধ থাকে। সেই তিন মাস হল এপ্রিল, মে ও জুন (১৫ই চৈত্র থেকে ১৫ই আষাঢ়)।এই সময়টা মধুর মরশুম। বনদপ্তর পাশ ইস্যু করে মাত্র এক মাসের জন্য। কাজেই যাঁরা কাঁকড়া ধরতে যান, তাঁদের মধু ভাঙতে যাওয়ায় কোনও অসুবিধে নেই। কুমিরমারী দ্বীপের যতজন মৌলের

সুন্দরবনের ডায়েরি

সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁরা সকলেই কাঁকড়াও ধরেন। হাটবারের দিন বিকেল বেলায় অনেক মৌলের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা শুনছিলাম। তাঁদের সহযোগিতায় কুমিরমারীর দ্বীপের মৌলেদের নামের তালিকা এবং বাঘের আক্রমণে মৃত ব্যক্তিদের নামের তালিকা প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমি ক্ষিতীশবাবুর কাছে কয়েকটা নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম।

পরেরদিন সন্ধেবেলা ক্ষিতীশবাবু আমাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন। মাঠের মধ্যে দিয়ে সরু রাস্তা ধরে হাঁটছি। একটু ভয় ভয় করছে। সাপ খোপের ভয়। যদিও আমার কাছে একটা ছোটো টর্চ আছে। দেখতে দেখতে আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেছি। জেনারেটারের আলো জ্বলছে। মাইকে গান হচ্ছে। বনবিবির উদ্দশ্যে। বনবিবির থানটা পুকুর পাড়ে। ধান জমির লাগোয়া। ধান উঠে যাওয়ার পর এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে। মাঠেতে উনুন তৈরি করে দু'টো বড়ো বড়ো কড়াইএ পায়েস রান্না হচ্ছে। শ'দেড়েক লোক জড়ো হয়েছে। পুরুষ, মহিলা ও শিশু সবাই আছে। ক্ষিতীশবাবু বললেন,

--আজকের বোধহয় ওদের পাওয়া যাবে না। ওরা এখানে কোথাও ঘোরাঘুরি করছে।

--তা হোক। যাকে খুঁজছিলাম তাকে না পাই, কাউকে না কাউকে তো পাব।

সবাইয়ের কাছে জানার আছে। কিছু না কিছু তথ্য পাওয়া যাবে। সবই কাজে লাগবে।

--ঠিক আছে। কারোকে পেলে, যারা বাঘের আক্রমণে নিহতদের খবর রাখে, আপনাকে জানাব। তাতেই হবে।

--কিন্তু এ আলোতে তো দেখতে পাবেন না।

--গল্পটা মনে রাখব । আর টর্চ মেরে নামটা খালি লিখে নেব।

বলতে বলতে একজনের সন্ধান পাওয়া গেল। সত্তরের কাছাকছি বয়স।

সারা জীবন মাছ–কাঁকড়া ধরেছেন, মধু ভেঙেছেন। বয়সের কারণে, কয়েক বছর হল যাচ্ছেন না। মধু ভাঙতে গিয়ে একটা বাড়ির তিন জনই বাঘের আক্রমণে নিহত হয়েছেন। তবে একসঙ্গে নয়। বাড়ি : দক্ষিণ কুমিরমারী, থানা : গোসাবা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। নিহতদের নাম : হরিপদ মন্ডল (৬১) এবং তাঁর দুই ছেলে, পশুপতি মন্ডল (৩৮) ও সুধীর মন্ডল (৩১)।একই দিনে ঐ পাড়ারই এক মাষ্টারমশাই–এর সঙ্গে আলাপ করলাম। তিনি আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। জানালাম। তারপর আমি বললাম,

--কুমিরমারী তো খুব বড় গ্রাম, একটা গ্রামকে নিয়েই একটা পঞ্চায়েত। এর মধ্যে ক'টা পাড়া আছে, পাড়াগুলোর নাম কী?

মাষ্টারমশাই–এরউত্তর দেওয়ার আগেই, পাশের এক ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, ঘোষপাড়া, মাঝিপাড়া.......

মাষ্টারমশাই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,

--ওসব ঠিক নয়, ভোটার লিস্টে যে নামগুলো আছে, সেগুলোই নিতে হবে।

--ভোটার লিস্ট আমি সংগ্রহ করতে পারব। আপনি দয়া করে পাড়ার লোক

যে নামে পাড়াগুলোকে চিহ্নিত করে সেই নামগুলোকে বলুন।

--এতে তথ্য বিকৃত হবে। ভোটার লিস্টের নামের সঙ্গে মিলবে না।

--কেন এতে তথ্য বিকৃত হবে? ভোটার লিস্টের নাম তো নেবই, তার সঙ্গে এই দ্বীপের মানুষ পাড়াগুলোকে কী নাম দিয়েছেন, সেটাও লাগবে।

এতে মাষ্টারমশাই বারে বারে অহেতুক আপত্তি জানাচ্ছেন। বেগতিক দেখে বিতর্কে আর না গিয়ে নমস্কার জানিয়ে উঠে পড়লাম। সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের ইচ্ছা থাকলেও বলতে পারলেন না। ক্ষিতীশবাবুর সঙ্গে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। ক্ষিতীশবাবু বললেন, বেশিরভাগ নাম তিনি জানেন, কয়েকটা তাঁর অজানা। ভেবেছিলেন সেগুলো মাস্টারের কাছ থেকে জানা যাবে। সেটাতো হলোই না, বরং কিছুটা তিক্ততা সৃষ্টি হল।

আমি বললাম, না না এসব অভিজ্ঞতা আমার আছে। সব না হলেও যে নামগুলো ক্ষিতীশবাবু বলেছিলেন, সেগুলো হল : ঘোষপাড়া, মাঝিপাড়া, বিরাজপাড়া, বিশ্বাসপাড়া, গায়েনপাড়া, অফিসপাড়া, দক্ষিণপাড়া, পালামারিপাড়া, মিশনপাড়া, সরকারপাড়া, হাটখোলাপাড়া ইত্যাদি।

আমার দুর্ভাগ্য, আমি মাষ্টারমশাইকে বোঝাতে পারিনি, ঐ নামগুলো জানার প্রয়োজনীয়তা কতটা। আগামীদিনে ঐ নামগুলো, কুমিরমারী দ্বীপের ইতিহাসকে বহন করবে।

মাঙ্গলিকী

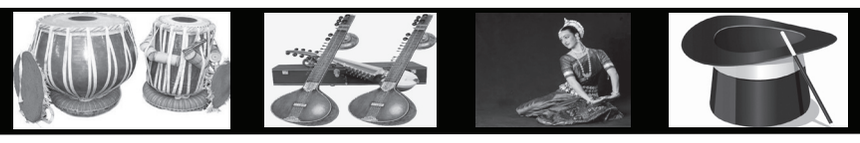

শেষ হল বাড়বেড়িয়া ব্রতচারী মেলা

জয়িতা বসু : ২ মার্চ বুধবার ঘড়ির কাটায় বিকেল ৪টে। সপ্তদশ বর্ষ ব্রতচারী মেলার ডাকে পড়ল কাঠি। ঢাক, ঢোল, মডেল, এনসিসি, ক্লাব ব্যান্ড সহযোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে মেলার প্রাক উদ্বোধনী পর্বের ঘটল সমাপন। সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক পুলক রায় মহাশয়। প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর তপন কর। উপস্থিত ছিলেন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সম্মাননীয় ব্যক্তিগণ।

বাড়বেড়িয়া ব্রতচারী ধামের পরিচালনায় বারবেড়িয়া হাসপাতাল মাঠে গত ২ থেকে ৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হল ব্রতচারী মেলা।

ব্রতচারী কথাটি শুনলে যে নামটি সর্বাগ্রে আমাদের মনে ভাসে তিনি হলেন গুরুসদয় দত্ত। যিনি বলেছিলেন, 'বিশ্ব মানব হবি যদি/শাশ্বত বাঙালি হ'। শাশ্বত বাঙালি হয়ে শৌর্যে-বীর্যে বিশ্বমানবের মর্যাদায় আসীন হলেও বাঙালিদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন গুরুসদয় দত্ত। লোক সংস্কৃতি, বিশেষত লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য চর্চার মাধ্যমে শরীর, মন ও আত্মাকে বিকশিত করে মানবসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে গুরুসদয় দত্ত 'বাংলা ব্রতচারী সমিতি' গঠন করেন। তিনি অনুভব করেছিলেন সোজা হয়ে দাঁড়াবার জন্য নিজের পা ছাড়া অন্য কোনও মাধ্যম উপযুক্ত হতে পারে না। দেশপ্রীতি, ভাষাপ্রীতি, সংযম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, আত্মনির্ভরতায় তিনি তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যা তাঁর ব্রতচারী আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি বিশ্বের দরবারে প্রস্ফুটিত করেছেন।

গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাড়বেড়িয়া ব্রতচারী ধামের অন্যতম সদস্য রণজিৎ পাল তাঁর কয়েকজন সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বাড়বেড়িয়া এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের মানুষদের এই ব্রতচারীর মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছেন এবং নিয়মিত অনুশীলনও করাচ্ছেন। সারা বছর ধরে ব্রতচারী নিয়ে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করার পাশাপাশি সতেরো বছর ধরে আয়োজন করে চলেছেন ব্রতচারী মেলাও।

সপ্তদশ বর্ষ বাড়বেড়িয়া ব্রতচারী মেলায় অঙ্কন, আবৃত্তি, নৃত্য, সঙ্গীত, ক্যুইজ, পিঠেপুলি পায়েসের প্রতিযোগিতার পাশাপাশি ছিল সান্ধ্যকালীন বিচিত্রানুষ্ঠানও। ছিল উলুবেড়িয়া মহকুমা সংস্কৃতি পরিষদের আয়োজনে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মী সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন জনাব সুলতান আহমেদ, সাংসদ ভারত সরকার এবং সংস্কৃতি পরিষদের সম্পাদক বঙ্কিম চক্রবর্তী।

মেলার শেষ দিনে মেলা আয়োজিত প্রতিযোগিতায় কৃতী প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। শেষ দিনে মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতি পরিষদের সহযোগিতায় পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্য এবং বাড়বেড়িয়া ব্রতচারী ধামের ব্রতচারী ও লোকনৃত্য পরিবেশন।

ব্রতচারী আন্দোলনের মাধ্যমে গুরুসদয় দত্ত সারা ভারতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, বাড়বেড়িয়া ব্রতচারী ধাম সেই আলোকেই ছড়িয়ে দিতে ব্রতী হয়েছে।

মনকে দিয়ে মগজ তৈরির সাধনা

মনস্তত্ত্ববিদ অরুণ অধিকারির মুখোমুখি

মানুষের জীবনের উপর মনের প্রভাব সম্পর্কে সম্প্রতি আলিপুর বার্তার প্রতিনিধিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মনস্তত্ত্ববিষয়ক অধ্যাপক অরুণ অধিকারী বলেন, 'আমাদের যত রোগ, তার মূল কারণ হল মন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু'ও স্বীকার করেছে, অন্তত নব্বই শতাংশ রোগের কারণ মন।' উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন, 'যেমন ভীতু লোকেদের পেটের রোগ হবেই। টিউমার, ক্যান্সার হয় অবদমিত রাগ থেকে। গায়ের ব্যাথা, মানেই মনের ব্যথা, শরীরে বসেছে। এগুলোকে বলে 'সাইকোসোমাটিক ডিসিজ।' অরুণবাবু একটি বেসরকারি কলেজে এমবিএ ছাত্রছাত্রীদের মনস্তত্ত্বনির্ভর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পড়ান। ইতিমধ্যে তাঁর ঝুলিতে যেসব ডিগ্রিগুলি আছে, সেগুলি হল, এমকম, এমবিএ (ফিন্যান্স), পিজিডিপিসি (পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং)। এছাড়াও অর্থনীতিতে মাস্টার ডিগ্রি করার প্রক্রিয়া চালাচ্ছেন। এরপরে আইন নিয়ে পড়ারও পরিকল্পনা আছে বলে জানালেন। তার লক্ষ্য, কর্পোরেট সাইকোলজিস্ট হওয়ার। পরবর্তী এর উপরেই ডক্টরেট করতে চান। অধ্যাপনার পাশাপাশি বর্তমানে গিরীন্দ্র শেখর ইনস্টিটিউট অফ সাইকোলজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার থেকে প্রকাশিত 'মনের কথা' পত্রিকায় নিয়মিত লিখছেন। এছাড়াও চাকরির কোচিং-এ পড়াচ্ছেন। অরুণবাবু বলেন 'আমরা চাই সাফল্য, সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি। এসব পাওয়ার জন্য বুদ্ধি, স্মৃতি, ব্যক্তিত্বের উন্নতি ঘটাতে হয়। চাকরির পড়া মানে তাই, এগুলির উন্নতির অনুশীলন।' তিনি আরও বলেন, 'যেমন, অঙ্ক বিশেষ করে পাটিগণিত যারা ভাল পারে তারা ঝামেলায় জড়ায় কম, বিপদে পড়ে কম, আয় করে বেশি, ব্যয় করে কম। এমনকি রোগেও ভোগে কম।' এবিষয়ে তিনি পথিক গুহ'র লেখার কথাও উল্লেখ করেন। এও বলেন, 'অঙ্ক আমাদের সেক্স সহ অন্যান্য উত্তেজক গ্রন্থিগুলোকে শান্ত রাখে। এছাড়াও অঙ্ক আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়গুলোকে এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করে। প্রায় এক অর্থে অঙ্ক মানে ধ্যান, অঙ্ক মানে টনিক।'

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে অরুণবাবু প্রতিবেদককে জানান, তার বাবা ছিলেন কট্টর কম্যুনিস্ট। কিন্তু মা ছিলেন ধর্মভীরু কিন্তু মায়ের কখনও বিরোধিতা করেননি তিনি। বরং যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, সৎ থাকার বৈজ্ঞানিক উপায়। অরুণবাবুর জন্ম উত্তর চব্বিশ পরগনার গাজনা গ্রামে ১৯৬৬ সালে। ১৯৭০ সালে উদ্বাস্তু হয়ে চলে যান পূর্বতন মধ্যপ্রদেশের 'মানা' ক্যাম্পে, যা বর্তমানে, ছত্তিশগড়। সেখান থেকে উড়িষ্যার কোরাপুটে, যা অধুনা মানমানগিরি জেলা। মরিচঝাঁপি মুভমেন্টে এসে আর ফিরে যাননি। এই আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা ছিলেন, তার বাবা প্রয়াত সন্তোষ অধিকারী।

প্রসঙ্গত জানান, ছাত্রছাত্রী পড়ানোর এই পেশায় আছেন প্রায় ২০ বছর। তিনি বলেন, 'এই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য মনকে কাজে লাগিয়ে মগজ তৈরির সাধনা, এই তত্ত্বকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া। রবীন্দ্র নামের সাহিত্য কিম্বা আইনস্টাইনের আবিষ্কার, এ সবই মনের ফসল। আমরা যা ভাবনাচিন্তা করি, তা আমাদের অনুভূতি দান করে। সেই অনুভূতি আমাদের দিয়ে যা করায়, আমরা তাই করতে বাধ্য হই। ইংরাজীতেযাকে বলে, থিংকিং, ফিলিং, অ্যাকশন।' সাক্ষাৎকার নিয়েছেন কল্যাণ রায়চৌধুরি

মহোৎসবে 'মাতোয়ারা' বীরভূম

অভীক মিত্র : ৭ দিন ধরে চলা মহোৎসব শেষ হয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি। শেষদিনে পুজোপাঠ, আরতির পর ২০ হাজারের বেশি ভক্তকে খিচুড়ি ভোগে আপ্যায়িত করা হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি রবিবার চিনপাই শ্রীভাগবত আশ্রমে হয়ে গেল মহোৎসব। পুজো অর্চনা, আরতির পর আগত ৫-৬ হাজার ভক্তকে খিচুড়ি ভোগ খাওয়ানো হয়। নানুরের বিশালক্ষ্মী মন্দিরে চলছে মহোৎসব ও ভক্ত সমাগম।

শ্যামপুকুর লাবণ্যর অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিবছরের মতো সম্প্রতি বাগবাজার ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রা মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল শ্যামপুকুর লাবণ্যর বার্ষিক অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা, ভাস্কর নিরঞ্জন প্রধান, পুর প্রতিনিধি বাপী ঘোষ, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ মল্লিনাথ মুখোপাধ্যায়, নেহেরু যুবকেন্দ্রের প্রধান শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জনা রায় বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবেদিতা স্কুলের শিক্ষিকা স্বরূপা বন্দ্যোপাধ্যায়, লাবণ্যর প্রধান মিঠু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমাজসেবী প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানে শুরুতে 'তিমির অবগুণ্ঠনে' রবীন্দ্রনৃত্যে অংশ নেয় অন্যিতা সাহা, প্রদীপ জ্বালিয়ে সকল অতিথিরা লাবণ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। একটি স্মারক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।

ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদিকা মিঠু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় কবিতা কোলাজ ও নৃত্যানুষ্ঠানটি সকলের ভাল লাগে। সঙ্গীত শিল্পী সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় ভাল লাগে তুমি রবে নীরবে, চরণও ধরিতে দিওগো, বুকের ভেতর পরশ পাথর প্রমুখ গান।

সবশেষে ছিল অন্তর্মুখ প্রযোজিত নাটক 'জোলা আর সাতভূত' খুব মজার নাটক। সকলের নজর কাড়ে এই থিয়েটারটি, নির্দেশনা ও অভিনয়ে ছিলেন সৌমিত্র বসু। সব মিলিয়ে শ্যামপুকুর লাবণ্যর অনুষ্ঠানটি সকল দর্শকের কাছে আলাদা মাত্রা পায়।

পত্র-পত্রিকার আলোচনা

নব আলোকে নিবেদিতা

(গ্রন্থ রচয়িতা-পার্থসারথি গায়েন- দাম ১২০ টাকা/প্রকাশক – সৌরজিত দাস, সেরা সাহিত্য প্রকাশনী) – ভগিনী নিবেদিতার যথোপযুক্ত মূল্যায়নের পক্ষে গ্রন্থটি একটি প্রয়োজনীয় সংযোজন। নিবেদিতার শৈশবকাল থেকে ক্রম-উত্তরণ পর্বে পর্বে বিধৃত করেছেন লেখক। অনেকটা কাহিনী-নির্ভর উপন্যাসের মতই, সেখানে প্রায়শই আবেগ এসে পাঠকের কণ্ঠরোধ করে। লেখকের মসৃণ ভাষা পাঠকদের টেনে রাখে, এটি যে কোনও লেখকের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক। দার্জিলিং-এর শৈলাবাসে নিবেদিতার জীবনাবসানের কথাও মরমী ভাষায় বর্ণনা করেছেন লেখক। নিবেদিতার জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে ইতিপূর্বে একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবু এই তেজস্বিনী রমণীর ব্যক্তিত্বের বেশ কিছু দিক এখনও অনালোকিত কিংবা বলা যেতে পারে অনালোচিত রয়ে গিয়েছে। আশা করা গিয়েছিল, পাঠকদের সেই প্রত্যাশা কিছুটা পূরণ হবে কিন্তু লেখক সেই পথে এগোন নি। প্রচলিত অন্ধ-বিশ্বাস ভেঙে এদেশে নারী-শিক্ষার প্রচলনের জন্য অদম্য লড়াই-এর কথা, বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগের কথা, অন্তরে স্বাধীনতাকামী এই নারীর সেদিনের স্বাধীনতার যোদ্ধাদের পরোক্ষে মদত দেওয়ার কথা, আরও বেশি করে প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ ছিল। নব আলোকের প্রক্ষেপণে গ্রন্থটির নামকরণ হয়তো আরও কিছুটা সার্থকতা পেত। তবে কিনা পিপাসু পাঠকদের বাড়তি প্রত্যাশা চিরকালের। ছাপা ও বাঁধাই-এর কাজে আরও পরিমার্জনার অবকাশ ছিল। প্রচ্ছদ সুন্দর, যথাযথ। বইটিতে প্রকাশকের ঠিকানা নেই। কারণটা বোঝা গেল না।

বাঙলার দুই পার

(অতুল কর্মকার-এর উপন্যাস, আকিঞ্চন প্রকাশনা, জজবাগান, হরিদেবপুর, কলকাতা-৭০০ ০৮২, মূল্য-১০০ টাকা) গত শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে অবিভক্ত বাংলার পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাস। সেই সময়ের আপাত সুখের জীবন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশভাগের অশনি সংকেত এবং দেশভাগের পরে নাচার মানুষের ভিটেমাটি ছেড়ে পথে নামার কথা পাতায় পাতায় উঠে এসেছে, সোজা কথায়। শেষ পর্বে মলয়ের অবধারিত মৃত্যু আমাদের আবারও গ্লানি-বিদ্ধ করে। কাহিনীটি আগাগোড়া একই বাঁধুনি-তে ধরে রেখেছেন লেখক। তবে কয়েকটি প্রশ্ন উঠে আসে- বামপন্থী আন্দোলনে এপার বাংলার মানুষের কোনও ভূমিকা ছিল না। বামপন্থী থেকে অতি বামপন্থায় সরে যাওয়ার কারণটি আরও কিছু বিশ্লেষণের দাবি করে। তবু সব মিলিয়ে লেখকের প্রয়াসটি সাহসী। ছাপা ঝকঝকে, সুন্দর তবে প্রচ্ছদে আরও একটু চিন্তাভাবনার সুযোগ ছিল।

– গ্রন্থকীট

অনুষ্ঠিত হল গোবরডাঙা রূপান্তর নাট্যোৎসব

ইন্দ্রজিৎ আইচ : সম্প্রতি গোবরডাঙা আনন্দ সম্মিলন ময়দানে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হল গোবরডাঙা রূপান্তর নাট্যোৎসব ২০১৬। এই দলের বয়স ৪৩ বছরের। উদ্বোধনী সন্ধ্যায় হাজির ছিলেন গোবরডাঙা পুর নিগমের সুভাষ দত্ত, তুষার ঘোষ। প্রথমদিন রূপান্তর নাট্য সম্মান প্রদান করা অধ্যাপক উমেশচন্দ্র অধিকারী, সাংবাদিক ইন্দ্রজিৎ আইচ, অশোক পাল, মলয় দত্ত, প্রদীপ রক্ষিত ও সাত্যকী হালদারকে। প্রথমদিন শ্যামল দত্তর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় রূপান্তরের নাটক 'লাশকাটা ঘর'। ছিল ইমন মাইম সেন্টারের মুকাভিনয়।

দ্বিতীয় দিন মঞ্চস্থ হয় রূপান্তরের প্রতাপ সেনের পরিচালনায় গন্ডি। আবহমান হালিশহর প্রযোজিত নাটক অন্ধ খোঁড়ার গল্প, নাটক তীর্থঙ্কর চন্দ্র। শেষে ছিল রূপান্তর প্রযোজিত 'জার্মানের মা'। গল্প আলিম ঘরাই, নির্দেশনা- অভীক দাঁ।

তৃতীয় দিন শান্তিপুর সাংস্কৃতিক প্রযোজিত ও কৌশিক চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত জতুগৃহ মঞ্চস্থ হয়। এবং পরে কৌশিক চট্টোপাধ্যায় এর হাতে হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি সম্মান প্রদান করেন সাংবাদিক রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়। ছিল রূপান্তর এর নাটক বিভুঁই। নাটক ও নির্দেশনা আশিস পাল।

গোবরডাঙা রূপান্তর এই উৎসব উপলক্ষে তিন দিনের অনু নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সেখানে ১৫টি দল অংশ নেয়। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় নির্দেশক নির্বাচিত হন নাট্যাংশের 'টিনের তলোয়ার'-এর অনির্বাণ সরকার, আদাব মোরোব্বার অনির্বান সরকার এবং তিতলি নাটকের পরিচালক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রীর সম্মান পেলেন সুপ্রিয় চক্রবর্তী ও মধুরিমা গোস্বামী। এনাদের হাতে রূপান্তরের পক্ষ থেকে সাম্মানিক অর্থমূল্য ও স্মারক তুলে দেন মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল দত্ত, সুভাষ দত্ত, শংকর দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। সব মিলিয়ে সাড়ম্বরে উদযাপিত হল গোবরডাঙা রূপান্তর নাট্যোৎসব ২০১৬।

''আত্মরতি'' এক জটিল মনোবিকারের আত্মকাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফুলেশ্বর উদ্দীপন প্রযোজনায় নাটক ''আত্মরতি'' সম্প্রতি মঞ্চস্থ হল তপন থিয়েটারে। নাটকের সংক্ষিপ্তসার হল সুপর্ণবাবু যৌবন বয়স থেকেই জীবন যুদ্ধে বারে বারে পর্যুদস্ত, অপমানিত ভিআরএস পাওয়া বেকার মধ্য বয়স, ঈষৎ মনোরোগাক্রান্ত সুপর্ণ নিজের অপটু হাতে তৈরি পুতুলের সঙ্গে সতত আপন মনে কথা বলে। সে মনে করে নিজের দ্বিতীয় সত্তা। যৌবনে প্রেম অসফল, ভাল কোয়ালিফিকেশন অর্জন ও কেরিয়ার গঠনে ব্যর্থ এবং আত্মবিক্রম করে চাকরি দাতার ভাগ্নীকে বিয়ে করা সুপর্ণ ভোগে আত্মগ্লানিতে। সুপর্ণবাবুর মনোবিকারে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত স্ত্রী বর্ণা ছেলের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার খরচ যোগাড় করতে শাড়ির ব্যবসা শুরু করে। একদিন হঠাৎ তাদের সংসারে এসে পড়ে বৃদ্ধ এক আগন্তুক ও শ্যালিকা ঝর্ণা। সুপর্ণ নিজের অতীত জীবনের ব্যর্থতা ঝর্ণার সামনে বলে ফেলে। এবং মদ্যপান করে সুপর্ণ মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে। এখানেই নাটকের যবনিকা নেমে আসে। এক ঘন্টার এই আত্মরতি নাটকটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক নাটক। সুপর্ণর ও বর্ণা-ঝর্ণার ভূমিকায় চন্দন সাহা, সুরঞ্জনা চক্রবর্তী, আরমিনা খাতুন ভাল করেছে। আগন্তুক চরিত্রে অনুপ চক্রবর্তীর অভিনয় যথাযথ। এছাড়া গোবিন্দ প্রামাণিক, অনুভব সাহা, ইন্দুশেখর রায় এর অভিনয় মন্দ নয়। তাপস কয়ালের আবহ, শান্তনু পন্ডিতের আলো মঞ্চ এবং শ্যামল দলুই-এর রূপসজ্জা মন্দ নয়। সব মিলিয়ে আত্মরতি সকলের দেখার মতন প্রযোজনা।

বাণীপুরে 'জীবনঢুলি' চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

অরিন্দম রায়চৌধুরী

গত ৪ মার্চ বাণীপুর আর্ট সোসাইটি অ্যান্ড ইনস্টিটিউট অব কালচার প্রাঙ্গনে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হল বাংলাদেশের অন্য ধারার সিনেমা বিষয়কগ্রন্থ লেখক সুশীল সাহার 'অন্য সিনেমা'। সিনেমাটির চিত্র পরিচালক তনভীর মোকাম্মেল পরিচালিত 'জীবনঢুলি' ছায়াছবির নামে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং প্রদর্শিত হয়। এই ছায়াছবিটি প্রদর্শনের আগে সঞ্চালক শান্তনু দত্ত চৌধুরী বাংলাদেশ থেকে আগত এই দুই ব্যক্তির সাথে উপস্থিত দর্শক ও গুণীজনদের পরিচয় করিয়ে দেন। লেখক সুশীল সাহা বলেন, 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্রের ৬০ বছর পূর্তি'। স্বাধীনতার পর কোনও প্রেক্ষাপট ছিল না। ৪৭-এর দেশভাগের পর বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। বিশেষ করে ৫৬ সালে এর প্রত্যক্ষ সূচনা। কোনও পরিকাঠামো নেই। কলকাতায় 'পথের পাঁচালি' যে দিশা দেখিয়েছিল, তা সম্ভব ছিল না। ৬০ এর দশকে প্রচুর ছবি হয়েছে। প্রচুর উর্দু ছবি হয় বাজার ধরার জন্যে। ৭১-এর পর বুঝতে হবে নাটকে, সাহিত্যে যে অগ্রগতি সেই তুলনায় ছবি উল্টো ধারায় চলতে শুরু হয়। জীবন বিমুখ। দর্শক টানার জন্যে পয়সা অর্জনের জন্যে। কিন্তু ছবি আর থাকলো না।' আগামী বছরে তনভীর ৬৩ বছর পূর্ণ করবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছেন। ৭১ সালে প্রথম ছবি 'ক্যারিয়ার' রিলিজ হয় কবিতার উপর। ১৯৯১ তে 'রক্তকাহিনী'। এরপর 'মধুমতী' কাহিনী চিত্র সাড়া ফেলে। লালনের উপর ১৯৯৬তে 'অচিন পাখির সন্ধানে', 'লালসালু', 'কর্ণফুলির কান্না' ২০০৮ 'রাবেয়া' শেষ ছবি ২০১৩ বর্তমান 'জীবনঢুলি'।

এছাড়া লেখালেখিতেও অনেক বই বেরিয়েছে তনভীরের। গবেষণা ধর্মী বই, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ সংকলন ইত্যাদির সংঘাতও কম নয়। ম্যাক্সিম গোর্কি, চার্লি চ্যাপলিন ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগামী ছবি 'সীমান্ত রেখা'র কাজ চলছে।

পরিচালক তনভীর বলেন 'শান্তনুবাবুর সঙ্গে ৩৫ বছর ধরে যোগাযোগ। দেশ কোনও রাষ্ট্রের নাম নয়। গ্রাম, গাছপালা ইত্যাদি সবটাই নিয়ে দেশ। নিজের স্বদেশে বাস করতে পারাটাই মানুষের ধর্ম। 'জীবনঢুলি' একজন ঢাকির জীবন নিয়ে কাহিনী। বাংলাদেশে সব শ্রেণির মানুষ বিপন্ন ছিল। সবচেয়ে বেশি বিপন্ন ছিল হিন্দু শ্রেণি। দরিদ্র হিন্দুদের সেই প্রেক্ষাপট নিয়েই এই ছবি। বড় চরিত্র এখানে জীবনকৃষ্ণ দাসকে নিয়ে। মাত্র ৩০ লক্ষ জনপদ নিয়ে ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়। স্বাধীনতা, গণহত্যা নিয়েই ছবি, এই ছবির বিচারক আপনারা। আমি শুধু স্বাধীনতার মর্যাদা দিতে চেষ্টা করেছি।

এরপর 'জীবনঢুলি' ছায়াছবিটি প্রদর্শিত হল ১ ঘন্টা ৫০ মিনিট। ঘরে তখন পিন পড়ার শব্দটুকুও নেই' নীরবতা পালন।

পরিশেষে ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। তনভীরকে প্রশ্ন করা হয়, বাংলাদেশে তো এখনও মৌলবাদী রয়েছে। সেখানে কীভাবে মানুষ এই ছবি গ্রহণ করছে বা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে?

উত্তরে তনভীরবাবু বলেন, 'সত্যকে কখনও অস্বীকার করা যায় না। আমি সত্যকে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। এতে আমার প্রাণ গেলেও সত্যকে ত্যাগ করতে পারব না।'

সকলের অনুরোধে এই ছায়াছবিটি আবার প্রদর্শিত হবে বলে অঙ্গীকার করেন তনভীরবাবু। সেটি যাতে ব্যাপক মানুষের কাছে পৌঁছায় তার জন্য কর্তৃপক্ষও ব্যবস্থা করেন বলে জানান। ছিলেন সাহিত্যিক অরবিন্দ দাস, কবি বিপ্লব চন্দ, মৃণালকান্তি সরকার, শুভাশিস চক্রবর্তী, সভাপতি অধ্যাপক ভগবান দাস গঙ্গোপাধ্যায়, কবি বাসুদেব মুখোপাধ্যায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বইটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত হলে পুরস্কৃত হবে বলে সকলে অভিমত ব্যক্ত করেন। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন সময় সমাজে নানা আঙ্গিক তুলে ধরা হয়। তাতে খারাপ এবং ভালো দুটি দিকই সামনে আসে। এর মধ্যে খারাপ দিকটা নেতিবাচক ভেবে তার প্রতি উগ্র মনোভাব নেওয়া কখনই সুস্থ সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে না। এদিকে আলোকপাত করা বিশেষ প্রয়োজন।

ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্ধন স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ১৭ই এপ্রিল বাংলা আকাদেমির জীবনানন্দ সভাগৃহে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক শাশ্বত ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্ধনের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠান কাঁটায় কাঁটায় বিকাল ৫টায় শুরু হবে। প্রথম পর্বে থাকবে প্রয়াতের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পুষ্পার্ঘ্য প্রদান, স্মৃতিচারণ (ভাষণে, কবিতায়, গানে)। যথারীতি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হবে জাদুর মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদনে (শাশ্বত ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্ধন ছিলেন জাদু সম্রাট পিসি সরকার সিনিয়রের ইন্দ্রজাল জাদু প্রদর্শনীর বিশেষ অনুরাগী)। দ্বিতীয় পর্বে থাকবে 'ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্ধন স্মারক সম্মান' প্রদান সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্টজনদের (এঁদের মধ্যে আছেন আলিপুর বার্তার সাংবাদিক, বাংলার লোকসংস্কৃতি সমৃদ্ধ কাহিনী লেখক, গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়ামের অ্যাসিস্ট্যান্ট কিউরেটর ডঃ দীপক কুমার বড় পন্ডা)। তৃতীয় পর্বে থাকবে সাহিত্য সংস্কৃতির অনুষ্ঠান। এবারের অনুষ্ঠানের সাথেও যুক্ত রয়েছেন মহিষাদল থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক সংবাদ সাহিত্য পত্রিকা 'শিল্প মনন'-এর লেখক গোষ্ঠী, নেতৃত্বে পত্রিকার সম্পাদক কবি স্বর্ণেন্দু শেখর দাস। পত্রিকার তরফে সুসাহিত্যিক সুকুমার মন্ডলকে (তারুণ্য পত্রিকার সম্পাদক) স্মারক সম্মান প্রদান করা হবে। ১৭ই এপ্রিল সমগ্র অনুষ্ঠানের আয়োজক হলেন 'জন সমুদ্র পত্রিকা' গোষ্ঠী ও 'ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্ধন স্মৃতি রক্ষা কমিটি'। সহযোগিতায় 'শিল্প মনন', 'শব্দের ঝংকার', 'মন ক্যামেরা' প্রভৃতি পত্রিকা গোষ্ঠী। সর্বোপরি অনুষ্ঠানের নির্দেশনায় থাকবেন বাংলা লিটল ম্যাগাজিন জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তি ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। (মাঙ্গলিকীর উপদেষ্টা)।

অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণই আমন্ত্রণমূলক। যোগাযোগ : ৯৪৩৩১৩৫৫৬৫।

মেদিনীপুরের ''বাঙালীর মন'' পত্রিকার অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫ ফেব্রুয়ারি মেদিনীপুর শহর থেকে প্রকাশিত গীতা সরকার সম্পাদিত ''বাঙালীর মন'' পত্রিকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় কলকাতার পার্ক সার্কাসে অবস্থিত ''সূর্যশিখা'' ভবনের দ্বিতলে। অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকেল ৫.৩০ মিনিটে। স্বাগত ভাষণ দেন সম্পাদিকা গীতা সরকার। সভাপতিত্ব করেন ''মাঙ্গলিকী''র প্রধান উপদেষ্টা তথা ''জনসমুদ্র'' পত্রিকার সম্পাদক ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন। প্রধান অতিথি ছিলেন পুরুলিয়ার নবীন সাহিত্যিক সুজয় বসু। অনুষ্ঠান শুরু হয় মেদিনীপুরের প্রিয়াঙ্কা সেন সরকারের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে। ''বাঙালীর মন'' পত্রিকার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে বক্তব্য রাখেন ডাঃ গায়ত্রী রায়, অভিষেক সেন, দিলীপ রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে আমেরিকার ''আটলান্টা বেঙ্গলিজ ক্লাব'' এর সদস্যা অনুস্মিতা সুর দূরভাষে সুন্দর বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়া হুগলির ''মনক্যামেরা'' পত্রিকার সম্পাদিকা ডাঃ রূপালী বিশ্বাস, সাহিত্যিক প্রসেনজিত ভট্টাচার্য এবং সুমনজিতা বসু দূরভাষে ''বাঙালীর মন''এর কলকাতার অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন এবং ইংরাজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান।

টি-২০ বিশ্বকাপে ফেভারিট ভারতই

কমল নস্কর

এশিয়া কাপে হট ফেভারিট হিসেবেই শুরু করেছিল ভারত। আর সেই মর্যাদা রেখে যথারীতি বাংলাদেশকে উড়িয়ে দিয়ে এশিয়া কাপ জিতে নিল টিম ইন্ডিয়া। ম্যাচের চরম মুহূর্তে যেভাবে বাংলাদেশী বোলিংকে চুরমার করে দিলেন ক্যাপ্টেন কুল মহেন্দ্র সিং ধোনি তাতে ফের ভারত অধিনায়ক ফিরে পেয়েছেন তার ফিনিশার তকমা। যদিও কিছু কিছু প্রাক্তনীর

মতে ভারতীয় দলের আসন ফিনিশার হলেন বিরাট কোহলি। এদের মধ্যে গৌতম গম্ভীরের মতো নামও রয়েছে। অবশ্য এই অংশের প্রতিক্রিয়ায় ধোনির প্রতি ঈর্ষার প্রকাশ পেয়েছে বলে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে।

ফিনিশার কে সেই প্রশ্ন চিহ্ন দূরে সরিয়ে আপাতত ভারতীয় দল এশিয়া কাপ জয়ের আনন্দে মেতে উঠতেই ব্যস্ত। এই মুহূর্তে ভারতীয় দল এতটাই ভালো ফর্মে রয়েছে যে আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপেও তারা ফেভারিট হয়েই শুরু করছে। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে যেভাবে প্রথমে ওয়ানডে সিরিজ, এবং পরে টি-২০ সিরিজে জয় ছিনিয়ে এনেছে ভারত তাতে এই দলের ওপর বাজি তো চোখ বুজে রাখা যায়। এখানে আরেকটা জিনিস ভাবতে হবে নিশ্চিতভাবে। সেটি হল ক্রিকেটের অনিশ্চয়তার কথা সর্বাগ্রে মাথায় রাখতে হবে। কারণ এই ক্রিকেট ঝিঁঝিপোকা না হলেও খুব অদ্ভুত ধরণের খেলা। প্রায়শই এখানে দেখা যায় চ্যাম্পিয়ন টিম শিরোপা জিততে পারল না। কোনও আনকোরা টিম হিরো হয়ে বেরিয়ে গেল। ক্রিকেট দুনিয়ার দুটি পর্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা অস্ট্রেলিয়া রাজত্ব করলেও মাঝেমেধ্যেই ভাগ বসিয়েছে ভারত-পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার মতো দল। ফলে এই দিকে নজর দিতেই হবে ভারতকে।

যতই সেরার আখ্যা নিয়ে টি-২০ বিশ্বকাপ শুরু করুক না কেন তারা। তাই এই ল্য অফ অ্যাভারেজের ব্যাপারটা দারুণভাবে মাথায় রাখতে হবে ভারতীয় দলকে। ধোনি, কোহলিদের আপাতত এই দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। তাই পুরনো সব জয়ের কথা শিকেয় তুলে লেগে পড়তে হবে টি-২০ বিশ্বকাপে জয়ী হতে। সামনেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি ভারত। যে ম্যাচটি আবার পড়েছে দেশের ক্রিকেট মক্কা হিসেবে পরিচিত ইডেন গার্ডেন্সে। এখন ক্যারিবিয়ানদের সেই শক্তি নেই যে বড়সড় কোনও বিপদ বা অঘটন ঘটিয়ে দেবে। তাও সাবধান থাকতে হবে ধোনি ব্রিগেডকে। কারণ আগে এরকম অনেক টুর্নামেন্টে প্রথম ম্যাচে হেরে গাড্ডায় পড়তে দেখা গিয়েছে চ্যাম্পিয়ন দলকে।

ভারত কখনই চাইবে না পচা শামুকে পা কাটুক তাদের। আত্মতুষ্টিই এখন কাল হতে পারে ধোনির দলের কাছে। এখনও পর্যন্ত সেভাবে আত্মতুষ্টির বহিপ্রকাশ ঘটেনি ভারতীয় শিবিরে। কিন্তু কোন ফাঁক গলে সেই কালনাগিন ঢুকে পড়ে তাই বা কে জানে।

এমনিতে ভারতীয় দল এখন এতটাই শক্তিশালী যে তাদের ডরায় না এমন কেউ নেই ভূ-বিশ্বে। ওপেনিংয়ে শিখর ধাওয়ান তো ভালো খেলছেনই পাশে রোহিত শর্মা যেন নিজেকে অন্য মাত্রায় তুলে ধরছেন প্রতিনিয়ত। অজিদের মাটিতে রোহিতের যে ব্যাটিং ধামাকা দেখা গিয়েছে তা অব্যাহত থাকলে অনেকটাই অ্যাডভান্টেজ পেতে চলেছে ভারত। রোহিতের সঙ্গে এই দলে আর যে পাল্লা দিচ্ছে সে হল অতি অবশ্যই বিরাট কোহলি। ভারতীয় দলের এই জাদেজারা। সর্বোপরি অধিনায়ক ধোনির বুমবুম ফর্ম পুরো দলকে তাতিয়ে তুলেছে।

এই ভারতীয় দলের আরও একটি বড় বৈশিষ্ট হল অভিজ্ঞতা এবং তারুণ্যের সংমিশ্রণ। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে টিম ইন্ডিয়া যখন ২০০৩ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল তখন সেই দলের স্তম্ভ যুবরাজ, হরভজন,নেহরারা এই টিমেরও সম্পদ। তাছাড়া ধোনি, বিরাট, রায়না, রোহিত, শিখরদের অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট। এর সঙ্গে মানানসই দলের তরুণ ব্রিগেডও। ফলে আশা করা যেতেই পারে আরও একটা বিশ্বকাপ আসছে ভারতের ঝুলিতে।

জমজমাট ভেটারেন্স ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওরা সকলে ভেটারেন্স ফুটবলার। তাদের নিয়ে বৈদ্যবাটি অনুর্দ্ধ চল্লিশোর্ধ প্রবীনদের পরিচালনায় ফুটবল ফাইনাল গত ৬ মার্চ বৈদ্যবাটী বান্ধব সমিতির মাঠে হয়ে গেল। এতে ১২টি দল অংশগ্রহণ করে। শুরু হয়েছিল ৭ মার্চ। ফাইনালে বৈদ্যবাটি অনুর্দ্ধ ৪০ ফুটবল দল ট্রাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে হাওড়া ভেটারেন্সকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। এই খেলায় ময়দানের তিন প্রধানের প্রাক্তন ফুটবল তারকাদের খেলতে দেখা যায়। ফাইনালকে কেন্দ্র করে হাজির ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার সুদীপ চক্রবর্তী, অলোক মজুমদার, সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগঠনের সভাপতি সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অনেকে। ফাইনালে সেরা গোলকিপার হন বৈদ্যবাটির বিনোদ মালিক। টপ স্কোরার হাওড়ার স্টাইকার অমর গঙ্গোপাধ্যায় যিনি একসময় মোহনবাগানে খেলতেন। বৈদ্যবাটির সুমন্ত মুখোপাধ্যায় ম্যান অফ দি টুর্নামেন্ট হন। ম্যান অব দি সিরিজ তাপস পাত্র। এদিন পুরস্কারে ছড়াছড়ি ছিল। চ্যাম্পিয়ন

দল বৈদ্যবাটিকে সুদৃশ্য ট্রফি সহ নগদ দশ হাজার টাকা এবং রানার্স হাওড়াকে ট্রফি সহ সাত হাজার টাকা দেওয়া হয়। এই টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করেব বল দেওয়া হয় শেওড়াফুলি মল্লিক বাগান নতুন সংঘ ও বৈদ্যবাটি কোচিং ক্যাম্পকে। ফাইনাল ম্যাচটি পরিচালনা করেন নির্মল সরকার।

সাইকেলে বিশ্বজয় রামচন্দ্রের

মলয় সুর

দু'চাকায় দুনিয়া বিশ্ব পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে সাইকেলে ৬ লক্ষ ২৭ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেন উত্তরপাড়া নিবাসী রামচন্দ্র বিশ্বাস। ১৯৮২ সালের ১ এপ্রিল সাইকেলে বিশ্বভ্রমণের লক্ষ্যে রাস্তায় নামেন রামচন্দ্র। কেনিয়া, নাইজেরিয়া, ফ্রান্স, সুইডেন, ভিয়েতনাম, আমেরিকা সহ বিশ্বের ১৫৭টি দেশের ৩০২০০টি শহর পরিভ্রমণ করেছেন। উত্তরপাড়ায় ফিরেছেন ২০১২ সালে। বিশ্বশান্তির বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে রুটম্যাপ। ১৯৮২ সালে তৎকালীন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ও প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মতো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের শুভেচ্ছা নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। সেই পথ চলা শেষ হয় ২৯ বছর পর। সুখ দুঃখ মিশিয়ে দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা রয়েছে রামচন্দ্রবাবুর। এত বছরের এই দুর্ধর্ষ অভিজ্ঞতা ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন। এবার বই আকারে প্রকাশিত হল।'সাইকেলে বিশ্বভ্রমণ' আফ্রিকা পর্ব।

নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান। সাইকেল ছাড়া দ্বিতীয় সম্বল ছিল না। কিন্তু যখন যেখানেই গিয়েছেন মানুষের আতিথেয়তায় আর কিছুর দরকার পড়েনি। দূতাবাস থেকে সাধারণ মানুষ সবাই সাহায্য করেছেন। ৬ লক্ষ ২৭ হাজার ৫০০ কিলোমিটার পথ ভ্রমণ করেছেন। নিজেকে তাই বলেন, 'বিশ্ব পথিক'।

প্রথমে আফ্রিকার আদিম অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ, জাম্বিয়ায় থাকতে গিয়ে শিউরে ওঠার মতোই গল্প শুনিয়েছেন পাঠকদের। এক জায়গায় অজগর সাপের মাথা, লেজ কেটে ফেলা হল। তারপর জলে সিদ্ধ করে চামড়াটা মাংস থেকে টেনে বার করে ছাড়িয়ে ফেলল ওরা। সাপটাকে মাছের মতো পিস পিস করে রান্না করে খেতে দিল। গহন জঙ্গলে এছাড়া উপায়ই বা কী। তার ঝুলিতে জমা হয়েছে অন্তত ৬ হাজার শংসাপত্র, অনেক পুরস্কার। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতা থেকে দূতাবাসের প্রধান রাষ্ট্রপুঞ্জেরও স্বাক্ষর আছে সে সবে। স্প্যানিশ, জার্মানি, রাশিয়ান, ফরাসি, সুইডিয়াসহ ১৭টি ভাষার অনর্গল কথা বলতে পারতেন একসময়। এখন পারেন না।

সচিত্র বইটির আফ্রিকা পর্বের কঙ্গোর পিগমি কিংবা আদিম জনগোষ্ঠী বুশম্যানদের সঙ্গে রাত কাটানোর রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা পড়তে গিয়ে পাঠকদের গায়ে কাঁটা দেবে। আমাজনের গভীর অরণ্যে অজগর সান্নিধ্যও কম রোমাঞ্চকর নয়। বইটির দাম ধার্য্য হয়েছে ৪০০ টাকা। অ্যাডভেঞ্চারের ছোঁয়া, সঙ্গে রয়েছে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, সমাজ ও অর্থনীতিও চোখ এড়ায়নি এই ভূপর্যটকের।

তাঁর এই দীর্ঘ যাত্রাপথে অজস্র স্মৃতি ভিড় করে। এই ২৯ বছরের সাইকেল ভ্রমণ তাই অনেক কিছু শিখিয়েছে। বিশ্বপথিক এখন উৎসাহিত করছেন নতুন প্রজন্মকে। তার পরবর্তী বই সাউথ আমেরিকা পর্ব চলতি বছরের জুন মাসে প্রকাশিত হবে। এই ষাটোর্দ্ধ রামচন্দ্র বিশ্বাস অকৃতদার। বাড়ির প্রতি পিছুটান ছিল না। তাই বিশ্ব দুনিয়া দেখার প্রবল তাড়নায় যুবা বয়সে বেড়িয়ে পড়েছিলেন সাইকেল নিয়ে।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

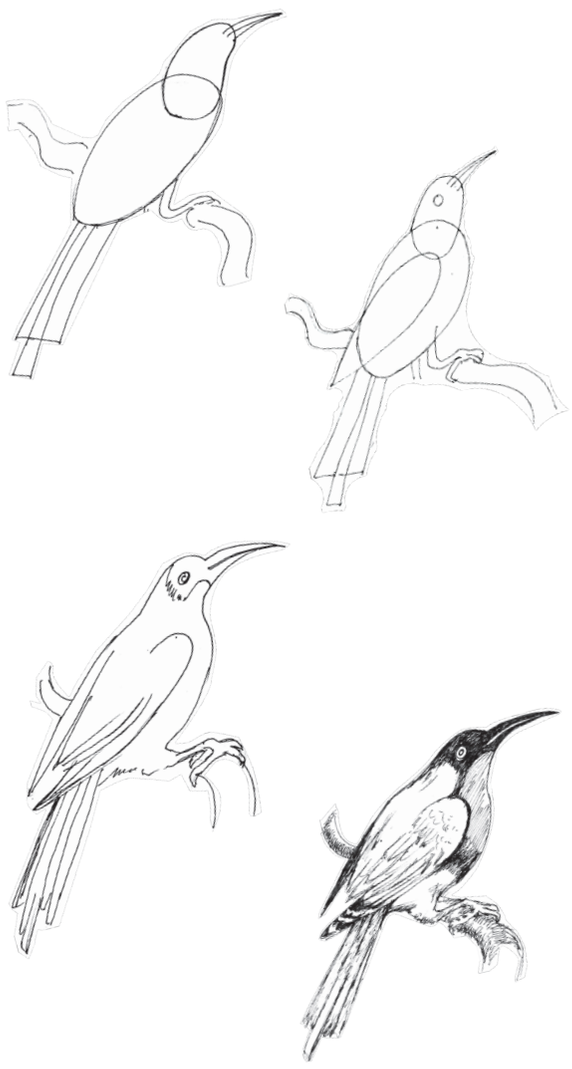

মেলা

ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা পরীক্ষায় রচনা লিখতে দিয়েছে। বিষয় তোমার প্রিয় পশু, মরুভূমি বা মেলা। ক্লাসের সবচেয়ে ভাল মেয়েটি ঠিক করল সে তৃতীয় বিষয়টির উপর লিখবে। কিন্তু লেখাটা শুরু করতে গিয়ে সে শিরোনামে লিখল- মালা। ওর পিছনের মেয়েটি ওকে জিজ্ঞাসা করল, এই প্রথমা, রচনা লিখছিস? একটু দেখা না। ওই পাতাটা এক ঝলক দেখিয়েই প্রথমা খাতাটা বন্ধ করে দিল। এক ঝলকে গীতা শুধু শিরোনামটাই দেখতে পেল। প্রথমার রচনার বিষয়টা দেখে গীতা ভাবল যে 'মালা' তো সহজ বিষয়, ও নিজেই ওটা লিখতে পারবে। রচনাটা শুরু করল এভাবে-

ফুলের মালা খুব সুন্দর লাগে দেখতে। মালা নানা প্রকারের হয়। যেমন- পুঁতির মালা, কাগজের মালা, ফুলের মালা, শোলার মালা, প্লাস্টিকের মালা, তুলসির মালা, জুতোর মালা, ঘুঁটের মালা প্রভৃতি। মালা অনেককেই পরানো হয়। মালা নেতাকে পরায়, মালা ঠাকুরকে পরায়, মালা প্রধানমন্ত্রীকে পরায়, মালা মুখ্যমন্ত্রীকে পরায়।

গীতার বাঁ দিকে বসেছে দিপালী। সে বলল, এই গীতা, তোর রচনাটা একটু দেখা না। গীতা খাতার পাতা উল্টে ওকে নকল করার সুযোগ করে দিল। দিপালীও লিখল, ফুলের মালা খুব সুন্দর লাগে দেখতে। মালা নানা প্রকারের...

পরীক্ষকের কাছে খাতা পৌঁছলে উনি আবিষ্কার করলেন যে দু' একজন ছাড়া প্রায় সকলেই লিখেছে মালার উপর রচনা। অথচ প্রধান শিক্ষক বলে দিয়েছেন দেখবেন কেউ যেন বাংলায় ফেল না করে। অনেকে রচনায় শূন্য পেয়েও পাশ করে গেল। কিন্তু, যারা পাশ মার্ক পেল না তাদের নিয়ে অসুবিধা হল। প্রধান শিক্ষককে জানানোতে উনি উপদেশ দিলেন, আপনি মালা শব্দগুলো কেটে সব মেলা করে দিন। তারপর নম্বর দিয়ে পাশ করিয়ে দিন। পরীক্ষক সে ভাবে সংশোধন করায় রচনাটা দাঁড়াল এরকম—

ফুলের মেলা খুব সুন্দর দেখতে। মেলা নানা প্রকারের হয়। যেমন- পুঁতির মেলা, কাগজের মেলা, ফুলের মেলা, শোলার মেলা, প্লাস্টিকের মেলা, তুলসির মেলা, জুতোর মেলা, ঘুঁটের মেলা প্রভৃতি।

ধাঁধা

মাগুর মাছের মাথা
সঙ্গে চিংড়ি মাছের পেটি,
শেষে সারস পাখির লেজ
দিলে পাও কোন জিনিসটি?

গত সংখ্যার উত্তর: ফ্যান (পাখা)

উত্তরদাতা- অনুপম গিরি, মল্লিকপুর

এসএমএস-এর মাধ্যমে উত্তর পাঠাও ১২-১৮ তারিখের মধ্যে ৯০৩৮৬৪০০৩০ এই নম্বরে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না।

তোমরা ধাঁধা পাঠাও এসএমএস বা ইমেলের মাধ্যমে

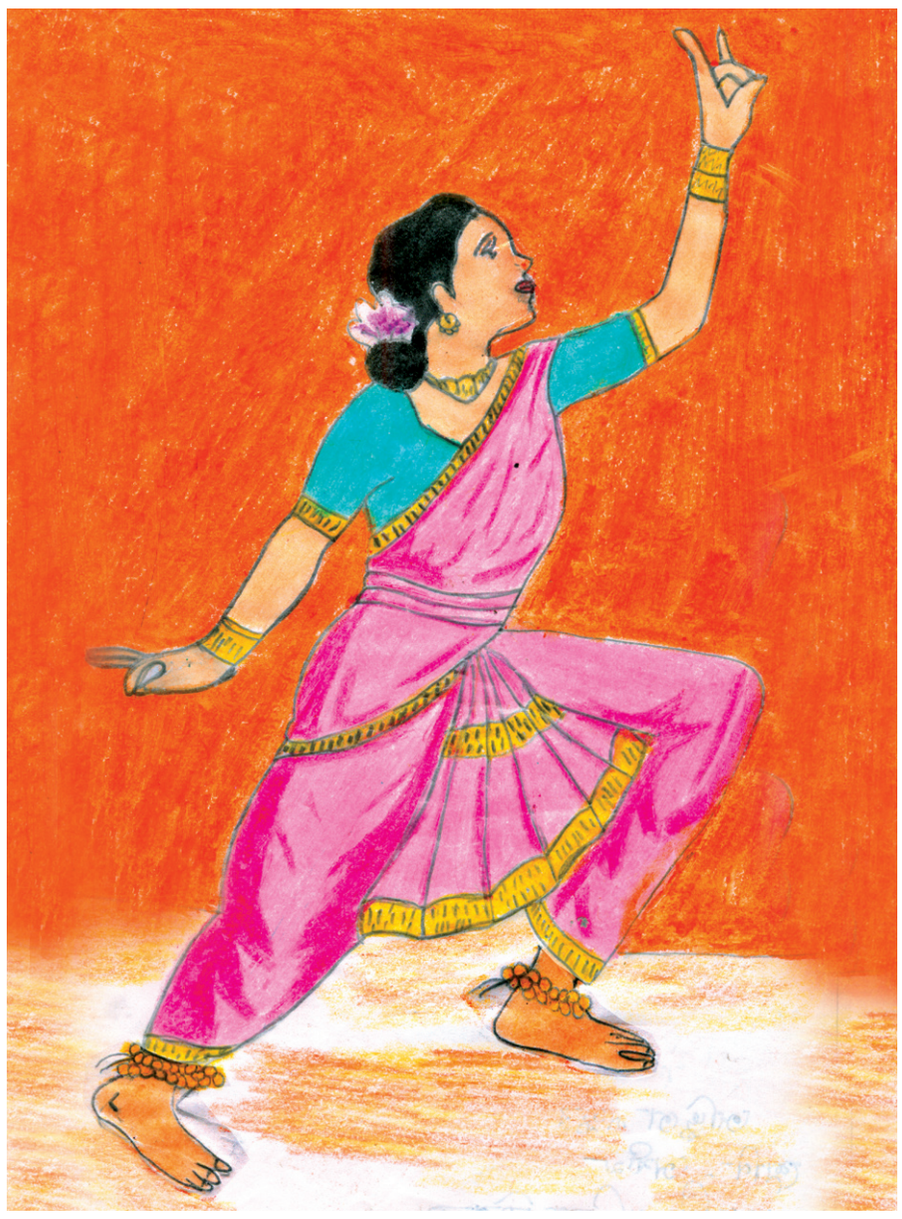

অঙ্কিতা নস্কর, অষ্টম শ্রেণি, রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়, বারুইপুর

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com